উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮১,১৪৮.২২ (-১২৮১.৬৮)
নিফটি : ২৪,৫৭৮.৩৫ (-৩৪৬.৩৫)

কোভিড : নয়া বয়ানে অস্বস্তি কেন্দ্রের
কোভিড-১৯'এর ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট ভারতে আঘাত হানার চার বছর পর কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, কোভিডে মৃত্যুর সরকারি পরিসংখ্যানের চেয়ে বাস্তব পরিস্থিতি অনেক ভয়াবহ ছিল। » ৭

পঞ্জাবে বিষমদের বলি ১৭
পঞ্জাবে বিষমদ খেয়ে মৃত্যু হল ১৭ জনের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আরও ৬ জন। তবে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩৩°	৩৩°	৩২°
সর্বনিম্ন	২৩°	২৩°	২৩°	২২°

মার্কিন মধ্যস্থতা নিয়ে মন্তব্যে বিতর্কে থারুর » ১০

শিলিগুড়ি ৩০ বৈশাখ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 14 May 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 353

বৃন্দাবনে বিরুষ্কা

সোমবারই টেস্ট থেকে হঠাৎ অবসর ঘোষণা করেছেন বিরাট কোহলি। তার ঠিক পরদিনই স্ত্রী অনুষ্কাকে নিয়ে হাজির বৃন্দাবনে। দুজনে মিলে শুনলেন প্রেমানন্দজি মহারাজের উপদেশ। চোখে জল দেখা গেল অনুষ্কার।

“ দেশ মনে রাখবে

আমাদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় শত্রু শিবির ধ্বংস হয়েছে। আগামী বহু দশক ভারতীয় সেনার এই বীরত্বের কথা মনে রাখা হবে।

-নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী

গাহে তব জয়গাথা

মোদির মুখে ঘুরেফিরে প্রত্যাঘাতের কড়া বার্তাই

'আমরা করব জয়, নিশ্চয়...'। আদমপুর বিমানঘাঁটিতে সেনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

অমৃতসর, ১৩ মে : সংঘর্ষ বিরতি চালিয়ে যেতে রাজি হয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। দু'দেশের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস (ডিজিএমও) পর্যায়ের বৈঠকে সোমবার সেই বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে। সীমান্তে ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে সংঘাত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কথায় কিন্তু মঙ্গলবার সেই যুদ্ধবিরতির উল্লেখমাত্র ছিল না। বরং যুদ্ধের মেজাজেই তাঁকে দেখা গেল পঞ্জাবের আদমপুর বিমানঘাঁটিতে।

ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বিমানঘাঁটি উড়িয়ে দিয়ে সেখানে মোতায়েন ভারতের এস-৪০০ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে বলে পাকিস্তান দাবি করেছিল। দাবিটি আগেই পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা। বিমানঘাঁটিটির অক্ষত এবং পুরোদস্তুর সচল অবস্থা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতেই যেন মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী হাজির হলেন সেখানে।

দীর্ঘক্ষণ মিশে থাকলেন বায়ুসেনার জওয়ান ও আধিকারিকদের সঙ্গে। মিগ-২৯ ফাইটার জেট এবং এস-৪০০-কে পিছনে রেখে নিরাপত্তাকর্মীদের জমায়েতে ভাষণও দিলেন। বার্তা দিলেন আকাশপথে ভারতের শক্তির। মোদির কথায়, 'আমাদের বায়ুসেনা কেবল অস্ত্র দিয়ে নয়, বরং তথ্য ও ড্রোন দিয়ে শত্রুকে শেষ করতে পারে।' জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া ভারতের লক্ষ্য হলেও সেই কাজে বাধা দিতে ইসলামাবাদ যাত্রী বিমান উড়িয়েছিল।

সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বায়ুসেনার উদ্দেশে বলেন, 'যাত্রীবাহী বিমানকে বাঁচিয়ে অপারেশন সফল করা কঠিন ছিল। কিন্তু আপনারা সফল হয়েছেন। আমাদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় শত্রু শিবির ধ্বংস হয়েছে। আগামী বহু দশক ভারতীয় সেনার এই বীরত্বের কথা মনে রাখা হবে।' প্রধানমন্ত্রীকে সামনে পেয়ে দৃশ্যত অভিভূত আদমপুরে মোতায়েন বায়ুসেনা জওয়ানরা 'ভারত মাতা কি জয়' স্লোগান দেন।

জওয়ানদের জমায়েতে মোদির তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য ছিল, 'ধর্মের জন্য অস্ত্র ধারণ করা আমাদের ঐতিহ্য। জঙ্গিরা আমাদের মা-বোনদের সিঁদুর মুছে দিয়েছিল। আমরা ওদের ঘরে ঢুকে শেষ করেছি।' তাঁর মতে, 'অপারেশন সিঁদুর ভারতের নির্ণায়ক শক্তির পরিচয়।' প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় তিন সূত্রে গাঁথা হয়ে গিয়েছে নয়া ভারতের লক্ষ্য। কী সেই তিন সূত্র।

মোদি বলেন, 'প্রথমত, সন্ত্রাসবাদী হামলা বলে ভারত নীরব থাকবে না আর। দ্বিতীয়ত, কোনও পরমাণুশক্তির হুমকি ভারত বরদাস্ত করবে না। তৃতীয়ত, জঙ্গি আর তাদের মদতদাতাদের পৃথক করে দেখা হবে না আর।' তাঁর এই সফর বাস্তবে পাকিস্তানের প্রতি বার্তা। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে বিমানঘাঁটির ছবি পোস্ট করেন তিনি।

এরপর দশের পাতায়

তর্জা চলছেই

- পাকিস্তান বারবার দাবি করেছে তাদের ক্ষেপণাস্ত্র এস-৪০০ ধ্বংস করেছে
- মঙ্গলবার আদমপুরের বিমানঘাঁটিতে গিয়ে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এস-৪০০-র সামনে দাঁড়িয়েই সেনাবাহিনীর সঙ্গে ছবি তোলেন নরেন্দ্র মোদি

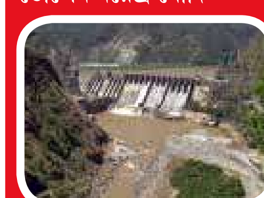

- সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা হলেও সিন্ধু চুক্তি স্থগিতই থাকছে, জানিয়ে দিয়েছে ভারত সরকার
- এদিকে, ৬ ও ৭ মে'র অপারেশন সিঁদুরে ১১ পাক সেনাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে বলে অবশেষে মেনে নিল শাহবাজ সরকার
- শেষের ৩ দিনের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে এখনও নীরব পাক সেনা

১১ পাক সেনা, ৪০ নাগরিকের মৃত্যু

ইসলামাবাদ, ১৩ মে : শেষপর্যন্ত পাকিস্তান মানল ভারতের আক্রমণে তাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। যুদ্ধবিরতি ঘোষণার চারদিনের মাথায় সেই ক্ষয়ক্ষতির তথ্য প্রকাশ করা হল পাক সেনার তরফে। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে বাহিনীর জনসংযোগ দপ্তরের (ইন্টার সার্ভিস পাবলিক রিলেশন) মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ জানিয়েছেন, ১১ পাক সেনাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ৭৮।

ভারতের স্থল ও বায়ুসেনার আক্রমণে নিহতদের ওই তালিকায় ৬ জন বায়ুসেনা এবং বাকিরা সেনাবাহিনীর সদস্য। তাঁদের নামের তালিকাও প্রকাশ করেছেন শরিফ। নিহতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম পাক বায়ুসেনার স্কোয়াড্রন লিডার উসমান ইউসুফ। ভারতের পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে নিশানায় ছিল জঙ্গিঘাঁটি। পরে পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু করায় সামরিক ঘাঁটিগুলিকে আক্রমণ করা হয়।

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

ঘনাদার সঙ্গে পাল্লা দিলেন ব্রজদা

আশিস ঘোষ

শুধু মিসাইল, ড্রোনের হিসেবই নয়, একটা যুদ্ধ আমাদের আরও কত কী শিখিয়ে দেয়। যেমন এবারের যুদ্ধটা দেখিয়ে দিল এ দেশের ইলেক্ট্রনিক সংবাদমাধ্যমের আসল চেহারাটা। টিআরপির জন্য তারা পারে না এ হেন কিছু নেই। গত চার-পাঁচদিন ধরে চলেছে চ্যানেলে চ্যানেলে ব্রেকিং নিউজের কোমর কষে দৌড়াদৌড়ি। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি ছাড়ার পাত্র নয়। যে যা পারছে বলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ঘনাদার সঙ্গে ব্রজদার গুলের পাল্লা।

একাত্তরের যুদ্ধে তাল গাছে উঠে বাঁশ দিয়ে হেলিকপ্টার নামানোটা এ যাবৎ বাংলা খবরের কাগজের সবথেকে উৎকৃষ্ট গুল ছিল। এবার তাকে ছাপিয়ে গেল মনগড়া মিথ্যে খবরের বহর। এক সে বড়কর এক। এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায়। একাত্তরের সঙ্গে এবারের যুদ্ধের অবশ্য কোনও মিলই নেই। তখন ছিল আকাশবাণী আর দূরদর্শনের জমানা। তাদের সংবাদ পাঠক-পাঠিকাদের ঢিমেতালে, নিরুত্তাপ গতির সংবাদ পাঠের সঙ্গে এখনকার অ্যাঙ্কারদের গলার জোরের কোনও তুলনাই হয় না। সবসময় তাঁদের কণ্ঠ সপ্তমে। সে কী উত্তেজনা! যেন যুদ্ধটা হচ্ছে বাড়ির বৈঠকখানাতেই। চারদিকে রাত জেগে ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচ দেখার মজা।

এখন বাড়তি পাওনা যুদ্ধের লাইভ কভারেজ। হাতেগরম টাটকা লড়াই। যেমন এক এগিয়ে থাকা চ্যানেলের অ্যাঙ্কার জানিয়ে দিলেন, করাচি বন্দরে আমাদের যুদ্ধজাহাজ থেকে হামলার সব খবর তাঁর কাছে থাকলেও নিরাপত্তার কারণে তিনি তা জানাচ্ছেন না। বেশ একটা অর্থপূর্ণ মুচকি হাসিও তিনি হাসলেন। *এরপর দশের পাতায়*

জটিলতা শিলিগুড়ি কলেজে

পেনশন ফাইলে সই করা নিয়ে বিতর্কে জয়ন্ত

টিচার্স কাউন্সিলের বৈঠক শেষে অধ্যক্ষ, অধ্যাপকরা। মঙ্গলবার।

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : বিতর্ক যেন তাঁর পিছু ছাড়ছে না। শিক্ষকদের ওপর নজরদারি চালাতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর বিষয় থেকে অস্থায়ী শিক্ষকর্মীদের বিমা করাতে স্বজনপোষণের অভিযোগ, সবেতে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি।

এবার অবসরের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা দুই অধ্যাপক ও এক শিক্ষাকর্মীর অবসরকালীন সুবিধা পাওয়ার পেনশন ফাইল তৈরিতে অসহযোগিতা করার অভিযোগ উঠল শিলিগুড়ি কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি জয়ন্ত করের বিরুদ্ধে। এর আগে জয়ন্তকে সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবিতে অধ্যাপকরা মেয়র গৌতম দেবের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু মেয়র বিষয়টিতে কর্ণপাত করেননি।

কলেজের অধ্যাপক অভিজিৎ মজুমদার ও ডঃ ঝিনুক দাশগুপ্ত ছয় মাস পরেই অবসরগ্রহণ করবেন। অভিযোগ, তাঁদের অবসরকালীন সুবিধা পাওয়ার ফাইলে সভাপতি সই না করায় সেটি প্রক্রিয়ার জন্য কলকাতায় বিকাশ ভবনে থাকা ডাইরেক্টরেট অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন অফিসে পাঠানো যায়নি। সেই কারণে গোটা প্রক্রিয়া ছয় মাস পিছিয়ে গিয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষের উপস্থিতিতে টিচার্স কাউন্সিল বিষয়টি নিয়ে বৈঠকে বসে। জানা গিয়েছে, টিচার্স কাউন্সিলের চাপে সভাপতি ওই ফাইলে সই করেন। বিষয়টি নিয়ে গৌতম দেব বলেন, 'অভিজিৎ মজুমদার ও ঝিনুক দাশগুপ্ত সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন। কলেজের প্রতি তাঁদের অবদান রয়েছে। জয়ন্ত করকে সরানোর বিষয়টি নিয়ে অধ্যাপকরা এসেছিলেন। কিন্তু সেটা আমার দেখার বিষয় নয়, শিক্ষা দপ্তর দেখবে। তাই অধ্যাপকরা বিষয়টি শিক্ষা দপ্তরে চিঠি দিয়ে জানাক।'

বিষয়টি নিয়ে জয়ন্ত কর বলেন, 'অভিজিৎ মজুমদারের ফাইল নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। তবে ঝিনুক দাশগুপ্ত ২০০১ ও ২০১২ সাল মিলিয়ে ৪৯টি ছুটি নিয়েছিলেন, যা পরিচালন সমিতির বৈঠকে পাশ হয়নি।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

এডিশন স্পেশাল

উত্তরেও আগাম বর্ষার সম্ভাবনা
» দশের পাতায়

দিলীপের স্ত্রী রিঙ্কুর ছেলের রহস্যমৃত্যু
» পাঁচের পাতায়

চাই মোবাইল, চলো দিল্লি

ট্রেনে উঠেও রণে ভঙ্গ চার স্কুল পড়ুয়ার

মিঠুন ভট্টাচার্য ও অরিন্দম বাগ

শিলিগুড়ি ও মালদা, ১৩ মে : মোবাইলে বন্ধুদের গেম খেলতে দেখে নিজেদেরও মনে সেই ইচ্ছে জেগেছিল। কিন্তু তাদের যে মোবাইল নেই! আর বাড়িতে মোবাইলের জন্য বায়না করলেই জুটছিল বকা। তার ওপর পড়াশোনার চাপ আর দুষ্টুমি করলে শাসন তো রয়েছেই। ঠিক এমন আবহে মোবাইল ফোন কেনার অভিনব ফন্দি আসে স্কুল পড়ুয়া চার বন্ধুর মাথায়।

শিলিগুড়ি সংলগ্ন বাড়িভাসার ওই চার নাবালক ছক কষে, বাড়ি থেকে পালিয়ে ভিনরাজ্যে গিয়ে কাজ করবে। কাজ করেই মোবাইল ফোন কেনার টাকা জোগাড় করবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। দিল্লি যাওয়ার ফন্দি এঁটে ১১ থেকে ১৪ বছরের ওই চার কিশোর সোমবার এনজেপি স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠে বসে। তবে তাদের আর দিল্লি যাওয়া হয়ে ওঠেনি। পুরাতন মালদা স্টেশনেই ওই স্কুল পড়ুয়াদের উদ্ধার করে আরপিএফ। বর্তমানে বালুরঘাটের একটি হোমে রয়েছে ওই চার নাবালক।

ট্রেন এনজেপি স্টেশন ছাড়ার পর থেকেই ওই কিশোরদের বুক দুরুদুরু করতে থাকে। পুরাতন মালদা স্টেশনে ঢুকতেই ওরা ট্রেন থেকে নেমে কর্তব্যরত আরপিএফ কর্মীদের কাছে সাহায্য চায়। সোমবার রাতেই আরপিএফের সেফ কাস্টডিতে রাখা হয় ওই নাবালকদের। মঙ্গলবার আরপিএফ নাবালকদের মালদা জিআরপির হাতে তুলে দেয়। এদিন সকালে ওই কিশোরদের রেলওয়ে চাইল্ডলাইনের মাধ্যমে শিশু সুরক্ষা (চাইল্ড ওয়েলফেয়ার) কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়। রেলওয়ে চাইল্ডলাইনের তরফে বিজনকুমার সাহার বক্তব্য, 'ছেলেগুলি এনজেপি থেকে দিল্লি যাচ্ছিল। ওদের শারীরিক পরীক্ষা করিয়ে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দিয়েছি।'

ছবি : এআই

চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারপার্সন অম্বরীশ বর্মন বলেন, 'প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারলাম, ওদের মোবাইল কেনার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পরিবারের লোকজন মোবাইল কিনে দেননি। কাজ করে মোবাইল কেনার উদ্দেশ্যে ওরা বাড়ি থেকে পালিয়েছিল।' তবে মালদা জিআরপির এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'জানা গিয়েছে বকা দেওয়া, অতিরিক্ত শাসন ও পড়াশোনার চাপে ওরা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়।' এদিন ওয়েলফেয়ার কমিটির তরফে চার নাবালককে বালুরঘাটের একটি হোমে পাঠানো হয়েছে।

যদিও এসব অভিযোগের কিছুই মানতে চায়নি কিশোরের পরিবার। দুই কিশোরের মা অন্যের বাড়িতে রান্নার সহায়িকার কাজ করেন। আবার আরেক নাবালকের মাত্র চার মাস বয়সেই মায়ের মৃত্যু হয়। বাবা কর্মসূত্রে শিলিগুড়ির বাইরে থাকেন। ঠাকুরদা-ঠাকুমার কাছেই থাকে সে।

এরপর দশের পাতায়

পরিত্যক্ত প্ল্যান্ট, গোপালক আজ দিনমজুর

হিমুলে বিপর্যয়

রণজিৎ ঘোষ

ঘুম, ১৩ মে : পাহাড়ের গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে একটা সময় বড় ভূমিকা নিয়েছিল সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত দুগ্ধ সমবায় সংস্থা হিমুল। দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের বিভিন্ন জায়গায় গোপালনের ব্যবস্থার মাধ্যমে দুধের উৎপাদন করে এবং কৃষকদের নিয়ে সমবায় তৈরি করে সেই দুধ কিনে নেওয়া হত। এই কাজের জন্য পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে চিলিং প্ল্যান্টও বসানো হয়েছিল।

উৎপাদিত দুধ হিমুলকে বিক্রি করে রোজগারের ভালো পথ দেখেছিলেন পাহাড়ের মানুষ। কিন্তু সবকিছুই এখন অতীত। হিমুল দুগ্ধ উৎপাদনকারী সংস্থারই আর কোনও অস্তিত্ব নেই। পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকা পাহাড়েও চিলিং প্ল্যান্টগুলি ধ্বংসের পথে। এই পরিস্থিতিতে হিমুলের সঙ্গে যুক্ত থাকা গোপালকদের অনেকে এখন দিনমজুরি করে সংসার টানছেন।

একদা এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত কৃষক সোনম ডুকপার কথায়, 'গোরু পালন করে সেই দুধ সমবায়ের মাধ্যমে হিমুলকে দিতাম। ভালোই চলছিল সবকিছু। কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হল না। হিমুলই বন্ধ হয়ে গেল। আমাদের গোরু পালনের কারবারও উঠে গিয়েছে। এখন দিনমজুর হিসাবে কাজ করে সংসার চালাই।'

গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলছিলেন, 'প্রতিটি চিলিং প্ল্যান্ট ঘুরে দেখেছি। প্রতিটিই ভগ্নপ্রায় অবস্থায় রয়েছে। পাহাড়ের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে আবার গোরু পালন এবং দুধ উৎপাদনের মাধ্যমে এখনকার অর্থনীতি পুনরুজ্জীবিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু এখন সমবায় সমিতি তৈরির জন্য রেজিস্ট্রেশন দেওয়া বন্ধ থাকায় কিছু করা যাচ্ছে না।'

গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত করতেই একটা সময় সরকারি সহায়তায় হিমালয়ান কোঅপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেড (হিমুল) তৈরি হয়েছিল। মাটিগাড়ার খাপরাইলে কারখানা এবং প্রশাসনিক ভবন তৈরি হয়। রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য ছিল, গ্রামের বাড়িতে যে গোরু পালন হয়, সেই গোরুর দুধ কিনে নেওয়া হবে।

এরপর দশের পাতায়

পরিত্যক্ত অবস্থায় হিমুলের চিলিং প্ল্যান্ট। দার্জিলিংয়ের ঘুমে।

পরিকল্পনার অভাব

- গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত করতে সরকারি সহায়তায় হিমুল তৈরি হয়েছিল
- পাহাড়ে ২০-২২ হাজার গোপালককে নিয়ে হাজারের বেশি সমবায় তৈরি হয়
- এক সময়ে এখান থেকে দৈনিক গড়ে ২০ হাজার লিটার দুধ পেত হিমুল
- পরিকল্পনার অভাবে ২০০৯-২০১০ সাল থেকে একে একে সমস্ত চিলিং প্ল্যান্ট বন্ধ হয়ে যায়

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত

চোপড়া, ১৩ মে : চোপড়ার কালাগছ এলাকায় জাতীয় সড়কে মঙ্গলবার বিকালে পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে মোটরবাইকের সংঘর্ষের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বাইকে থাকা চার তরুণের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম চন্দন রায় (১৯)। বাকি তিনজনও গুরুতরভাবে আহত। তাঁরা সকলেই জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানা এলাকার বাসিন্দা। মৃতের বাড়ি আকালুগছ এলাকায়। এদিন চার বন্ধু একটি বাইকে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। কারও মাথায় হেলমেট ছিল না। দুর্ঘটনার পরে তাঁদের উদ্ধার করে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনা হলে এক তরুণকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি তিনজনের মধ্যে মহম্মদ রাজেশ, আমজাদ আলি ও ফিরদৌস আলিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। তাঁদের বাড়ি ফুলবাড়ি সংলগ্ন জটিয়াকালী এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বাইকে চারজন ছিলেন। পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় বাইকে থাকা প্রত্যেকেই ছিটকে পড়েন। তাঁরা মাথা, হাত ও পায়ে গুরুতর চোট পেয়েছেন। পিকআপ ভ্যানটি পলাতক। গাড়িটির খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাঁদের উদ্ধার করে ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে আসে। আহতদের মধ্যে মহম্মদ রাজেশ বলেন, 'আমজাদ বাইক চালাচ্ছিল। ঘুরতে যাওয়ার পথে আমরা দুর্ঘটনার কবলে পড়ি।'

গারকুটা গ্রামের বাসিন্দাদের অভিনব উদ্যোগ

হাতি ঠেকাতে আলোর রোশনাই

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৩ মে : এ যেন অকাল দীপাবলি। তবে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে নয়, সারাবছরই নাকি এমন আলোর উৎসব চলে। ধূপগুড়ির গারকুটা গ্রামে গেলে এমনই ছবি চোখে ধরা পড়ে। সন্ধ্যা থেকে ভোররাত পর্যন্ত নানা রঙের টুনি বালব জ্বলতে দেখা যায়। আলোগুলি কয়েক সেকেন্ড করে জ্বলে আবার নিভে যায়। আসলে গারকুটা গ্রামের কৃষিজমিগুলি হাতির আক্রমণ থেকে বাঁচাতেই এমন ব্যবস্থা। গ্রামের চারপাশে মূলত কৃষিজমিগুলিকে ঘিরে টুনি বালব লাগিয়ে রাখা হয়েছে। এবিষয়ে জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, 'মোরাঘাট রেঞ্জে সবসময় কড়া পাহারা রাখা থাকে। বন্যজন্তু আসার খবর পেলেই বনকর্মীরা গ্রামে ছুটে যান। কিন্তু গ্রামের মানুষ নিজের বুদ্ধিতে কিছু টুনি বালব লাগিয়ে সাময়িকভাবে সমস্যা কমানোর ব্যবস্থা করেছেন।'

মোরাঘাট জঙ্গল লাগোয়া গারকুটা গ্রামে হাতির উপদ্রব আটকাতে টুনি বালব।

রঙিন আলোর জ্বলা-নেভা দূর থেকে প্রত্যক্ষ করে যাতে হাতি ওই এলাকায় আসতে ভয় পায় তার জন্যই গ্রামবাসীদের তরফে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ রঙের টুনিগুলি সন্ধ্যা হলেই জ্বলে ওঠে। দূর থেকে আলোর ঝলকানি চোখের উপর প্রভাব ফেলে। গারকুটারই এক বাসিন্দা কৃষক হিরালাল রায় বলেন, 'মোরাঘাটের জঙ্গল থেকে প্রায়শই হাতি লোকালয়ে এসে আমাদের জমির ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে। আমরা গ্রামের অনেকে বাইকেও টুনি বালব লাগিয়েছি। সন্ধেবেলা জঙ্গল সংলগ্ন গ্রামের রাস্তা দিয়ে বাইক চালিয়ে এলে সেগুলি জ্বলে। হাতি বালবের রোশনাই দেখে থমকে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভয়ে জঙ্গলে ফিরে যায়।'

অন্যদিকে, চাষের জমির পাশাপাশি সারাবছর এলাকার বিভিন্ন বাড়ির সামনে বাঁশের ব্যারিকেড করেও তাতে রংবেরংয়ের আলো লাগানো হয় বলে জানিয়েছেন আরেক বাসিন্দা সুভদ্রা রায়। তাঁর কথায়, 'টুনি বালব জ্বালানোতে হাতি কৃষিজমিতে আগের তুলনায় কম আসে।' স্থানীয় কৃষক নীতীশ রায়ের কথাতেও একই সুর। তিনি বলেন, 'হাতি গ্রামে ঢুকলে মোরাঘাট রেঞ্জের বনকর্মীরা তাড়াতে আসেন কিন্তু ততক্ষণে চাষের জমিতে অনেকটা ক্ষতি হয়ে যায়। তাই আমরা সারাবছর টুনি বালব জ্বালিয়ে রাখি।'

আজ টিভিতে

জাঙ্গল প্ল্যানেট সন্ধে ৭.২১ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ দাদু নম্বর ওয়ান, ১০.০০ বিন্দাস, দুপুর ১.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, বিকেল ৪.১৫ বাদশা-দ্য ডন, সন্ধে ৭.১৫ ভালোবাসা ভালোবাসা, রাত ১০.১৫ আমি শুধু চেয়েছি তোমায়, ১.০০ ইতি মৃণালিনী
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, বিকেল ৪.০০ কুমারী মা, সন্ধে ৭.০৫ টাইগার, রাত ৯.৪০ চ্যাম্প
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, দুপুর ২.০০ টক্কর, বিকেল ৫.০০ একাই একশো, রাত ১০.৩০ সুন্দর বউ, ১.০০ খিলোনা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ একদিন প্রতিদিন
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বিধাতার খেলা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জ্যোতি
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.০৭ নাগমতী, দুপুর ১.২৯ সনম তেরি কসম, বিকেল ৪.৩০ বিজনেসম্যান-টু, সন্ধে ৭.৫৫ ক্র্যাক, রাত ১০.৪১ গাউলি
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৫৬ অখণ্ড, দুপুর ২.০৯ কৃশ-থ্রি, বিকেল ৫.১১ দবং-থ্রি, রাত ৮.০০ কে-থ্রি কালী কা করিশমা, ১০.৫২ অরবিন্দ সমেথা
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : সকাল ১০.৫৪ ধড়ক, দুপুর ১.১৯ মাডগাঁও এক্সপ্রেস, বিকেল ৩.৪৮ তলাশ : দ্য হান্ট বিগিনস, সন্ধে ৬.৪৬ হমারি অধুরি কহানি, রাত ৯.০০ উরি-দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ১১.২০ হোটেল মুম্বই
মুভিজ নাউ এইচডি : বেলা ১১.১৫ আইস এজ, দুপুর ১২.৩৫ স্পাইডারম্যান, ২.৩৫ দ্য মেরিন, বিকেল ৩.৫৫ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, ৫.৩০ দ্য গড মাস্ট বি ক্রেজি, রাত ৮.৪৫ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট এনাফ, ১০.৫০ স্পিসিস

একদিন প্রতিদিন
দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে
দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

হমারি অধুরি কহানি সন্ধে ৬.৪৬
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

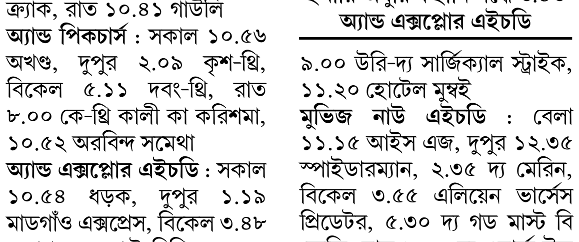

ডেস্ট্রাকশন ডিকোডেড বিকেল ৫.০০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

উত্তরের ৭০ কোটির ভুট্টা রপ্তানি

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৩ মে : ট্রেনে চেপে উত্তরবঙ্গের ভুট্টা এবার ভিনরাজ্যে পাড়ি দিল। ফালাকাটা স্টেশন থেকে তামিলনাড়ু, কেরল, গুজরাট, রাজস্থান সহ উত্তর-দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ভুট্টা রপ্তানি করা হবে। মঙ্গলবার থেকে কাজ শুরু হল। আগামী ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে প্রায় ৭০ কোটি টাকার ভুট্টা রপ্তানি হবে। কৃষকরা সরাসরি ফালাকাটায় ভুট্টা এনে বিক্রি করছেন, দামও বেশি পাচ্ছেন। তাই এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভুট্টা চাষ উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির উপর বিশেষ প্রভাব ফেলবে বলেই মত ব্যবসায়ীদের। ফালাকাটার ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সুপ্রিয় বিশ্বাস বলেন, 'আলুর পর এখন দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল হচ্ছে ভুট্টা। চাষিদের যেমন বিনামূল্যে ভুট্টাবীজ দেওয়া হচ্ছে তেমনই আমরা নানান পরামর্শও দিচ্ছি। তাই গত বছরের তুলনায় ভুট্টার চাষ বেড়েছে। কৃষকরাও লাভের মুখ দেখছেন।'

তুফানগঞ্জ থেকে ফালাকাটায় ভুট্টা বিক্রি করতে আসা আবদুল সাত্তার জানালেন, তাঁর জমিতে প্রায় ১৭ কুইন্টাল ভুট্টা বিক্রিতে প্রায় তিনগুণ বেশি টাকা লাভ হয়েছে। অন্যদিকে, ট্রেনে ভুট্টা ভিনরাজ্যে নিয়ে যাচ্ছেন ডালখোলার ব্যবসায়ী মোহন আগরওয়াল। তাঁর কথায়, 'এই এলাকায় ফালাকাটাতেই সবচেয়ে বেশি ভুট্টার ফলন হয়। তাই বিভিন্ন বড় কোম্পানিও সরাসরি এখান থেকে ভুট্টা কেনে। গোটা উত্তরবঙ্গের মানুষ ফালাকাটাতে এসে ভুট্টা বিক্রি করছেন। ভুট্টা রপ্তানিতে এরকম উদ্যোগ এই প্রথম।' ব্যবসায়ীদের থেকে জানা গিয়েছে, আগে কৃষকরা খোলাবাজারে ১৭ টাকা কেজি দরে ভুট্টা বিক্রি করতেন। কিন্তু এবার তাঁর দর ২০ টাকা ৫০ পয়সা।

প্রতিদিন একটি করে ভুট্টা ভর্তি রেক রওনা হবে। একেকটি রেকে প্রায় ২,৬৫০ টন ভুট্টা মজুত করা যায়। একটি রেকের ভুট্টার দাম প্রায় সাত কোটি টাকা। এভাবে ফালাকাটা থেকে মোট ১০টি রেক ভিনরাজ্যে যাবে। ওই ভুট্টা মজুত করতে রোজ ২৫০টি ট্রাক লাগছে। তবে ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, ট্রাকে করে ভুট্টা রপ্তানি করতে সময় ও ঝুঁকিও বেশি। ট্রাকে ভুট্টা পাঠাতে প্রতি কেজিতে ৫ টাকা খরচ হয়। সেখানে ট্রেনে পাঠাতে খরচ হয় মাত্র ৩ টাকা। কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর, এবার ফালাকাটায় ৮ হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে ভুট্টা চাষ হয়েছে। আলুর পর এখন ভুট্টা দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল। পাটের বদলে এখন চাষিরা ভুট্টা চাষে নজর দেবেন।

খগেনহাটের এক কৃষক সুনীল দাসের কথায়, 'আগে পাটে সঠিক দাম পেতাম না। কিন্তু গত তিন বছর ধরে ভুট্টা চাষে মন দিয়েছি।' ফালাকাটার রেকপয়েন্টে তুফানগঞ্জ, মেখলিগঞ্জ, হলদিবাড়ি, ধূপগুড়ি, বেলাকোবা সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে কৃষক-মহাজনরা ভুট্টা এনে বিক্রি করছেন। ফলে গাড়ির মালিকরাও যথেষ্ট খুশি।

নির্মাণের জন্যে সিগন্যাল এবং টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এস-২০২৫-কে-০৮ তারিখঃ ০৯-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করছে। কাজের নামঃ জালালগড়ে প্রত্যক্ষ প্রাপ্তকরণ এবং প্রেরণ সুবিধা সহিত লাইন নং. ৩ এর পাশে একটি গুডস লাইনের নির্মাণের জন্যে সিগন্যাল এবং টেলিকম কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ২,৬৪,০৩,৭২৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৮২,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল_টিআরডি_০৫_২৫-২৬ তারিখঃ ০৯-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী ই-টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার সংখ্যা. ইএল_টিআরডি_০৫_২৫-২৬ কাজের নামঃ "সার্ভের উন্নীতকরণ-রাঙ্গাপানী, গাইসাল, পাঞ্জিপারা এবং কিশনগঞ্জ যার্ডে" র সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১,৩৭,০৪,৭৯৮.৩৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,১৮,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১১-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১১-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জোষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Tender Notice

E-NIeT No-: -01(e)/CHL-II/PS/2025-26, Dated:- 08/05/2025 & 02(e)/CHL-II/ PS /2025-26, Dated:- 08/05/2025, Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bangal Govt. e procurement Web site www.wbtender.gov.in Details may be seen during office hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev. Block and District Website, Malda on all working days & in www.wbtender.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Chanchal-II Panchayat Samity,
Malatipur, Malda

বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে ফরমেশনের স্থিতিশীলকরণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ডিএমডব্লিউ-০৬২০২৫-এমএলজি, তারিখ : ০৯-০৫-২০২৫, নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, কাজের নাম : উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে ফরমেশনের স্থিতিশীলকরণের জন্য পাকুড়ের পুরাতন লাইন (পিকিউআরজেড) এবং নতুন লাইন (পিকিউআরএনআই) থেকে স্টোন ডাস্ট সরবরাহ। টেন্ডার মূল্য : ৩,৮৪,৯৮,২৫৫.৮০/- টাকা, বায়না মূল্য : ৩,৪২,৫০০/- টাকা, টেন্ডার নথি ৩০-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত গ্রহণ করা যেতে পারে এবং খোলা ৩০-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:১৫ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিএম (ডব্লিউ), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রথম দিকে মানুষের সেবা

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to all concerned that my clients Uday Kumar Singh, S/o Late Shiv Ratan Singh and Smt. Tara Devi Singh, W/o Uday Kumar Singh resident of R N Agarwal Dwarika Square, Burdwan Road, P.O& P.S-Siliguri, Dist- Darjeeling, Pin-734005 are going to purchase Land measuring 35(Thirty Five) Kathas, appertaining to and forming part of R.S. Plot no.212 under R.S. Khatian No. 2/1, corresponding to L.R. Plot no.398 under L.R Khatian no.2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, Pargana-Patharghata, J.L. no.78 situated within Mouza-Choto Pathuram, P.S-Phansidewa, Dist-Darjeeling from (1)Bije Bala Singha S/o Late Digen Singha,(2) Nanita Singha, W/O Narkan Singha, (3) Pradeep Singha, S/o Late Digen Singha, (4) Kanika Singha Barman, W/o Upen Barman, (5) Prasanta Singha, S/o Late Digen Singha, (6) Lalita Singha, W/O Lakhan Singha, (7) Tapan Singha, S/o Late Digen Singha, all are the legal hiers of Late Digen Singha. If any person or concern having any claim/objection over the aforesaid property may contact the undersigned within 7 (Seven) days from the date of publication of this notice failing which, the property shall be treated as free from all encumbrances and charges whatsoever.

Subrata Bhaduri
Advocate, Siliguri Bar Association
Resi. Burdwan Road by Lane,
Opp: Heritage Hospital, Khalpara,
Siliguri, Mobile No.9474877445

কর্মখালি

Cook for Bhojanalay @bus stop near M.G. Marg, Gangtok, 9434117292. (C/116334)

•

কাজের লোক চাই। Aparupa Stores, Deshbandhu Para, Siliguri. M : 7001769305. (C/113481)

•

সেবক রোডে শপিংমল-এর জন্য ৪ জন গার্ড (M) চাই স্যালারি 11,000/-। বয়স 20-47, 8th পাশ - 9933119446. (C/116464)

ড্রাইভার চাই

শিলিগুড়ি লোকাল নিবাসী প্রাইভেট Car চালানোর জন্য ড্রাইভার চাই। কাজের সময়- ১২ঘণ্টা, সঙ্গে অন্যান্য কাজ করতে হবে। ভালো বেতন ও বোনাস। ইন্ডিয়া পাইপস অ্যান্ড স্টিল এজেন্সি। WhatsApp Resume- 8293041651. (C/116465)

লোন

পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউসবিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার লোন, এছাড়া আপনার সোনার গয়না কোথাও বন্ধক থাকলে আমরা সেটা ছাড়িয়ে কম সুদে বেশি টাকা লোন করাই। (M) 79086-31473. (C/116334)

অ্যাফিডেভিট

I Parbati Munda D/O Birsa Munda as declare before the notary public Siliguri Court vide affidavit dt. 08/05/2025. Parbati Munda and Parbati Munda (Sulanki) is the same and one identical person. (C/113482)

বিক্রয়

আলিপুরদুয়ার কোর্টের মাঠের কাছে মধ্যপাড়ায় ২৩ লাখে দুই কামরার ফ্ল্যাট বিক্রয় আছে। ইচ্ছুক গ্রাহকরা সরাসরি যোগাযোগ করুন। ফোন : 7908291578/ 9062787787. (C/116463)

সভা/সমিতি

আগামী ৩০শে মে, ২০২৫ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭.০০ টায় মিত্র সম্মিলনীর (২০২৪-২০২৫) বার্ষিক সাধারণ সভা। সকল সদস্য/সদস্যাদের উপস্থিতি একান্তই কাম্য। - সৌরভ ভট্টাচার্য্য, সাধারণ সম্পাদক, মিত্র সম্মিলনী, শিলিগুড়ি। (C/116462)

১৩২/২৭ কেভি ট্যাণ্ডবাহি পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরটি_৮_টিআরডি_১২_২০২২-২৩ তারিখঃ ০৯-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী ই-টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার সংখ্যা. আরটি_৮_টিআরডি_১২_২০২২-২৩। কাজের নামঃ টিএসএস/কাটিহারে সিঙ্গল ফেজ ২১.৬/৩০.২৪ এমভিএ, ওএনএএন/ওএনএএফ, ১৩২/২৭ কেভি ট্যাণ্ডবাহি পাওয়ার ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৯৪,১১,৩৪৯.৮৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৮৮,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৩-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জোষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

নদী প্রশিক্ষণ ও সুরক্ষা কাজের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এলএমজি/ইএনজিজি/৩৫ অফ ২০২৫, তারিখ: ০৯-০৫-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; অইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : সিনিয়র ডিইএন/I/লামডিং -এর এক্তিয়ারাধীন কেএম ১০২/৭-৮ -এ ব্রিজ নং. ১০৩(৪ × ১৮.৩০ মি) -এ নদী প্রশিক্ষণ ও সুরক্ষা কাজের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৩,৮১,০৬,৭৮১.১০/- টাকা; বায়না মূল্য: ৩,৪০,৫০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৫-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৫-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-০৬-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রথম দিকে মানুষের সেবা

রঙ্গিয়া মণ্ডলে জমা জলের নিষ্কাশন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১৩-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬ তারিখঃ ০৮-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করছে। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও-গোয়ালপাড়া টাউন-কামাখ্যা খণ্ডে ৩৬০ দিনের জন্যে ৩০ টি এলএইচএস/আরইউবির জমা জলের নিষ্কাশন। (এলএল-১৫৩, এলএল-১৫৫, এলএল-১৫৭, এলএল-১৫৯, এলএল-১৬৩, এলএল-২০০, ২৩৭, ২৬৫, ৩১১, এলএল-১৭১, এলএল-১৭৩, এলএল-১৮৪, এলএল-১৮৭, এলএল-১৮৮, এলএল-১৯২, এলএল-১৯৪, এলএল-২০৯, এলএল-২১১, এলএল-২১৯, এলএল-২২৩, এলএল-২৩৬, এলএল-২৩৭, এলএল-২৩৯, এলএল-২৪১, এলএল-২৪৬, এলএল-২৫৮, এলএল-২৫৯, এলএল-২৬০, এলএল-২৬১, এলএল-২৬৬)। টেন্ডার রাশিঃ ১,১১,৪৬,৩৩৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,০৫,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০২-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
টোকাঃ টেন্ডারের যেকোনো শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনের জন্যে জমা করার পূর্বে অনুগ্রহ করে মূল টেন্ডার নোটিসে উল্লেখ করা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের নেট/ সংবাদপত্র/সংশোধনী পরীক্ষা করুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)
Offline tenders are being invited from reputed agencies for disposal of Live trees & fire woods. For details please visit www.ubkv.ac.in
Sd/-
Registrar (Actg.)

সমীপবর্তী পথ এবং সম্মুখভাগের ওয়ালের সুরক্ষার উন্নতকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ০৯-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার সংখ্যা. ০৩-এপি-I-২০২৫। কাজের নামঃ এডিইএন/II/নিউ কোচবিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে আরইউবি/এলএইচএসের সম্মুখভাগের ওয়ালের সুরক্ষার এবং সমীপবর্তী পথের উন্নতকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ২,১৮,৪৩,২৫০.২৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৫৯,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

নোটিশ নং. এসএন্ডটি_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ০৯.০৫.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। (১) ই-টেন্ডার নং.ঃ এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_০৯_ওটি, তারিখ ০৯.০৫.২০২৫। কাজের নাম ঃ (ক) বোনিডাঙ্গা লিংক কেবিনে ডায়মন্ড ক্রসিং অপসারণের জন্য শাখার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এস অ্যান্ড টি কাজ। (খ) এমএলডিটি ডিভিশনে টিআরআর(পি) এসএল টিপিএইচ-আরজেএল-১.৭৭ কিমি-এর সাথে সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি কাজ; টেন্ডারের মূল্যঃ ₹ ১,৭৪,৩৩,৪০০.৭০; বায়না অর্থঃ ₹ ২,৩৭,২০০.০০; ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় ঃ ১৯.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে ০২.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিশ বোর্ডঃ www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা।

MLD-50/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণের জন্যে বিশেষ সিগন্যালিং কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসএণ্ডটি/এপিডিজে/০১ এবং এসএণ্ডটি/এপিডিজে/০২ তারিখঃ ০৯-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-০১-২০২৫-২৬। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের এসএসই/এসআইজি/আইসি/আলিপুরদুয়ার জংশন খণ্ডের অধীনে নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণের জন্যে বিশেষ সিগন্যালিং কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১,১০,৪৮,৩৭৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,০৫,৩০০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-০২-২০২৫-২৬। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের এসএসই/এসআইজি/আইসি/ফকিরাগ্রাম খণ্ডের অধীনে নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণের জন্যে বিশেষ সিগন্যালিং কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১,০৮,৬১,৪৮৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,০৪,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৬-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৬-০৬-২০২৫ তারিখে ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
Scholarship Section
National Overseas Scholarship Scheme (NOS) for ST candidates for the Selection Year 2025-25

The Ministry of Tribal Affairs, Government of India, invites online applications for the **National Overseas Scholarship Scheme (NOS) from ST candidates** for the selection year 2025-26. The scholarship is awarded to students selected for pursuing higher studies abroad at the Masters level, Ph.D. and Post-Doctoral Research programme.
Number of slots for Scholarship : **20**
Interested Candidates may apply online through the NOS Portal **https://overseas.tribal.gov.in/**
The portal will remain open from **15 May 2025 to 30th June 2025 (5:30PM)** for submission of applications.
For more details candidates may visit Ministry's portal : **https://overseas.tribal.gov.in/**
cbc43101/11/0007/2526

ভারত সরকার
উপজাতীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ছাত্র বৃত্তি বিভাগ
২০২৫-২৬ নির্বাচিত বর্ষের জন্য তপশিলি উপজাতির প্রার্থীদের জন্য জাতীয় বৈদেশিক ছাত্রবৃত্তি যোজনা (এনওএস)

ভারত সরকারের উপজাতীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিবাচিত বর্ষ ২০২৫-২৬ এর জন্য তপশিলি উপজাতির প্রার্থীদের জাতীয় বৈদেশিক ছাত্রবৃত্তি যোজনা (এনওএস)-এ অনলাইনে আবেদন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। বিদেশে স্নাতকোত্তর স্তর, গবেষণার কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত পিএইচডি এবং পোস্ট ডক্টরাল-এর মতো উচ্চস্তরের শিক্ষাগ্রহণে নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের এই ছাত্রবৃত্তিটি প্রদান করা হয়ে থাকে।
ছাত্রবৃত্তিটির জন্য শূন্যপদের সংখ্যা : ২০
ইচ্ছুক প্রার্থীরা এনওসি পোর্টাল https://overseas.tribal.gov.in -এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র জমা করার পোর্টালটি **১৫ মে ২০২৫ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ (বিকেলে ৫:৩০টা পর্যন্ত)** খোলা থাকবে।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য প্রার্থীরা মন্ত্রণালয়ের পোর্টাল https://overseas.tribal.gov.in/ এ পরিদর্শন করতে পারেন।
cbc43101/11/0007/2526

West Bengal Commission for Backward Classes
বিজ্ঞপ্তি

মহামান্য কলকাতা উচ্চ আদালতের ৬ই মে, ২০২৫ তারিখে নির্দেশ অনুসারে, (WPA (P) 111 of 2025), পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি আয়োগ, রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণির তালিকাভুক্তিকরণের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করছে। যে সমস্ত শ্রেণি বা সম্প্রদায় নিজেদেরকে অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত মনে করেন কিন্তু এখনও রাজ্য সরকারের অনগ্রসর শ্রেণির তালিকায় বা তপশিলি জাতি বা তপশিলি উপজাতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হননি, তাঁরা রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণির তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারেন। আবেদন পত্রের নির্দেশ আয়োগের ওয়েবসাইট (https://wbcbc.in) থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র ই-মেলে (mswbcbc@yahoo.co.in) বা আয়োগের কার্যালয়ে (তন্তুজ ভবন, অষ্টম তল, ১৮/৪, ডি ডি ব্লক, সেক্টর-১, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৬৪) যে কোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে ৫টার মধ্যে জমা করতে পারবেন।

আদেশানুসারে
Sd/- সদস্য সচিব

PRAHARI PRARAMBHIKA BSF PRIMARY SCHOOL, KADAMTALA (SILIGURI), Phone No: 74783 73222

1. Posts are vacant for English, Hindi, Computer, PTI, Aaya and part time drawing teacher on contractual basis with consolidated pay.
2. Qualification: B.Sc. (Computer), B.A. (English & Hindi) with 55% marks, B.T. or D.El.Ed with computer knowledge.
3. Bachelor of Fine arts for drawing teacher Graduate with B.P.Ed for physical training instructor and eight pass for Aayas.
4. Candidates can submit their bio data upto 26.05.2025 with Xerox copies of testimonials in the school office by hand.
5. Only short listed Candidates will be called for interview via their mobile number.

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯০৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় বাড়তি লগ্নি করতে হতে পারে। জীবনের কোনও স্বপ্ন পূরণ হবে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা। **বৃষ :** বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। প্রেমে শুভ। **মিথুন :** দিনটি ভালো যাবে। কোনও মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারে। পাওনা আদায়ে স্বস্তি। **কর্কট :** অতি আবেগ ক্ষতি করবে। বাবার পরামর্শে কোনও সমস্যা মিটবে। অযথা বিতর্ক নয়। **সিংহ :** কোনও পরিচিত ব্যক্তি দ্বারা প্রতারিত হতে পারেন। **কন্যা :** পরিবারের সঙ্গে দিন কাটিয়ে আনন্দলাভ। প্রেমের সঙ্গীকে অযথা ভুল বুঝে মানসিক কষ্ট। কাজে উৎসাহ বাড়বে। **তুলা :** কারও জন্য ত্যাগ স্বীকার করে আনন্দ। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা মাথায় আসবে। **বৃশ্চিক :** পথে কোনওরকম বিতর্কে যাবেন না। যা আপনার আছে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন। **ধনু :** বিষণ্ণতা হঠাৎ করে চেপে বসবে। সংসারে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন। অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে। **মকর :** ঋণ কিছুটা শোধ করতে হতে পারে। তর্কবিতর্ক থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখুন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **কুম্ভ :** কোনও শুভ যোগাযোগ হবে। রাগ সামলে রাখুন। প্রেমে শুভ। **মীন :** বিদেশে বসবাসরত সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা কমবে। দাঁতের সমস্যায় ভোগান্তি। কর্মক্ষেত্রে শুভ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩০ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ২৪ বৈশাখ, ১৪ মে, ২০২৫, ৩০ বহাগ, সংবৎ ২ জ্যৈষ্ঠ বদি, ১৫ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।১, অঃ ৬।৭। বুধবার, দ্বিতীয়া রাত্রি ১২।৪৪। অনুরাধানক্ষত্র দিবা ১০।৩৮ পরিঘযোগ দিবা ৫।৫২। তৈতিলকরণ দিবা ১১।৫৭ গতে গরকরণ রাত্রি ১২।৪৪ গতে বণিজকরণ। পরিঘযোগ দিবা ৫।৫২। তৈতিলকরণ দিবা ১১।৫৭ গতে গরকরণ রাত্রি ১২।৪৪ গতে বণিজকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ১০।৩৮ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১২।৪৪ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ১২।৪৪ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি- ৮।১৭ গতে ৯।৫৬ মধ্যে ও ১১।৩৪ গতে ১।১২ মধ্যে। কালরাত্রি ২।১৭ গতে ৩।৩৯ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৬ গতে ১১।১০ মধ্যে ও ১।৫০ গতে ৫।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫০ মধ্যে ও ১১।৫৮ গতে ১।২২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রাস্তা বন্ধ করতে গৌতমকে চিঠি শংকরের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : মহাবীরস্থানের রেলগেট সংস্কারের জন্য রাস্তা বন্ধ রাখার জন্য জারি করতে হবে নোটিফিকেশন। মেয়র গৌতম দেবকে সেই আবেদন জানিয়ে চিঠি দিলেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। মঙ্গলবারই তিনি পুরনিগমে চিঠিটি রিসিভ করিয়েছেন। পাশাপাশি ছবি তুলে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছেন মেয়রকে। এদিকে সংস্কারে বিধায়কের ভূমিকা কী, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মেয়র।

গৌতমের মন্তব্য, 'সরকারি পর্যায়ে আধিকারিকরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। এতে বিধায়কের কী করণীয়?' তাঁর ব্যাখ্যায়, 'ওখানে একটা কাজ হবে। রেলের আধিকারিকরা ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করবেন। কবে বন্ধ হবে, কীভাবে কাজ চলবে ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হবে দু'পক্ষের মধ্যে। এখানে বিধায়কের কী ভূমিকা, বুঝতে পারছি না।' যদিও শংকরের যুক্তি, 'ব্যবসায়ীদের অনুরোধে আমি এলাকায় গিয়েছিলাম। খুব খারাপ পরিস্থিতি। তাই রেলকে মেরামতের জন্য অনুরোধ করেছি। কাজ করতে হলে রাস্তা বন্ধ রাখতে হবে। সেই সংক্রান্ত নোটিফিকেশন জারির আবেদন জানিয়ে মেয়রকে চিঠি দিয়েছি। বললে তো অনেককিছুই বলা যায়। এব্যাপারে আর বিতর্ক বাড়াতে চাই না।'

মহাবীরস্থান রেলগেটের অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। অভিযোগ, প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে সেখানে। গর্ত তৈরি হওয়ায় যানবাহন বিশেষত টোটো নিয়ে যাতায়াতে সমস্যা বেশি হয়। সোমবার সকালে পরিস্থিতি দেখতে সেখানে যান শংকর। তাঁর দাবি, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অনুরোধেই তিনি গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন রেলকর্তারা। সেসময় কর্তাদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। ব্যবসায়ীদের একাংশ তাঁদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

বিক্ষোভ
- রাস্তা বন্ধ রাখার জন্য নোটিফিকেশন জারি করতে হবে
- মহাবীরস্থান রেলগেটের অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল
- পরিদর্শনের সময় কর্তাদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়
- ব্যবসায়ীদের একাংশ তাঁদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান

এরপরই রেলের তরফে জানানো হয়, খুব তাড়াতাড়ি লাইনের ধার মেরামত করা হবে। সেজন্য বন্ধ রাখতে হবে রাস্তা। বিধায়ক ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে জানান, তিনি মেয়রকে নোটিফিকেশন জারির আবেদন জানিয়ে চিঠি দেবেন। সেইমতো আজ চিঠি দিলেন তিনি।

ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ মে : এআইইউটিইউসি ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ধর্মঘট সফল করতে মিছিল করল পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন। মঙ্গলবার সংগঠনটি নর্থবেঙ্গল টি প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এবং পিটিএস যৌথভাবে আগামী ২০ তারিখ ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল করে। এদিন বিডিও অফিসে থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি বাজার হয়ে স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে শেষ হয়। আশাকর্মীদের সরকারি স্বীকৃতি, ন্যূনতম ২৬ হাজার টাকা বেতন এবং চা শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরির দাবি তোলা হয় মিছিল থেকে। মিছিল শেষে বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র দার্জিলিং জেলা সভাপতি দেবাশিস শর্মা। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের দার্জিলিং জেলা সভাপতি নমিতা চক্রবর্তী ও সংগঠনের ব্লক সভাপতি রত্না মিত্র অধিকারী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রোদ উপেক্ষা করে পেটের দায়ে। মহানন্দা নদীতে সুত্রধরের তোলা ছবি।

প্রতিবাদী আন্দোলন গাড়িচালক, মালিকদের

যানজটে নাভিশ্বাস শৈল শহরের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : পাকদণ্ডিতে যানজট নতুন নয়। পর্যটন মরশুমে পাহাড়পথে পা রাখলেই নাভিশ্বাস ওঠে আমজনতার। এবার তারই প্রতিবাদ শুরু হল পাহাড়ে। সমতলে যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটলে, কেন ব্রিটিশ আমলে পড়ে থাকবে পাহাড়ের রাস্তা, প্রশ্ন তুলে মঙ্গলবার আন্দোলনে নামেন পরিবহণচালক ও মালিকরা। হিমালয়ান ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক দিলীপ প্রধান বলছেন, 'যানজটের জেরে সাধারণ মানুষ থেকে পর্যটক, সকলকেই ভুগতে হচ্ছে। আমাদের ব্যবসাও তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। দ্রুত এই সমস্যা থেকে দার্জিলিংকে বাঁচাতে পদক্ষেপ করা হোক।'

একটা সময় পাহাড়পথ বলতে ব্রিটিশ আমলে তৈরি হিলকার্ট রোড থাকলেও, বর্তমানে দার্জিলিং ও শিলিগুড়ির মধ্যে সড়ক যোগাযোগ রয়েছে তিনটি রাস্তায়। কিন্তু প্রতিদিন যানবাহনের সংখ্যা বাড়তে থাকায় ট্রাফিক সমস্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি সূত্রেই খবর, শিলিগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের মধ্যে যাত্রীবাহী এবং পণ্যবাহী মিলিয়ে প্রতিদিন গড়ে ২৫ হাজারের বেশি গাড়ি চলাচল করে। রাস্তা চওড়া না থাকায় প্রতিদিন যানজটে অবরুদ্ধ হচ্ছে শৈলশহর। কার্সিয়াং, সিপাইধুরা, সোনাদা, ঘুম, দার্জিলিংয়ের সর্বত্রই সকাল থেকে রাত যানজট থাকছে। পর্যটনের

চকবাজারে টাঙানো পোস্টার।

মরশুমে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং উঠতে বা পাহাড় থেকে সমতলে নামতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেগে যাচ্ছে। ফলে যানজটে পাহাড়ের সাধারণ মানুষ, পর্যটক এবং প্রশাসনের কাছে জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক পদক্ষেপ করেছে। শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড় থেকে সুকনা, রংটং, কার্সিয়াং হয়ে দার্জিলিংগামী ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ককে চওড়া করা হচ্ছে। রাস্তাটির দায়িত্ব রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের হাত থেকে কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থা ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডকে (এনএইচআইডিসিএল) দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, বিকল্প জাতীয় সড়ক তৈরির জন্যও ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির কাজ চলছে।

এরই মধ্যে মঙ্গলবার যানজটের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে হিমালয়ান ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেশন কমিটি। চকবাজারের বিভিন্ন জায়গায় যানজটের ছবি সম্বলিত ফ্লেক্স এবং পোস্টার সাঁটানো হয়। সেখানে লেখা হয়েছে, এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব কার? সংগঠনের সম্পাদক দিলীপের বক্তব্য, 'বর্তমানে কয়েকশো গুণ গাড়ি বেড়েছে। কিন্তু এখানকার গাড়ির চাপ, নিত্য যানজট পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকার নতুন রাস্তা তৈরিতে কোনও উদ্যোগ নেয়নি।' গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলছেন, 'বিকল্প রাস্তা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

গ্রেপ্তার তিন দুষ্কৃতী

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : গভীর রাতে অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল দুষ্কৃতীরা। ফুলবাড়ির টিভি সেন্টার এলাকায় হানা দিয়ে সেই দুষ্কৃতীদের মধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম আনিসুর রহমান, শহিদুল ইসলাম ও রনিত ভৌমিক। প্রত্যেকেই ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামরাঙ্গাগুড়ির বাসিন্দা। মঙ্গলবার তাদের জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

এনজেপি থানার এক আধিকারিক বললেন, 'সোমবার রাতে আমাদের কাছে খবর আসে, কয়েকজন দুষ্কৃতী হাতিয়ার সহ একটি জায়গায় জড়ো হয়েছে। সেইমতো অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।' ধৃতদের থেকে ধারালো অস্ত্র ও একটি নকল আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সপ্তাহখানেক আগে নকল আগ্নেয়াস্ত্র সহ তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তদন্তকারীদের অনুমান, কাজ হাসিল করতে এসব দেখিয়ে ভয় দেখানো হয় মানুষকে। সুযোগ নিয়ে হচ্ছে লুটপাট ও ছিনতাই। এদিন প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা পুলিশের কাছে তেমনটাই স্বীকার করেছে বলে সূত্রের খবর। সন্দেহ করা হচ্ছে, আলাদা আলাদাভাবে ধৃত দুই দলের মধ্যে সংযোগ থাকতে পারে। টিভি সেন্টার এলাকায় জড়ো হওয়া আরও অনেক দুষ্কৃতী পলাতক। তাদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

প্রতারণায় ধৃত

চোপড়া, ১৩ মে : জমির দলিল নকল করার অভিযোগে সোমবার সদর চোপড়া এলাকা থেকে এক-জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের নাম অমৃতকুমার সিংহ ওরফে ভীম। বাড়ি সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাক্তিয়াডাঙ্গি এলাকায়। ধৃতকে মঙ্গলবার ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে তাকে পাঁ-চদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। গত ১৭ এপ্রিল এক অভিযোগে চোপড়া অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিসের অস্থায়ী কর্মী ভাস্কর পালকে গ্রে-প্তার করেছিল পুলিশ। ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অমৃতকুমারের খোঁজ মেলে। ধৃতের কাছ থেকে বেশ কিছু আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সহ দলিল উদ্ধার হয়েছে।

রাস্তায় জল জমায় ভোগান্তি

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ মে : চটহাটের প্রধান রাস্তায় বৃষ্টি হলেই যন্ত্রণা বাড়ছে এলাকার বাসিন্দাদের। বছর কয়েক আগে প্রধান রাস্তার মাঝে কালভার্ট তৈরি করা হয়েছিল। সেইসঙ্গে স্থানীয় বাজার এলাকায় তৈরি করা হয়েছিল নিকাশিনালা। কিন্তু সঠিকভাবে পরিকল্পনা করে তা তৈরি হয়নি বলে অভিযোগ। আর সে কারণেই অল্প বৃষ্টিতেই জল জমছে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায়।

প্রথমে চটহাট বাঁশগাও গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ওই এলাকায় চটহাট হাইস্কুল থেকে গোটা বাজার এলাকাজুড়ে নালাটি তৈরি করা হয়। কিন্তু রাস্তার থেকে সেই নিকাশিনালা উঁচু হওয়ায় জল জমে থাকছে। আবার আবর্জনা ফেলার কারণে নিকাশিনালা বন্ধ হয়ে থাকছে। এরপর চটহাট সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে প্রধান রাস্তা বরাবর তৈরি করা হয় কালভার্ট।

এই করতে গিয়ে কয়েক লক্ষাধিক সরকারি টাকা খরচ হয়েছে। অথচ সমস্যা কার্যত মেটেনি। সামান্য বৃষ্টি হলেই জল জমছে প্রধান রাস্তায়। চটহাট বাঁশগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজেশ মণ্ডল বলেন, 'আগে দীর্ঘক্ষণ জল জমে থাকতে। এখন রাস্তায় বেশিক্ষণ জল জমছে না। আগামী ৭ দিনের মধ্যেই নিকাশিনালা পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। সেইসঙ্গে রাস্তাটিও মেরামতের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে চিঠি করা হবে।' প্রধানের যুক্তি জল জমলেও, কিছুক্ষণ পরই তা বেরিয়ে যাচ্ছে। আগে আরও বেশি সময় জল জমে থাকত রাস্তায়। অপরিকল্পিতভাবে তৈরি সেই নিকাশির কারণে সমস্যা কমছে না। এর ওপর সাধারণ মানুষের অসচেতনতার জেরে নালার মুখ বন্ধ হয়ে থাকছে আবর্জনায়।

অভিযোগ, বাজারের মাছ-মাংসের পচা জল উপচে পড়ায় রাস্তায় সাধারণ মানুষের চলাচল দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। বারবার একই অভিযোগ ওঠা সত্ত্বেও সঠিকভাবে উদ্যোগ কখনোই নেওয়া হচ্ছে না বলে দাবি করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ বজলু বলেন, 'চটহাট বাজার এবং একাধিক গ্রাম থেকে ফাঁসিদেওয়া যাতায়াতের জন্য ওই রাস্তাটি ব্যবহার হয়। সেটির বেহাল পরিস্থিতি। অবিলম্বে নিকাশিনালা এবং রাস্তা সংস্কার প্রয়োজন।'

সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হচ্ছে রাস্তা। -সংবাদচিত্র

CENTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN HOMOEOPATHY
(An Autonomous Body of Ministry of AYUSH, Government of India)
Jawaharlal Nehru Bhartiya Chikitsa Avum Homoeopathy Anusandhan Bhawan
61-65, Institutional Area, Opp. D-Block, Janakpuri, New Delhi-110058

Advt. No.: 151/2025-26 Dated: 09.05.2025

ENGAGEMENT OF RESEARCH FELLOWS (DIETICIAN) & (HOMOEO) ON CONTRACT BASIS

The Regional Research Institute for Homoeopathy, Siliguri under C.C.R.H. intends to engage the following Research Fellows purely on contract basis through test/ walk-in-interview on the dates mentioned against each between 9.30 - 10.30 a.m.

S. No.	Name of the Post	Date of Interview
1.	Senior Research Fellow (Dietician)	26th May, 2025
2.	Junior Research Fellow (Homoeo)	27th May, 2025

The details about place of posting; essential qualification, experience, remuneration, etc. are available on the website of the Council, namely, www.ccrhindia.nic.in and www.ccrhindia.ayush.gov.in

Assistant Director (H)/S-4/Admn. I/c

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ঝুঁকির যাত্রা।। জলপাইগুড়ির অমরখানায় ছবিটি তুলেছেন নীলকমল রায়।

দশম ও দ্বাদশে জেলায় প্রথম

টিউশনে নয়, স্কুলের পড়ায় সাফল্য

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই) পরীক্ষায় নজরকাড়া রেজাল্ট করল শিলিগুড়ির দুই পড়ুয়া। মঙ্গলবার সিবিএসই পরীক্ষার দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির ফল প্রকাশ হয়েছে। দ্বাদশে ৯৮.৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে দার্জিলিং জেলায় সম্ভাব্য প্রথম হয়েছে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের কলা বিভাগের ছাত্রী হিয়াশ্রী পাল। সে চম্পাসারির বাসিন্দা। অন্যদিকে, ৯৮.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে দশমে জেলার সম্ভাব্য প্রথম জিডি গোয়েঙ্কা পাবলিক স্কুলের ছাত্রী প্রেরণা শর্মা। দুই পড়ুয়ার সাফল্যে স্কুলগুলিতে খুশির হাওয়া।

প্রাইভেট টিউশনের উপর নির্ভর করে নয়, বরং স্কুলে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করেই হিয়াশ্রীর এমন তাক লাগানো ফলাফল। পড়াশোনা করতে তার সবসময়ই ভালো লাগে। দ্বাদশ শ্রেণিতে ওঠার পর থেকেই মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করেছিল ওই মেধাবী ছাত্রী। সিবিএসই দ্বাদশ পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৪। সে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ১০০, অর্থনীতিতে ৯৯, ভূগোলে ৯৯, শরীরশিক্ষায় ৯৯, ইতিহাসে ৯৭ ও ইংরেজিতে ৯৫ পেয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি সংবাদপত্র ও বিভিন্ন ধরনের বই পড়তে ভালোবাসে ওই মেধাবী।

হিয়াশ্রী পাল

প্রেরণা শর্মা

হিয়াশ্রী বলল, 'আমি কোনওদিন সময় বেঁধে পড়াশোনা করিনি। বরং যখন ইচ্ছে হয়েছে পড়তে বসেছি। আমার লক্ষ্য ছিল ৯৮ শতাংশ নম্বর। কিন্তু তার থেকেও বেশি পেয়েছি।'

অন্যদিকে, জিডি গোয়েঙ্কা পাবলিক স্কুলের ছাত্রী প্রেরণারও কোনও প্রাইভেট টিউশন ছিল না। তার ফলাফলও নজরকাড়া। দশমের পরীক্ষায় প্রেরণার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯২। সে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে ১০০, এসএসটিতে ৯৯, বিজ্ঞানে ৯৮, অঙ্কে ৯৮, হিন্দিতে ৯৭ এবং ইংরেজিতে ৯৫ পেয়েছে। মাটিগাড়ার হিমাঞ্চল বিহারের বাসিন্দা প্রেরণার কথায়, 'আমার পড়াশোনার কোনও নির্দিষ্ট রুটিন ছিল না। যখন ইচ্ছে হত পড়তাম।' ইতিমধ্যেই সে জেইই-র প্রস্তুতিও নিতে শুরু করে দিয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি স্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও সে অংশগ্রহণ করত। তবে কিছুটা আক্ষেপের সুরে তার বক্তব্য, '৯৯ শতাংশের উপরে নম্বর পাব বলে আশা করেছিলাম। তবে একটু কম পেয়েছি।' যদিও মেয়ের ফলাফলে প্রেরণার বাবা আশুতোষ কুমার ও মা পুনম কুমারী খুব খুশি।

অন্যদিকে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে সরকারি কলেজে পড়াশোনা করতে চায় হিয়াশ্রী। প্রাইভেট টিউশন ছাড়া কীভাবে এত ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব হল সেই প্রশ্নের উত্তরে হিয়াশ্রীর বক্তব্য, 'সেল্ফ স্টাডি হল সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। স্কুলে মন দিয়ে পড়াশোনা করেছি।' মেধাবী ওই ছাত্রীর সাফল্যে স্কুল কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি খুশি তাঁর বাবা বাবুল পাল ও মা সুপ্রিয়া পাল।

শিলিগুড়িতে পাশ প্রায় ১০০ শতাংশ

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : একই দিনে প্রকাশিত হল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-এর দ্বাদশ ও দশম শ্রেণির পরীক্ষার ফল। নজরকাড়া ফল করেছে শিলিগুড়ি শহরের পড়ুয়ারা। বেশিরভাগ স্কুলেই একশো শতাংশ পড়ুয়া পাশ করেছে। চলতি বছর ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা চলে। দশমের পরীক্ষা চলে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত। পরীক্ষা শেষের ৫৬ দিনের মাথায় দশম শ্রেণির ও ৩৭ দিনের মাথায় দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফল প্রকাশ করল বোর্ড। শিলিগুড়ির পাশাপাশি পাহাড়ের স্কুলের পড়ুয়ারাও ভালো ফলাফল করেছে।

ইতিমধ্যেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক এবং আইসিএসই, আইএসসি-র ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী হিয়াশ্রী পাল ৯৮.৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে জেলায় সম্ভাব্য প্রথম। ওই স্কুলের দ্বাদশের ছাত্রী দেবাদৃতা ভট্টাচার্য ৯৬.৬ শতাংশ ও উজ্জয়িনী দে ৯৪.২ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। পিছিয়ে নেই স্কুলের দশম শ্রেণির পড়ুয়ারাও। ৯৭.৬ শতাংশ পেয়ে স্কুলের মধ্যে প্রথম হয়েছে উৎস বৈদ্য। ফুলবাড়ি দার্জিলিং পাবলিক স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র অমোঘ কাঞ্জিলাল ৯৭ শতাংশ ও দশম শ্রেণির ছাত্রী শাগুন আগরওয়াল ৯৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে স্কুলের মধ্যে প্রথম হয়েছে। স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রেয়া মিত্র বিশ্বাস বলেন, 'পড়ুয়ারা খুব ভালো ফলাফল করেছে। স্কুলের সার্বিক ফলে আমরা খুশি।'

নজরকাড়া ফলাফল করেছে শিলিগুড়ি মডেল হাইস্কুলের পড়ুয়ারাও। ৯৮.২ শতাংশ নম্বর পেয়েছে দশম শ্রেণির ছাত্রী চন্দাকুমারী রায় ও ৯৬ শতাংশ নম্বর পেয়েছে কমার্স বিভাগের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী রেশমী প্রসাদ। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের পড়ুয়াদের ফলাফলে খুশি স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের পড়ুয়াদের সার্বিক ফলে খুশি শিলিগুড়ি দিল্লি পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল অনিশা শর্মা। শহরের অন্যান্য স্কুলগুলোর পড়ুয়ারাও ভালো ফল করেছে। শহরে সিবিএসই দশম ও দ্বাদশের সার্বিক রেজাল্ট ভালো হয়েছে বলে সহোদয়া স্কুল কমপ্লেক্সের সভাপতি ডাঃ এস এস আগরওয়াল জানিয়েছেন।

ডেঙ্গির হানা

চোপড়া, ১৩ মে : এলাকায় ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিস মেলায় বাড়ছে উদ্বেগ। চলতি সপ্তাহে দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক পরিযায়ী শ্রমিকের শরীরে ডেঙ্গির হদিস মিলেছে। তিনি ভিনরাজ্য থেকে জ্বর নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন।

জেলা হাসপাতালে খারাপ সি-আর্ম মেশিন

বন্ধ জটিল অপারেশন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : সি-আর্ম মেশিন কার্যত অকেজো হয়ে রয়েছে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। এমন পরিস্থিতিতে বেশ কিছুদিন ধরে বড় ধরনের অপারেশন হাসপাতালে করা সম্ভব হচ্ছে না। জটিল অপারেশন করাতে হলেই রোগীকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হচ্ছে। নতুন মেশিন চেয়ে স্বাস্থ্য ভবনে জানানো হলেও, এখনও তা পাওয়া যায়নি। ফলে গরিব মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে। অন্যদিকে, হাসপাতালের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব ভবন অনেক পুরানো হওয়ায়, শিশু বিভাগে স্বয়ংক্রিয় শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা কার্যকর করার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েছে পূর্ত দপ্তর। মঙ্গলবার হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে এমন বিষয়গুলি আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে বলে চেয়ারম্যান গৌতম দেব জানান। যদিও দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিকের দাবি, 'নতুন সি-আর্ম মেশিন আসবে। আপাতত এই মেশিনটি মেরামত করে চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।'

অর্থোপেডিক, কার্ডিয়াক সার্জারি, নিউরোসার্জারি, ইউরোসার্জারি, পেসমেকার বসানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে সি-আর্ম মেশিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে একটি সি-আর্ম মেশিনেই দীর্ঘদিন ধরে কাজ চলছে। ১০ বছরেরও বেশি পুরোনো এই মেশিনটি দিয়ে কয়েক মাস জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যন্ত্রটি প্রায় অচল হয়ে গিয়েছে। ফলে হাসপাতালে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত অপারেশনই কার্যত বন্ধ হয়ে রয়েছে। অচল হয়ে থাকা সি-আর্ম মেশিন দিয়ে চিকিৎসকরা অপারেশনের ঝুঁকি নিতে চাইছেন না বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর। মঙ্গলবার হাসপাতালে রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে চেয়ারম্যান গৌতমের সামনে সি-আর্ম মেশিন খারাপ থাকার বিষয়টি তোলা হয়। নতুন মেশিনের আশ্বাসও মিলেছে। কিন্তু কবে নতুন মেশিন আসবে, তা এখনও নিশ্চিত নয়।

অন্যদিকে, হাসপাতালের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবের ওপরতলায় ৬০ শয্যার শিশু বিভাগ রয়েছে। এই বিভাগে অত্যাধুনিক শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। যাতে সারা বছর আবহাওয়া অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘরের তাপমাত্রা একইরকম রাখা সম্ভব হয়। এর ফলে শিশুদের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও লাভদায়ক হবে। সেখানে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে পূর্ত দপ্তর। কিন্তু দীর্ঘদিনের পুরোনো এই ভবনের ছাদের স্বাস্থ্য ভালো না থাকায় সেই কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে কীভাবে কাজ করা হবে, সে ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মঙ্গলবার রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকের পরে চেয়ারম্যান গৌতম বলেছেন, 'নতুন ডায়ালিসিস ইউনিট তৈরির ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। রোগীদের যে কোনও শারীরিক পরীক্ষার রিপোর্ট মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে ই-রিপোর্ট হিসেবে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। দ্রুত এই ব্যবস্থা পাকাপাকিভাবে চালু হয়ে যাবে। এর ফলে রোগীদের রিপোর্ট পেতে আর হাসপাতালে বারবার ঘুরতে হবে না।'

জেলা হাসপাতালে রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক। মঙ্গলবার। -সূত্রধর

সমস্যা কোথায়

- সি-আর্ম মেশিন খারাপ থাকায় জটিল অপারেশনে রেফার
- মেডিকেল কলেজে ছুটতে হওয়ায় ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ
- রোগীদের হয়রানি রুখতে শারীরিক পরীক্ষায় ই-রিপোর্ট চালুর সিদ্ধান্ত
- ছাদের স্বাস্থ্য ভালো নয়, শিশু বিভাগে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সমস্যা

স্কুল ভিত্তিক ফলাফল মাধ্যমিক

- আঠারোখাই শ্রীনরসিংহ বিদ্যাপীঠ : মোট পরীক্ষার্থী ৪২৮, উত্তীর্ণ ২৮৭, সর্বোচ্চ রাতুল ঘোষ (৬৪৮)।
- বাগডোগরা বালিকা বিদ্যালয় : মোট পরীক্ষার্থী ১১২, উত্তীর্ণ ৭৯, সর্বোচ্চ দীপিকা বর্মন (৫৯০)
- আঠারোখাই বালিকা বিদ্যালয় : মোট পরীক্ষার্থী ১২৮, উত্তীর্ণ ১০০, সর্বোচ্চ তমাশ্রী সরকার (৫৮১)
- সন্তোষিনী বিদ্যাচক্র : মোট পরীক্ষার্থী ২০৩, উত্তীর্ণ ১৪৯, সর্বোচ্চ অর্চিতা মজুমদার (৫৭৪)
- বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুল : মোট পরীক্ষার্থী ৯৩, উত্তীর্ণ ৮১, সর্বোচ্চ রিয়া মুন্ডা (৫৪৫)
- মাটিগাড়া বালিকা বিদ্যালয় : মোট পরীক্ষার্থী ২৩৯, উত্তীর্ণ ১৮৭, সর্বোচ্চ সেজুতি রায় (৫৩২)
- মাটিগাড়া হরসুন্দর হাইস্কুল : মোট পরীক্ষার্থী ১১৭, উত্তীর্ণ ৮৯, সর্বোচ্চ কিংশুক ঘোষ (৫৩১)

পুলিশের দ্বারস্থ তরুণী

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : প্রথমে ফেসবুকে পরিচয়, এরপর সম্পর্ক গড়ায় প্রেমে। তারপরই বিপত্তি। শেষপর্যন্ত সেই প্রাক্তন প্রেমিকের বিরুদ্ধে প্রতারণা, ব্ল্যাকমেল সহ বিয়ে ভেঙে দেওয়ার অভিযোগে পুলিশের দ্বারস্থ হন শিলিগুড়ির এক তরুণী।

অভিযোগ, গত ২০২১ সালে ভক্তিনগর থানা এলাকার এক তরুণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এরপর দুজনের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তরুণীর অভিযোগ, 'আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হলে ওই তরুণ আমাকে ব্যবহার করতে শুরু করে। আমার অনুমতি ছাড়াই আমাদের ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি ও ভিডিও তুলে রাখে।'

এরপর ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে তরুণীর অন্যত্র বিয়ে ঠিক হয়। সেই পাত্রপক্ষকে পুরোনো ছবি ও ভিডিও দেখিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন তরুণী। তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। ঘটনার তদন্ত চলছে।

দীর্ঘ যানজটে আটকে রয়েছে গাড়ি। মঙ্গলবার শালুগাড়ার কাছে।

সেবক রুটে যানজটে ভোগান্তি

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১৩ মে : তিস্তা ব্যারেজ সেতু সংস্কারের 'চাপ' এসে পড়েছে শালুগাড়া অবধি। গত ২৭ এপ্রিল থেকে সংস্কারের কাজ শুরু হতেই প্রশাসনিক নির্দেশে ব্যারেজের ওপর দিয়ে সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

আগে ট্রেন বা বিমান ধরার জন্য এনজেপি হোক বা বাগডোগরা, অথবা জরুরি কাজে শিলিগুড়ি যাতায়াতের জন্য দিনভর যে হাজার কয়েক গাড়ি ব্যারেজ সেতু ব্যবহার করত, এখন তার প্রায় ৭০ শতাংশই সেবক, শালুগাড়া হয়ে চলাচল করছে। ওই রাস্তায় দিনকয়েকের ব্যবধানে গাড়ির সংখ্যা এক লপ্তে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ায় যানজটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকতে হচ্ছে। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শালুগাড়ায় রাস্তার কাজের জন্য ভোগান্তিও।

সেই মারাত্মক যানজট থেকে ছাড় পাচ্ছে না কেউ। এমনকি মুমূর্ষু রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছানোর তাগিদে হুটার বাজানো অ্যাম্বুল্যান্সও আটকে পড়ছে। সেবক পাহাড় থেকে শালুগাড়া পর্যন্ত দীর্ঘ যানজটের জেরে ডুয়ার্স থেকে জরুরি কাজে শিলিগুড়ি পৌঁছানো রীতিমতো যন্ত্রণার সফর হয়ে দাঁড়িয়েছে ইদানীং।

মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টায় মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে রেফার করা এক রোগীকে নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন মালের নিউ কার স্ট্যান্ড অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের সংগঠনের সম্পাদক সুবল দে। দীর্ঘ যানজটে আটকে পড়ে বিকেল ৩টে ৩৬ মিনিটে তিনি শিলিগুড়ি পৌঁছাতে পেরেছেন। অথচ সময় লাগার কথা ঘণ্টা দুয়েক।

ওদলাবাড়ির বাসিন্দা সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার রাত ৮টা নাগাদ শিলিগুড়ি থেকে বাড়ি ফেরার গাড়িতে চেপেছিলেন। রাত ১১টায় বাড়িতে পৌঁছেছেন তিনি।

এখনই এই অবস্থা হলে আসন্ন বর্ষায় কী হবে ভেবে চিন্তিত নিত্যযাত্রীরা। বর্ষা শুরু হলেই সেবক পাহাড়ে ধস নামে। বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। এবারে ধস নামলে সেবক পাহাড়েও যানজট হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

ফরাক্কা ব্যারেজ সেতুর প্রসঙ্গ টেনে এনে অনেকেরই প্রশ্ন, সেই সেতু সংস্কারের সময় যদি একদিক দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে পারে, তবে তিস্তা ব্যারেজ সেতুর ক্ষেত্রে তা হবে না কেন?

যদিও জলপাইগুড়ির জেলা শাসক আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, সেতু সংস্কারের সময় সেতুর ওপর দিয়ে যান চলাচলে অনুমতি দেওয়া হবে না।

বিজেপির বিক্ষোভ

নকশালবাড়ি, ১৩ মে : প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যের আপত্তিকর পোস্টের বিষয়ে নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে অভিযোগ জানিয়ে বিজেপি কর্মীরা থানা ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন। মঙ্গলবার বিজেপির নকশালবাড়ি মণ্ডল কমিটির পক্ষ থেকে নকশালবাড়ি থানা ঘেরাও করা হয়। ওসি ওয়াসিম বারিকে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়। বিজেপির দাবি, তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যকে দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি মনোরঞ্জন মণ্ডল বলেন, 'ফেসবুক পোস্টে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও সেনাবাহিনীকে অপমান করা হয়েছে। এটা দেশদ্রোহিতার সমান। কিন্তু, তা সত্ত্বেও পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেনি বা থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি।' অপরদিকে, এদিন বিজেপির নকশালবাড়ি মণ্ডল কমিটির পক্ষ থেকে তোতারামজোতের এক বাসিন্দার বিরুদ্ধেও থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। নকশালবাড়ির বিজেপির মণ্ডল সভাপতি সাধন চক্রবর্তী বলেন, 'তোতারামজোতের বাসিন্দা ওই তরুণ তাঁর ফেসবুক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী সহ গোটা দেশকে অপমান করেছেন। অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে।' পদক্ষেপ করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

প্রস্তুতি

চোপড়া, ১৩ মে : গরমের ছুটির পর স্কুল খুলতেই যাতে পড়ুয়াদের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে চোপড়ায়। ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের মাধ্যমে স্কুল পড়ুয়াদের পোশাক তৈরির কাজ চলছে। ইতিমধ্যে, চলতি শিক্ষাবর্ষে অধিকাংশ স্কুলে পড়ুয়াদের হাতে এক সেট করে পোশাক দেওয়া হয়েছে। ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাই সেলাই মেশিন কিনেছেন। পড়ুয়াদের পোশাকের সব কাজ এলাকাতেই হচ্ছে।

চোপড়া ব্লক সুপারভাইজার মহেন্দ্র শাহ জানান, জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রশিক্ষিত মহিলারা পড়ুয়াদের পোশাক তৈরির কাজ করছেন। নর্থ সার্কেল ও চোপড়া সার্কেল (প্রাইমারি) দপ্তর জানিয়েছে, অধিকাংশ স্কুলেই এবার পড়ুয়াদের এক সেট করে পোশাক দেওয়া হয়েছে। গরমের ছুটির পর আরও এক সেট পোশাক দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। যেসব স্কুলে পোশাক দেওয়া যায়নি, সেখানে একসঙ্গেই দুই সেট করে পোশাক দেওয়া হবে।

নার্স দিবস

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স অভিস্মিতা ঘোষকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি ধূপগুড়ি ব্লকে কমিউনিটি হেলথ অফিসারের দায়িত্বে আছেন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তথা হাসপাতাল সুপার সঞ্জয় মল্লিক, নার্সিং কলেজের অধ্যক্ষা সুতপা দত্ত প্রমুখ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি নার্সিং কলেজের পড়ুয়ারা নাচ, গানের মধ্যে দিয়ে দিনটি পালন করেন।

নজরকাড়া ফল অলিভিয়ার

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : সিবিএসই দশম ও দ্বাদশে নজরকাড়া ফল করল বিধাননগরের অলিভিয়া এনলাইটেনড ইংলিশ স্কুলের পড়ুয়ারা। স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী তেজস্বিনী সাহা ৯৬.৮ শতাংশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র অনিকেত জয়সওয়াল ৯১ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। স্কুলের বাকি পড়ুয়ারাও ভালো ফল করেছে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে। স্কুলের সব পড়ুয়াই সফল হয়েছে। স্কুলের এই ফলাফলে খুশি প্রিন্সিপাল অম্বালিকা গহতরাজ বলেন, 'চলতি বছর স্কুলের পড়ুয়ারা খুব ভালো ফল করেছে।' পড়ুয়াদের সাফল্যে খুশি অভিভাবকেরাও। কৃতী পড়ুয়ারা যাতে আগামীদিনে নিজেদের সমাজের কল্যাণের কাজে নিয়োজিত করে, সেই বার্তাই দেন স্কুলের কর্ণধার সুতপা নন্দী।

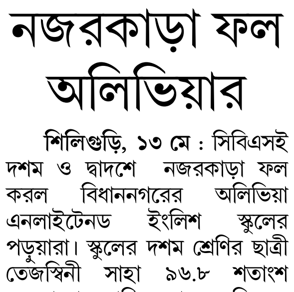

তেজস্বিনী সাহা

অনিকেত জয়সওয়াল

মজুরি বিক্ষোভ

চোপড়া, ১৩ মে : মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোলাগছ পাওয়ার হাউসের গেটের সামনে মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখালেন কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, এই মাসের ১২ তারিখ পেরিয়ে গেলেও তাঁরা গত মাসের মজুরি পাননি।

নদী পারাপার

জীবনসংগ্রাম।। দোমোহনিতে ছবিটি তুলেছেন শুভদীপ শর্মা। মঙ্গলবার।

লাভাকে প্লাস্টিকমুক্ত করে শিরোপা ভারতীর

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৩ মে : উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র 'লাভা'কে প্লাস্টিকমুক্ত করে রাজ্যের অন্যতম সেরা বিডিওর খেতাব পেলেন ভারতী চিকবড়াইক। মেটেলির কন্যা ভারতীর ওই কৃতিত্বে এখন খুশির হাওয়া ডুয়ার্সেও। মঙ্গলবার পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের তরফে কলকাতার বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে মোট চারটি ক্যাটিগোরিতে অসাধারণ পারফরমেন্সের জন্য সেরা বিডিওদের বেছে নেওয়া হয়। তাতে প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনার নিরিখে ভারতীর হাতে ওই পুরস্কার তুলে দেন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'লাভার বিডিওর কাজ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। রাজ্য সরকারের পরিবেশ ভাবনা সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজকে তিনি যে নিজের কর্মদক্ষতায় আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন সেই বিশ্বাস আমাদের রয়েছে।'

ভারতী বলেন, 'লাভা বর্তমানে প্লাস্টিকমুক্ত এলাকা। সরকারিভাবে আগামী ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা ঘোষণা করা হবে। যে কোনও পুরস্কার কাজের প্রতি দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। ভবিষ্যতেও নিজের সেরাটুকু দেওয়ার চেষ্টা করব।'

লাভার বিডিও ভারতী চিকবড়াইককে পুরস্কৃত করা হচ্ছে কলকাতায়।

বছর দেড়েক আগে রংলি রংলিয়েট-তাকদা ব্লক থেকে বদলি হয়ে লাভায় এসে ভারতী প্রথম নজর দেন পর্যটনকেন্দ্রটিকে পরিবেশবান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে। সেইমতো কাজ শুরু করেন। সবার আগে ২০২৪-এর ২ অক্টোবর শিলংয়ের মাওলিননংয়ের ধাঁচে ব্লকের পরিচ্ছন্ন গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করা হয় আপার দোলাপচাঁদকে। রাজ্য সরকার ও কালিম্পং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এরপর গীতডাবলিংয়ে চালু হয় প্লাস্টিকজাত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট। সমস্যা দেখা দেয়, প্লাস্টিকের জোগান নিয়ে। ভারতীর উদ্যোগেই এজন্য কাজে লাগানো হয় স্থানীয় মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্লাস্টার বা সংঘকে। ওই মহিলারা বাড়ি, হোটেল, দোকান, রেস্তোরাঁ, হাটবাজারে ঘুরে ব্যবহৃত প্লাস্টিক সংগ্রহ করার পর তা প্রসেসিং ইউনিটে পাঠাতে শুরু করেন। এজন্য লাভার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি বিধিও পাশ করিয়ে নেওয়া হয়। লাভাজুড়ে বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত প্লাস্টিক বা অন্য আবর্জনা যাতে এক জায়গায় ফেলা হয় এজন্য পিট তৈরি করে দেওয়া হয়। প্লাস্টিক ব্যবহারের কুফল নিয়ে স্থানীয় স্কুল, ক্লাব, ব্যবসায়ী ও নাগরিকদের সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালানো হয় ধারাবাহিকভাবে।

লাভা থেকে সংগৃহীত প্লাস্টিক বর্জ্য দিয়ে প্রসেসিং ইউনিটে তৈরি হচ্ছে ইকো ইট। তা কাজে লাগানো হচ্ছে পর্যটনকেন্দ্রগুলির উন্নয়নে। যেমন কোথাও বানিয়ে দেওয়া হয়েছে বসার জায়গা। আবার কোথাও পাহাড়ের খাঁজে লাগিয়ে সৌন্দর্যায়ন করা হচ্ছে। হোমস্টেগুলিও ওই ইকো ইট সংগ্রহ করে সেগুলিকে কাজে লাগাতে পারে। পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে ৫ টাকা করে প্রতি ইট বিক্রি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ভারতীর বাড়ি মেটেলি বাজারে। পড়াশোনা বিন্নাগুড়ির সেন্ট জেমস স্কুলে। মেয়ের কৃতিত্বে চোখে জল বাবা কপিল চিকবড়াইকের। ভারতী কাজ করেছেন নাগরাকাটা, দিনহাটা-১ ব্লক ও আলিপুরদুয়ারে।

পরিবেশ সচেতন

- ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সরকারিভাবে লাভাকে প্লাস্টিকমুক্ত ঘোষণা করা হবে
- ইতিমধ্যেই ব্লকের পরিচ্ছন্ন গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে আপার দোলাপচাঁদকে
- গীতডাবলিংয়ে চালু হয়েছে প্লাস্টিকজাত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট

নাতনিকে ধর্ষণ

নাতনিকে ধর্ষণের অভিযোগে উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ এলাকায় গ্রেপ্তার হল দাদু। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি নাবালিকা। নিজের বাবার কীর্তিতে হতবাক নাবালিকার মা।

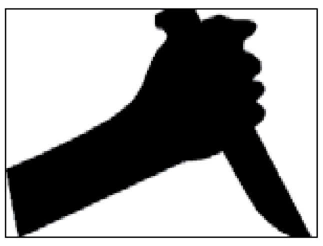

মাকে খুন

মেয়ের সামনে মাকে খুনের অভিযোগ বাবা ও দাদার বিরুদ্ধে। হাওড়ার জগাছা থানা এলাকার ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বয়ান দিয়েছে শিশুকন্যা।

গণপিটুনি

বারাসতে চাপাডালির মোড়ে দেশবিরোধী পোস্টের অভিযোগ এক মাংস বিক্রেতার বিরুদ্ধে। নজরে আসতেই গণপিটুনির শিকার হতে হল। অভিযুক্তর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের বারাসত থানায়।

১৪ বছর পূরণ

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ১৪ বছর পূরণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ২০১১ সালের ১৩ মে রাজভবনে শপথগ্রহণ করেছিলেন তিনি। তাঁর সেদিনের বক্তব্য সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা হয়েছে মঙ্গলবার।

‘পুত্রসুখ নয়, পুত্রশোক’

রিঙ্কুর ছেলের রহস্যমৃত্যুতে আক্ষেপ দিলীপের

কলকাতা, ১৩ মে : বিয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই স্ত্রী রিঙ্কুর প্রথমপক্ষের ছেলে সৃঞ্জয় দাশগুপ্তের মৃত্যুতে ফের চর্চায় দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার সকালে নিউটাউনের সাপুরজি আবাসনের ফ্ল্যাট থেকে সংজ্ঞাহীনভাবে উদ্ধার করা হয় সৃঞ্জয়কে। সেখান থেকে বিধাননগর সেবাসদনে নিয়ে আসার পর ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সৃঞ্জয়ের ময়নাতদন্ত হয় আরজি কর হাসপাতালে। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে অগ্ন্যাশয়ের রক্তক্ষরণে সৃঞ্জয়ের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করা হলেও, আচমকা কেন রক্তক্ষরণ হল তার কোনও সদুত্তর ওই রিপোর্টে মেলেনি।

বিয়ের পর পুরোনো আবাসন ছেড়ে নতুন ঠিকানায় দিলীপের সঙ্গেই থাকছিলেন রিঙ্কু মজুমদার। আর নিউটাউনে মায়ের আবাসনে একাই থাকছিলেন ২৫ বছর বয়সি তরুণ সৃঞ্জয়। এদিন ছেলের মৃত্যুর পর দিলীপের স্ত্রী রিঙ্কুর কথায় সৃঞ্জয়ের মানসিক অবসাদের ইঙ্গিত রয়েছে।

বিজেপির ডাকাবুকো নেতা দিলীপ ঘোষকে বিয়ে করার ২৫ দিনের মাথায় ছেলেকে হারালেন রিঙ্কু। সৃঞ্জয়ের আচমকা মৃত্যুতে বিমূঢ় অবস্থা কাটার পর রিঙ্কু বলেছেন, ‘সৃঞ্জয় মাঝে সংজ্ঞাহীন হয়ে যাওয়ায় তার চিকিৎসা চলছিল। নিয়মিত স্নায়ুরোগের কিছু ওষুধ তাকে খাওয়াতাম। কিন্তু সম্প্রতি ও সেই ওষুধও নিয়মিত খাচ্ছিল না। বাড়িতে একা থাকার জন্য খাওয়াদাওয়াও

নিয়মিত করছিল না।’ সম্প্রতি, ছেলেকে নিজের কাছে এনে রাখার পরিকল্পনা করেছিলেন রিঙ্কু। সেই বিষয়ে দিলীপ ঘোষের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তাও এগোচ্ছিল। তবে, দিলীপ নাকি রিঙ্কুকে বলেছিলেন, বাইরে চাকরি করলে কী হত? রিঙ্কু এদিন বলেন, ‘মনে মনে হয়তো স্বপ্ন ছিল আমার সঙ্গে থাকবে। সেকথা ভেবে ওকে নিয়ে আসার কথাও ভাবছিলাম। কিন্তু, নতুন বাড়িতে ওর ঘর নিয়ে একটু দ্বিধা ছিল। এটা নিয়ে আমার একটু টেনশনও হচ্ছিল।’

এদিন, ময়নাতদন্তের পর নিমতলা শ্মশানে সৃঞ্জয়ের শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন দিলীপ ও রিঙ্কু। পরে দিলীপের আফসোস, ‘পুত্রসুখ আমার জোটেনি, তার বদলে পুত্রশোক পেলাম।’

১৮ এপ্রিল বিয়ের দিন আচমকাই দিঘা চলে গিয়েছিলেন সৃঞ্জয়। যদিও মায়ের বিয়ের ব্যাপারে নিজের সম্মতির কথাই জানিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু, ঘটনাপ্রবাহ বলছে, সৃঞ্জয় হয়তো মানসিকভাবে তাঁর মায়ের সঙ্গে এই বিচ্ছেদকে মেনে নিতে পারেননি। একদিকে বাবা রাজা দাশগুপ্তের সঙ্গে মা রিঙ্কুর বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল প্রায় ১৫ বছর। ফলে ছোটবেলা থেকেই সৃঞ্জয় কার্যত পিতৃহারা। মায়ের একাকিত্বের কথা ভেবে বিয়ে করা নিয়ে আপত্তি না করলেও, দিলীপকে ‘নতুন বাবা’ হিসাবে কতটা মানসিকভাবে মেনে নিতে পেরেছিলেন সৃঞ্জয় তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এদিন ছেলের মৃত্যুর পর রিঙ্কু বলেন, ‘আমার বিয়ের পর একটু আপসেট হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল ওর মনটা খারাপ।’ রিঙ্কুর এই মন্তব্যই সৃঞ্জয়ের মৃত্যু নিয়ে নতুন করে ভাবাচ্ছে। মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, হয়তো এই অবসাদ থেকে মুক্তি পেতেই মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ খেয়েছিল সৃঞ্জয়। আর সেই কারণেই অগ্ন্যাশয়ে আচমকা রক্তক্ষরণ। যার প্রভাবে শেষপর্যন্ত মৃত্যু হয় তাঁর। তবে, এসবই আপাতত সম্ভবনা। কারণ, আরজি করের ময়নাতদন্তের রিপোর্টে স্পষ্ট বলা হয়েছে, কোনও ফাউল প্লে নেই। অর্থাৎ এখনই একে আত্মহত্যা বা ওই জাতীয় কোনও কিছু বলে মনে করছেন না চিকিৎসকরা।

কর্মসূচি ঘোষণা করেও পথে নেই দল

যুদ্ধের সাফল্য প্রচারে দোলাচল পদ্মের

কলকাতা, ১৩ মে : ভারত-পাক যুদ্ধের সাফল্যকে হাতিয়ার করে তেরঙা যাত্রা হলেও মহিলা মোর্চার দুয়ারে দুয়ারে প্রচার এখনও বিশবাঁও জলে। কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা মেনে দেশজুড়ে সেনাবাহিনীর কৃতিত্বের প্রচারই উদ্দেশ্য বলা হলেও নেপথ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আরও একবার ‘লার্জার দ্যান লাইফ’ করে তোলাই বিজেপির লক্ষ্য।

সেই লক্ষ্যে ১৬ মে পর্যন্ত কেন্দ্রীয়ভাবে রাজ্যে রাজ্যে মিশন সিঁদুর ও তেরঙা যাত্রার ঘোষণা করেছে বিজেপি। কলকাতায় এই যাত্রা হবে ১৬ মে। এরই সঙ্গে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমকে উসকে দিয়ে দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে মোদি ও সেনা জওয়ানদের সাফল্যের কথা প্রচার করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দলের মহিলা মোর্চাকে। কিন্তু কর্মসূচি ঘোষণা করলেও পথে নামতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে বিজেপি। কারণ, প্রচারের রূপরেখাই এখনও চূড়ান্ত নয়। রূপরেখা চূড়ান্ত করতে দিল্লিতে বৈঠকে বসেছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সেই গাইডলাইন হাতে পাওয়ার পরই পথে নামবে রাজ্য বিজেপি।

দোলাচলের কারণ প্রচারে কী বলা হবে সেটা নিয়ে। দলের একাংশ বলছে, যুদ্ধে জয় হয়েছে ঠিকই, তার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানোর মধ্যেও অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু আচমকা যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেভাবে তাঁর কৃতিত্ব দাবি করেছেন, যেভাবে কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে মধ্যস্থতার কথা বলেছেন, সেই প্রশ্নে প্রচারের বক্তব্য কী হবে?

> কেন্দ্রীয় নির্দেশ কর্মসূচি হবেই। একটু হয়তো সময় লাগছে। আপাতত তেরঙা যাত্রাই হবে। সঙ্গে দলের মহিলারা মিশন সিঁদুরের প্রচারও করবেন। তবে দুয়ারে দুয়ারে প্রচারের দিন এখনও ঠিক হয়নি।
>
> **ফাল্গুনী পাত্র** *সভানেত্রী, রাজ্য মহিলা মোর্চা*

জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস হয়েছে, পাকিস্তানের ঘরে ঢুকে সফলভাবে হামলা করেছে ভারত। কিন্তু পহলগামের জঙ্গিরা এখনও ধরা পড়েনি। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ‘পিওকে’ এখনও উদ্ধার হয়নি। সেই প্রশ্নেই বা প্রচারে কী বলা হবে? সূত্রের খবর, দিল্লি থেকে রাজ্যকে প্রচারের যে রূপরেখা পাঠানো হয়েছে, তাতে এসবের কোনও উত্তর নেই। স্বাভাবিকভাবেই তেরঙা যাত্রার মতো কর্মসূচি হলেও দুয়ারে দুয়ারে প্রচার নিয়ে এখনও সংশয় রাজ্য বিজেপির।

মঙ্গলবার দিল্লির নির্দেশিকা পাওয়ার পর সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে সন্ধ্যায় বৈঠক হয়েছে। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকেও সমাধান সূত্র এখনও অধরা।

তবে, রাজ্য মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র বলেছেন, ‘কেন্দ্রীয় নির্দেশ কর্মসূচি হবেই। একটু হয়তো সময় লাগছে। আপাতত তেরঙা যাত্রাই হবে। সঙ্গে দলের মহিলারা মিশন সিঁদুরের প্রচারও করবেন। তবে দুয়ারে দুয়ারে প্রচারের দিন এখনও ঠিক হয়নি।’

রদবদলের জট না কাটলে বৈঠক নয়, আভাস তৃণমূলে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ মে : দলে প্রস্তাবিত রদবদলের জট না কাটা পর্যন্ত তৃণমূলের রাজ্য স্তরে সাংগঠনিক বৈঠক ডাকা নিয়ে রীতিমতো সংশয় সৃষ্টি হয়েছে শাসকদলের অন্দরে। মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন, দলের অন্দরে দীর্ঘদিন ধরে চলা এই রদবদলের চর্চার ইতি ঘটুক। দলনেত্রী তাঁর ‘আস্থাভাজন’ দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে এ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন।

মঙ্গলবার দলীয় সূত্রে খবর, জট মূলত তৈরি হয়েছে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরেই। প্রায় বছরখানেক হয়ে গেল রদবদল নিয়ে অভিষেকের সুপারিশ এখনও দলনেত্রীর মান্যতা পায়নি। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের কাছে বিষয়টি প্রায় তাঁর ‘ইগো’র পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে বলে অভিষেকের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি। তাঁরা বলছেন, দলে রদবদল নিয়ে জট খুলতে পারে একমাত্র এই ‘ইগো’র পরিবেশ কাটলেই। দলনেত্রী এ বিষয়ে একটা মীমাংসা সূত্রে অভিষেককে আনার ব্যাপারে সুব্রত বক্সীকে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন।

এদিন তৃণমূলের অন্দরের খবর, মাঝে কিছুদিন শারীরিক অসুস্থতা কাটিয়ে আবার সুস্থ হয়ে এখন দলের কাজে ফিরেছেন সুব্রত বক্সী। কথাবার্তা শুরু হয়েছে ‘বক্সীদা’র সঙ্গে অভিষেকের। নেত্রী ফর্মুলা বেঁধে দিয়েছেন। সেই ফর্মুলাতেই জট কাটতে পারে। নেত্রীর বক্তব্য, দলের সর্বস্তরে রদবদল ঢালাওভাবে হবে না। হবে কিছু কিছু স্তরে বিক্ষিপ্তভাবে। ঢালাও রদবদলের ঝুঁকি নিতে চান না দলনেত্রী। এদিন দলের এক প্রবীণ শীর্ষনেতা মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীর প্রতি চরম আস্থা প্রকাশ করে বলেন, ‘সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ করতে সিদ্ধহস্ত দলনেত্রী। ভোটের অনেক আগেই দল তো গুছিয়ে নেবেনই, পাশাপাশি সরকার ও প্রশাসনও তো তাঁর হাতে। সেটা তো তিনি গোছাতে শুরু করেছেন। তার কিছুটা আভাস তো মিলবেই বুধবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে।’

অস্বস্তি ক্রমে বাড়ছে। কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

৫০ কোটির লেনদেন, তদন্তে ইডি

কলকাতা, ১৩ মে : ভুয়ো পাসপোর্ট কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত আজাদ মল্লিকের ফোন থেকে উদ্ধার ২৬ হাজার নথি। মঙ্গলবার আদালতে ইডি দাবি করে, আজাদের তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অন্তত ৫০ কোটি টাকা তিন থেকে চার বছরের মধ্যে লেনদেন হয়েছে। কাদের সঙ্গে এই লেনদেন হয়েছে, তা খতিয়ে দেখেই আজাদের সহযোগীদের খুঁজে পেতে চাইছেন তদন্তকারীরা। এর সঙ্গে পাকিস্তানের যোগসূত্র রয়েছে কি না তাও দেখতে চাইছেন ইডি আধিকারিকরা।

ইডি সূত্রে খবর, আজাদের কাছ থেকে প্রচুর জাল ভিসা ও পাসপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। দুটি আলাদা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার আইডি কার্ড, দুটি ড্রাইভিং লাইসেন্সও উদ্ধার হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, ভারতীয়দের ভিসার কড়াকড়ি যে সব দেশে কম, সেই দেশগুলির জাল ভিসা বানাতেন আজাদ।

দুবাই, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়ার মতো দেশের জন্য ভুয়ো ভিসা বানাতেন তিনি। বাংলাদেশি পরিচয় ব্যবহার করা আজাদ আসলে পাকিস্তানের নাগরিক। তাঁর এই লেনদেন যথাযথভাবে খতিয়ে দেখে কারা এই চক্রে জড়িত তা জানতে চাইছে ইডি।

দিঘার জগন্নাথ মন্দির নিয়ে মামলা

কলকাতা, ১৩ মে : দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগে রাজ্যের বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল। সরকার কি কখনও মন্দির তৈরি করতে পারে, এই প্রশ্ন করে মঙ্গলবার বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের করার অনুমতি চান আবেদনকারী কৌস্তভ বাগচির আইনজীবী। আদালত সেই অনুমতি দিয়েছে। আবেদনকারীর দাবি, সিভিক ভলেন্টিয়ার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকদের অধীনে কাজ করে। স্বাধীনভাবে কাজের অধিকার নেই। জগন্নাথ ধামে অনুদান দিলে কর ছাড় দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সরকার কখনও মন্দির তৈরি করতে পারে না। এই মন্দির যদি সংস্কৃতি কেন্দ্রের অংশ হয়, তাহলে কী করে কর ছাড়ের প্রসঙ্গ উঠতে পারে। তা নিয়ে তদন্ত হওয়া উচিত। ট্রাস্টের নামে ওই মন্দির পরিচালনা করা হচ্ছে, কিন্তু ট্রাস্টকে অর্থদান করলে হিডকোর ঠিকানা দেখাচ্ছে। ট্রাস্ট কী করে হিডকোর অফিস ব্যবহার করতে পারে। আদালত মন্দির কর্তৃপক্ষের থেকে বিষয়টি জানুক। ডিভিশন বেঞ্চ মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে।

সিপিএম নেতা নেপালদেব প্রয়াত

কলকাতা, ১৩ মে : প্রয়াত সিপিএম নেতা নেপালদেব ভট্টাচার্য। কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে সোমবার গভীর রাতে মৃত্যু হয় প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদের। মঙ্গলবার তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানায় সিপিএম নেতৃত্ব। এসএফআইয়ের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতা নেপালদেবের দেহ সকালে সিটুর রাজ্য দপ্তরে আনা হয়। তাঁকে শ্রদ্ধা জানান রবীন দেব, অনাদি সাহু সহ রাজ্য স্তরের নেতারা। তারপর সিপিএমের রাজ্য দপ্তর মুজফফর আহমেদ ভবনে তাঁর দেহ আনা হয়। সেখানে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান বিমান বসু, মহম্মদ সেলিম, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়রা। এরপর উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা নেপালদেবের দেহ বারাসতের সিপিএমের জেলা দপ্তরেও নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে শেষ বিদায় জানান সিপিএমের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে তৃণমূল নেতৃত্বও।

বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন মৃত্যু হয় তাঁর। ওই বাম নেতার বয়স হয়েছিল ৭৪। ছাত্র অবস্থা থেকেই রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন তিনি। একসময় দল থেকে বহিষ্কৃতও হয়েছিলেন। বছরছয়েক পরে আবার তাঁকে সদস্যপদ দেওয়া হয়। রাজনীতির পাশাপাশি চলচ্চিত্র জগতেও তাঁর আনাগোনা ছিল। তাঁর নির্মিত সিনেমায় অভিনয় করেছেন মিঠুন চক্রবর্তীও। তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ ছাত্র সংগঠন থেকে শুরু করে সিপিএম নেতৃত্ব।

বামপন্থী দলের যৌথ মিছিল

কলকাতা, ১৩ মে : সন্ত্রাসবাদ, যুদ্ধ, বিভাজন ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শান্তি ও সম্প্রীতির মিছিলের ডাক দেয় বামেরা। আর তাতে সিপিএম, সিপিআইয়ের মতো দলের সঙ্গে ঐক্যের প্রশ্নে মিলে যায় এসইউসিআই, সিপিআই(এমএল) লিবারেশন, বলশেভিক পার্টিও। ধর্মতলায় লেনিন মূর্তি থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্র, রবীন দেব সহ বাম নেতৃত্ব। ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের আবহে বার বার শান্তির পক্ষে বার্তা রেখেছিল বামেরা। তা নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। এদিন সমস্ত বামপন্থী দল একত্রিত হয়ে সম্প্রীতি ও ঐক্যের দাবি তোলে।

হেরিটেজ ভবন রক্ষণাবেক্ষণে নয়া নির্দেশ পুরসভার

কলকাতা, ১৩ মে : কলকাতায় বছর বছর ধরে আইনি জটিলতায় ভুগছেন ‘হেরিটেজ’ তালিকাভুক্ত ভবনের মালিকরা। মেরামতি ও পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রেও জটিলতায় ভুগতে হয় তাঁদের। সংস্কারের জন্য পুরসভায় বারবার আবেদন জমা করলেও তা অনুমোদন হতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। এই সমস্যা সমাধানে এবার একাধিক ধাপ নিয়ে গঠিত অনুমোদন পদ্ধতি চালু করল কলকাতা পুরসভা।

নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রথমে হেরিটেজ ক্লিয়ারেন্সের আবেদন যাবে পরিবেশ ও হেরিটেজ বিভাগে। সেখান থেকে সবুজ সংকেত এলে আবেদনটি চলে যাবে এনওসি পর্যায়ে। তারপর বিল্ডিং বিভাগের কাছে জমা করতে হবে প্রস্তাবিত ভবনের বর্তমান কাঠামো, ফ্লোরপ্ল্যান ও উচ্চতা সমন্বিত পরিকল্পনার নথি। বিল্ডিং বিভাগ সেই নথি যাচাই করে পাঠাবে হেরিটেজ কনজারভেশন কমিটির (এইচসিসি) কাছে। সেই কমিটি মেয়র পারিষদকে চূড়ান্ত সুপারিশ দেবে। মেয়র পরিষদের বৈঠকে সেই সুপারিশ নিয়ে আলোচনার পর আবেদনকারীকে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানানো হবে। আবার হেরিটেজ কনজারভেশন কমিটি একটি ড্রয়িং সেট পাঠাবে বিল্ডিং বিভাগে। পরিবেশ ও হেরিটেজ বিভাগ থেকে বিল্ডিং বিভাগের চূড়ান্ত মতামত জানানো হলে অনুমোদনের ভিত্তিতে শুরু হবে ভবন নির্মাণ বা সংস্কারের কাজ।

শীঘ্রই এই প্রক্রিয়াটি বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন মডিউলের দ্বারা অনলাইন মাধ্যমে শুরু করা হবে বলে জানিয়েছে কলকাতা পুরসভা। তাদের গ্রেড তালিকা অনুযায়ী প্রায় এক হাজারেরও বেশি হেরিটেজ ভবন রয়েছে কলকাতায়। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র সাড়ে ৬০০টি হেরিটেজ ভবনের সংস্কার সম্ভব হবে বলে মনে করছে কলকাতা পুরসভা। তবে এই সিদ্ধান্তে আশার আলো দেখছেন হেরিটেজ ভবনের মালিক ও সংরক্ষকরা।

চাকরিহারাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ মে : ফের অনিশ্চয়তার মুখে পড়ল রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর ভবিষ্যৎ। তাঁদের চাকরি বাতিলের রায়ের পুর্নবিবেচনার জন্য সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছিল রাজ্য সরকার ও এসএসসি। রিভিউ পিটিশন এখনও গৃহীত হয়নি সর্বোচ্চ আদালতে। এরই মধ্যে মঙ্গলবার কর্মজীবন থেকে অবসর নিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। চাকরি বাতিল নিয়ে রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন তাঁর শোনা হল না। বিদায়ি প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে এদিন আর ওই রিভিউ পিটিশনটাই উঠল না।

আদালত সূত্রে খবর, রিভিউ পিটিশনে রায় পুনর্বিবেচনার আর্জির বিষয়টি এবার অন্য কোনও বিচারপতি শুনবেন। তবে সুপ্রিম কোর্টের কোন বেঞ্চে শুনানি হবে বা কবেই বা হবে তা এখনও স্থির হয়নি। তাতেই ঘোর অনিশ্চয়তার মুখে চাকরিহারাদের ভবিষ্যৎ। তাঁর অবসরের দিন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না রিভিউ পিটিশনের কথা শুনবেন না, আদালতে সেই জল্পনাই চলছিল। এদিন তা শেষপর্যন্ত সত্যি হল। বুধবার সঞ্জীব খান্নার জায়গায় দেশের প্রধান বিচারপতির দায়িত্বভার নিয়ে শপথ নেবেন বিচারপতি বিআর গাভাই। সম্ভবত তাঁর হাতেই নতুন বেঞ্চে রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর রিভিউ পিটিশনের শুনানির দিন ঠিক হবে।

বিকাশ ভবন অভিযানে এআইডিএসও

কলকাতা, ১৩ মে : স্কুল সার্ভিস কমিশনের নয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। অবশ্য যোগ্যতার পরীক্ষা দেবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন ‘যোগ্য’ শিক্ষকরা। বিকাশ ভবনের সামনে দফায় দফায় অবস্থান বিক্ষোভ করছেন তাঁরা। মঙ্গলবার দুপুরে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি বিকাশ ভবন অভিযান করে। যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যথাযথ সম্মান দিয়ে চাকরি ফেরানোর পাশাপাশি ছাত্র সংসদের শীঘ্র নির্বাচনের দাবি এদিন রেখেছে তারা। বিকাশ ভবনের দরজা দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে প্রবল ধস্তাধস্তি শুরু হয় আন্দোলনকারীদের। এদিন বিক্ষোভ মিছিলের পাশাপাশি ধর্নায় বসেন চিহ্নিত ‘যোগ্য’ গ্রুপ সি-গ্রুপ ডি কর্মীরাও।

এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় অভিযোগ করেন, ‘এসএসসি ২০১৬-র প্যানেল বাতিলের দায় সম্পূর্ণভাবে তৃণমূল সরকারকে নিতে হবে। এখনই সমস্ত যোগ্য শিক্ষকদের সম্মানের সঙ্গে স্কুলে না ফেরালে এবং সমস্ত শূন্যপদে দুর্নীতিমুক্তভাবে নিয়োগ না করলে আগামীদিনে আরও হাজার হাজার সরকারি স্কুল বন্ধ হবে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে থ্রেট সিন্ডিকেট বন্ধ করতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতিও বর্জন করতে হবে।’ প্রায় দু’ঘণ্টা বিকাশ ভবনের দরজা অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ দেখায় এই ছাত্র সংগঠন। শেষপর্যন্ত সংগঠনের রাজ্য কোষাধ্যক্ষ সুরজিৎ সামন্তের নেতৃত্বে ৪ জনের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দেখা করেন শিক্ষা দপ্তরের সচিব। সংগঠনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ‘শিক্ষা সচিব আমাদের সমস্ত দাবি শুনেছেন। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন বলেও আশ্বাস দিয়েছেন।’

এদিনই ‘যোগ্য’ শিক্ষাকর্মীরা বিকাশ ভবন অভিযান করেন। তাঁদের দাবি, চাকরি ফেরতের বিষয়ে এখনও কোনও নিশ্চিত আশ্বাস পাইনি।

নজরকাড়া ফল রূপান্তরকামীদের

সিবিএসইতে পাশের হারে এগিয়ে মেয়েরা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৩ মে : মঙ্গলবার একই সঙ্গে প্রকাশিত হল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-এর দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফল। দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে পাশের হারে প্রথম স্থানে রয়েছে বিজয়ওয়াড়া। দশম শ্রেণির ফলাফলে পাশের হারের নিরিখে দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে তিরুবনন্তপুরম। দশম ও দ্বাদশ দুই শ্রেণির ক্ষেত্রেই সার্বিক পাশের হারে ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে মেয়েরা। দুই শ্রেণিতে পাশের হারে নজরকাড়া ফল রূপান্তরকামী পরীক্ষার্থীদের। দ্বাদশ শ্রেণিতে তাঁদের পাশের হার ১০০ শতাংশ এবং দশম শ্রেণিতে ৯৫ শতাংশ। দশম শ্রেণির ফলাফল ঘোষণা হয়েছে পরীক্ষা শেষের ৫৬ দিনের মাথায়। দ্বাদশের পরীক্ষার ফলপ্রকাশ পেল পরীক্ষা শেষের ৩৯ দিনের মাথায়। এই রাজ্যে দশম শ্রেণির পাশের হার মোট ৯৪.৯৩ শতাংশ। দ্বাদশ শ্রেণির পাশের হার মোট ৮৯.১৬ শতাংশ।

দশম শ্রেণির পাশের হার গত বছরের তুলনায় বেড়েছে ০.০৬ শতাংশ। দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রেও পাশের হার এবছর বেড়েছে ০.৪১ শতাংশ। দ্বাদশে পাশের হারের তালিকায় সবচেয়ে নীচে রয়েছে প্রয়াগরাজ। প্রায় ১৬ লক্ষ ৯২ হাজার ৭৯৪ জন এবারে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে পাশ করেছেন ১৪ লক্ষ ৯৬ হাজার ৩০৭ জন। পাশের হারে দ্বিতীয় তিরুবনন্তপুরম, তৃতীয় চেন্নাই, চতুর্থ বেঙ্গালুরু ও পঞ্চম স্থানে দিল্লি। দশম শ্রেণিতে ২৩ লক্ষ ৭১ হাজার ৯৩৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছেন ২২ লক্ষ ২১ হাজার ৬৩৬ জন। দশম শ্রেণির পরীক্ষায় ৯৫ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছেন ৪৫ হাজার ৫১৬ জন। এক্ষেত্রে, ১ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছেন।

দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির সফল পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। রিভিউয়ের জন্য পরীক্ষার্থীদের প্রতি প্রশ্নে ১০০ টাকা করে দিতে হবে। বৃহস্পতিবার মার্কশিট পাঠানো হবে স্কুলগুলিতে। সোমবার থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার্থীদের হাতে মার্কশিট তুলে দেবে।

উচ্ছ্বাস দ্বাদশ শ্রেণির ছেলেমেয়েদের। সিবিএসই’র রেজাল্ট বেরোনোর পর।

মামলা থেকে অব্যাহতি

কলকাতা, ১৩ মে : ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া মামলার শুনানি থেকে সরল বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। সম্প্রতি ২০২১ সালের পর থেকে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার শুনানি থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। সেগুলি পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চে। সেই মতো ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলাটি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল। কিন্তু এই মামলা থেকে অব্যাহতি নিয়েছে ওই ডিভিশন বেঞ্চ।

ধৃত ৪ বাংলাদেশি

কলকাতা, ১৩ মে : নদিয়ায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে গ্রেপ্তার করা হল ৪ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে। তারা বেআইনিভাবে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছিল বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিশ। তারপর গ্রেপ্তার করে ওই ৪ বাংলাদেশিকে নিজেদের হেপাজতে নেয়। ধৃতদের মধ্যে ২ জন মহিলাও রয়েছে। তাঁদের নদিয়ার জেলা আদালতেও পেশ করা হয়।

বোমাতঙ্ক

কলকাতা, ১৩ মে : মঙ্গলবার দুপুরে কলকাতার নেতাজি সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মুম্বইগামী ইন্ডিগোর একটি বিমানে বোমাতঙ্ক দেখা দেয়। এই বিমানে বোমা রয়েছে বলে দাবি করেন এক যাত্রী। সঙ্গে সঙ্গে ১৯৫ জন যাত্রীকেই দ্রুত বিমান থেকে নামিয়ে তদন্ত শুরু হয়। ডেকে পাঠানো হয় বম্ব স্কোয়াডকে। ওই যাত্রীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। তবে ওই বিমানে তল্লাশি চালানোর পর কোনও বোমা বা বিস্ফোরকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। ঘটনার নেপথ্যে বড় কোনও ছক ছিল কি না সেই বিষয়ে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

সম্পাদকীয়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৫৩ সংখ্যা, বুধবার, ৩০ বৈশাখ ১৪৩২

চৌদিকে ভীতির বাণ

বড় ভয় চারদিকে। বলতে ভয়, লিখতে ভয়। নিজের মতপ্রকাশেও তাই কত না দ্বিধা। আগুপিছু ভাবনা। এই স্বেচ্ছা সংযম কিন্তু বাকস্বাধীনতার একধরনের অসারতা। কেউ এসে গলা টিপে না ধরলেও কিংবা কেউ নিষেধ না করলেও আত্মসংযম সর্বব্যাপী হয়ে উঠছে। পাছে কেউ দেশবিরোধী বলে বসে! পাছে নিজের মতে কেউ কোনও ষড়যন্ত্রের গন্ধ পান! এরকম 'অপরাধে' হেনস্তা যে আজকাল জলভাত। এমনকি এমন ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার, খুন ইত্যাদি এখন 'নিউ নর্মাল।'

একের পর এক ঘটনাবলিতে চাপা পড়ে গিয়েছে কমেডিয়ান কুণাল কামরার হেনস্তা। সেই হেনস্তা শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায় নয়, ভাষণে নয়। হেনস্তা রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতেও। কারও মত রাষ্ট্রের, সরকারের, এমনকি শাসকদলের পছন্দ না হলে পুলিশ এসে উপস্থিত হবে বাড়িতে। নোটিশ পাঠিয়ে কার্যত হুমকি দেবে। ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী চাকরি হারানোয় ভাওয়াইয়া গানে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে বিড়ম্বনায় পড়েছিলেন শীতলকুচির মণীন্দ্র বর্মন।

কুণাল কামরা অনেক বড় মাপের, অনেক বেশি প্রভাবশালী কমেডিয়ান। কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামের এক লোকশিল্পীও যে সমান ভয়ের, মণীন্দ্রের বাড়িছাড়া হওয়া তার প্রমাণ। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক, এমনকি কৌতূহল নিবৃত্তির প্রশ্ন তোলাও ঝুঁকির। এমনকি, এরকম প্রশ্ন তুলতে দ্বিধা আজকাল সর্বব্যাপী। পাছে জনপরিসরে কটূক্তি, গালাগালের বন্যা বয়ে যায়। পাছে নিজের দেশভক্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়। সংবাদমাধ্যমের একাংশও এমন দ্বিধায় ভোগে।

ভারত-পাক যুদ্ধবিরতির প্রশ্নে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য বন্ধের হুমকি সামনে এলে আম নাগরিকের মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তাহলে কি বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর দেশের সেই ভাতে মারার হুমকির সামনে গুটিয়ে গেল দুই দেশ? দ্বিপাক্ষিক সংঘাতে মধ্যস্থতা করার অধিকার কে দিল ট্রাম্পকে? সেই প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও বাণিজ্য বন্ধের আস্ফালন করে সন্ধিতে বাধ্য করা কি দুই দেশের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ নয়?

এমন প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তোলা কি রাষ্ট্রদ্রোহিতা? সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত পড়লে প্রতিবাদ জানানো তো দেশপ্রেমের প্রতিফলন। কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতির দোহাই পেড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে অভূতপূর্ব গোয়েন্দাগিরি চলছে, তাতে বাকস্বাধীনতা শব্দটির আর কোনও অর্থ থাকছে না। এই গোয়েন্দাগিরি যেমন কেন্দ্রীয়ভাবে চলছে, তেমনই রাজ্যে রাজ্যে প্রশ্নকর্তাদের, নিজস্ব মতপ্রকাশকারীদের খুঁজে চলেছে পুলিশ। অথচ যুদ্ধের নাম করে দেশজুড়ে ভুয়ো, অসত্য, অর্ধসত্য খবর, ছবি, ভিডিও'র ছড়াছড়িতে কোনও লাগাম নেই।

এই প্রবণতা দেশকে প্রশ্ন করে না, মানুষকে সত্যের অন্বেষণ করতে শেখায় না বলেই এ নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। গোদা বাংলায় বিদ্বেষের গোড়ায় জল ঢেলে পার পেয়ে যাওয়া যাবে। এমনকি, সেই কাজের জন্য কখনো-কখনো পুরস্কৃতও করা হবে। কিন্তু সেই বিদ্বেষের দিকে আঙুল তুললে, কোনও ঘটনার নেপথ্যের বিশ্লেষণ করতে চাইলে আঙুল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা চলবে।

জগৎজুড়ে এখন মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের কারখানা। সেই কারখানায় মগজ ধুয়ে ফেললে রসে-বসে জীবন কাটিয়ে দেওয়া সহজ। আসলে দেশে দেশে যে দল বা গোষ্ঠীগুলি শাসন ক্ষমতায় আসছে আজকাল, তাদের ভোটের পাশাপাশি লক্ষ্য হল সমাজে মানসিক প্রসারতা, সহাবস্থান, পারস্পরিক মর্যাদাবোধ ইত্যাদিকে নষ্ট করে দেওয়া। কারও আবার লক্ষ্য নির্দিষ্ট ধর্মের ভিত্তিতে দেশ শাসন।

এ ধরনের লক্ষ্যে বহুবিধ কর্মকাণ্ড থাকে। নতুন করে শিক্ষানীতি প্রণয়ন থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ, অপরাধের সংজ্ঞা বদল এবং প্রকারান্তরে বাকস্বাধীনতাকে অপরাধের আওতায় কৌশলে ঢুকিয়ে দেওয়া ইত্যাদি সেইসব কর্মকাণ্ডের উদাহরণ। ভয় পাইয়ে দেওয়াও সেই কৌশলের তালিকায় আছে। কুণাল কামরার মতো পরিচিত বিখ্যাত কমেডিয়ান হোন বা মণীন্দ্র বর্মনের মতো লোকশিল্পী- তাঁদের সবক শিখিয়ে দিতে পারলে ভয় সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে যাবে। ভীতিপ্রদর্শন তাই এখন শুধু শাসক বা রাষ্ট্রের নয়, বিরোধীদেরও অস্ত্র।

অমৃতধারা

স্মৃতি তোমাকে হয় বিষন্নতায় ভরিয়ে দেয়, নয়তো জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে। এই পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে বিভিন্ন ঘটনা অথবা অভিজ্ঞতার স্মৃতি, তা সে ভালোই হোক বা মন্দই হোক, আত্মার ব্যপ্তিকে সংকুচিত করে। স্মৃতির বাঁধনে তুমি বাঁধা পড়ে যাও। যে স্মৃতি তোমার আত্মস্বভাবের, অপরিবর্তনীয় আত্মচেতনার, তা তোমার চেতনাকে প্রসারিত করে, উন্নীত করে, তোমাকে মুক্তি দেয়। তুমি আজকে যা হয়েছ, তা তোমার স্মৃতির জন্যই হয়েছ। তুমি যদি মূর্খ হও তার কারণও তোমার স্মৃতি, আবার তুমি যদি জ্ঞানী হও তার কারণও তোমার স্মৃতি। অনন্তকে ভুললেই দুঃখ আর তুচ্ছকে ভুললেই আনন্দ।

- শ্রীশ্রী রবিশংকর

আলোচিত

আমাদের নয়া ভারত শান্তি চায়। তবে কেউ মানবিকতাকে আঘাত করলে ভারত যুদ্ধে নামতে ভাববে না। আমাদের ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্রের চিন্তায় পাকিস্তানের ঘুম উড়েছে। অপারেশন সিঁদুর দেশের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক। এক সুতোয় বেঁধেছে সব দেশবাসীকে।

- নরেন্দ্র মোদি

ভাইরাল

মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে একটি ওভারব্রিজের ওপর বরকনের স্টান্টবাজি। চলন্ত গাড়ির বনেটে বসে গানের তালে নাচছেন কনে। অন্যদিকে, গাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে তরবারি হাতে কসরত দেখাচ্ছেন বর। যুগলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ।

আজ

১৯২৩

পরিচালক মৃণাল সেনের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৮৪

ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জুকেরবার্গের জন্ম আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

আমিও গফুর জোলার মতো আকাশের দিকে মুখ তুলে বলতে পারি, আল্লা, এই কংক্রিট সভ্যতার বিচার করো। যারা গ্রাম কেড়ে নিয়ে বলেছিল, শহরের সুখে তোমাকে রাখব। অথচ তা হল না, আমার গ্রামও গেল, শহরও গেল।

গ্রীষ্মে শরৎচন্দ্রের লেখায় দেবদাস, গফুরের কাহিনী

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

অস্পষ্ট ভালোলাগা। ভিতরে একটা কিছুর পদশব্দ। আমাদের দ্বিপ্রাহরিক অভিযানের সঙ্গী হত এক কিশোরী। হলুদ ফুলছাপ ফ্রক। একমাথা উড়ু উড়ু চুল। গলায় একটা লাল পাথরের মালা। সে-ই ছিল আমাদের কল্পনার দুর্গা। তার হাতে সত্যই একটা নারকেলের মালা। সেটা সে নীচু করে দেখাল, কতকগুলি কচি আম কাটা। বসাকদের জমিদারির একপ্রান্তে বিশাল আম বাগান। আমাদের কল্পনার অযোধ্যা। গাছের মাথায় হনুমানের লম্ফঝম্পটা ছিল নির্ভেজাল বাস্তব। নিজেই রাম-লক্ষ্মণ সীতা-- আমাদের কল্পনা। অশোকবনও ছিল। আমাদের এই কিশোরী বান্ধবীর নাম ছিল মালা। তার উদ্ভাবনী বুদ্ধির অভাব ছিল না। আর ছিল অপর্যাপ্ত শাসন। গ্রীষ্মের দুপুরে ভূতুড়ে বাতাস বইত হঠাৎ হঠাৎ। বোধহয় আমাদেরই কারণে। লিকলিকে বোঁটায় দুলছে কচি কচি আম। বাচ্চা হনুমানের মুখের মতো। বাতাসে দু-একটা ঝরবেই। তেল, নুন, লংকা সহযোগে নারকেলের মালা থেকে কচি আমের টুকরো আর কোন ঋতু আমাদের মুখে তুলে দেবে! পোড়ো দেবালয়ে ইট বের করা রকে আমরা বসেছি। মাঝখানে মালা। সবে নাক বিঁধিয়েছে, ফুটোয় একটা বেল কাঁটা। দু'কানে দুটো সুতো। নারী হয়ে ওঠার আয়োজন।

এই সেই গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহর।

এমনই এক দ্বিপ্রহরে দেবদাসের ভাগ্যনির্ধারণ করেছিলেন শরৎচন্দ্র। শুরুটা হয়েছিল এইভাবে, একদিন দ্বিপ্রহরে রৌদ্রেরও অন্ত ছিল না, উত্তাপেরও সীমা ছিল না। ঠিক সেই সময়টিতে মুখুজ্যেদের দেবদাস পাঠশালা-ঘরের এককোণে ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া, শ্লেট হাতে লইয়া, চক্ষু চাহিয়া, বুজিয়া, পা ছড়াইয়া, হাই তুলিয়া, অবশেষে হঠাৎ খুব চিন্তাশীল হইয়া উঠিল। এবং নিমেষে স্থির করিয়া ফেলিল যে, এই পরম রমণীয় সময়টিতে মাঠেমাঠে ঘুড়ি উড়াইয়া বেড়ানোর পরিবর্তে পাঠশালায় আবদ্ধ থাকাটা কিছু নয়।

আমরাও একজোড়া দেবদাস। আমাদের পার্বতী ছিল মালা। তবে আমাদের কারও পিতাই জমিদার নারায়ণ মুখুজ্যে ছিলেন না। জমিদারির আম বাগানও ছিল না। পরের বাগানেই আমাদের দ্বিপ্রাহরিক লীলা। জমিদারনন্দন দেবদাসের মতো ছোট হুঁকোয় আমরা তামাকও টানতুম না। আর আমাদের পার্বতী মালা, আমাদের কতটা ভালোবাসত, তা জানারও সুযোগ হয়নি। কারণ গ্রীষ্ম বারে বারে ফিরে আসে, জীবনের কৈশোর নদীর স্রোতের মতো একমুখী চলেই যায়, চলেই যায়। তবে এইটুকু বুঝেছিলুম, মেয়েরা হল গ্রীষ্মের তালশাঁস, অত গরমেও টলটলে শীতল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মালার সঙ্গীসাথিরা এসে যেত। শুরু হত এক্কা-দোক্কা খেলা। আমরা তখন সেই মায়া ছেড়ে এগিয়ে যেতুম সামনে। একটু দূরেই ভিখুর কামারশাল। একজন হাপর টানছে। আগুনের ফুলকি উড়ছে ফুরফুর করে। লাল লোহার ওপর দমাস দমাস হাতুড়ি পড়ছে। দুটো মানুষ দরদরিয়ে ঘামছে। গোরুর গাড়ির চাকায় লোহার বেড়া পরানো হবে। সেটাকে আগুন জ্বেলে উত্তপ্ত করা হচ্ছে। একটু পরেই লেগে যাবে চাকায়, সঙ্গে সঙ্গে জল ঢালা হবে। একজোড়া চাকা মানে একজোড়া বলদ। পিচগলা রাস্তায় ধুঁকতে ধুঁকতে মালবোঝাই গাড়ি টানা।

রোদের উত্তাপ, আগুনের উত্তাপ গায়ে মেখে আমরা আরও এগোব। কাঠ চেরাই হচ্ছে বংশীদার গোলায়। ফার্নিচার তৈরি হবে। ভিজে কাঠের মিষ্টি গন্ধ। বেড়ার ধারে ছাগল ছানা কচি গলায় মাকে ডাকছে। খামোখা একটা গোরু হাম্বা রবে চমকে দিতে চাইছে থমথমে দুপুরকে।

এই দুপুরও কবিতার দুপুর। খাঁ খাঁ রোদ, নিস্তব্ধ দুপুর,/ আকাশ উপুড় করে ঢেলে দেওয়া/ অসীম শূন্যতা,/ পৃথিবীর মাঠে আর মনে--/ তারই মাঝে শুনি ডাকে/ শুষ্ক কণ্ঠ কাক!/ গান নয়, সুর নয়/ প্রেম, হিংসা, ক্ষুধাকিছু নয়/ সীমাহীন শূন্যতার শব্দমূর্তি শুধু।

গ্রামের সীমানা শেষ হল। আদিগন্ত চষা খেত, ফুটিফাটা। ঘাসের গোছা রোদে পুড়ে ঝিরকুট। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে চালা একপাশে। বাখারির কঙ্কাল। এই কি সেই গফুর জোলার বাড়ি! এই গ্রামের নামই কি কাশীপুর? কাহিনীর শুরু কি এখানেই?

'সম্মুখের দিগন্তজোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধুঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। অগ্নিশিখার মতো তাহাদের সর্পিল ঊর্ধ্বগতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে মাথা ঝিমঝিম করে যেন নেশা লাগে।'

গ্রীষ্মের কি নিষ্ঠুর রূপ, 'গ্রামে যে দুই-তিনটা পুষ্করিণী আছে তাহা একেবারে শুষ্ক। শিচরণবাবুর খিড়কির পুকুরে যা একটু জল আছে, তাহা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে দু-একটা গর্ত খুঁড়িয়া যাহা কিছু জল সঞ্চিত হয় তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি তেমনি ভিড়।'

এই ভিটেতেই গফুরের বলদ মহেশ আমিনার ঘট ভেঙে জল খাবার অপরাধে প্রাণ দিয়েছিল। গ্রীষ্ম, তুমি অপরাধী? না দারিদ্র্য অপরাধী, নাকি জাত-পাত বিভাজনকারী উচ্চবর্ণের মানুষ অপরাধী! আজও কি গফুর নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে মুখ তুলে বলছে না, 'আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিও, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি কখনো মাপ করো না।'

দু'সার বাবলা গাছের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে ধোঁয়াটে পথ। অতি কাতর এক বাছুর মাতালের মতো টলতে টলতে চলেছে। ডোমপাড়ায় চ্যাটাই বুনছে দশ-বারোজন মেয়েমদ্দ। তিনটে শুকর ঘুরছে ঘোঁতঘোঁত করে। পথ বাঁক নিয়ে চলে গেছে গঙ্গার ধারে। জলে গুলেছে মধ্যদিনের সূর্য। বাতাস নেই। আকাশের নীল ঝরছে শুকনো গুঁড়োর মতো। শিব মন্দিরের লিঙ্গেশ্বর শুকিয়ে কাঠ। শুকনো বেলপাতা খসে পড়ে গেছে।

কোনও মতে গোটা দুই আকন্দ ফুল পাথরের লিঙ্গের মাথায় ভারসাম্য বজায় রেখে স্থির হয়ে আছে। দেয়ালে উৎকীর্ণ মহাবীরের মূর্তি। কালো একটা কুকুর একটু ঠান্ডার খোঁজে আশ্রয় নিয়েছে বেদির তলায়। বাঁধানো বট। ছায়া ফেলেছে তলায়। একদল মৎস্যজীবী বসে আছে। কেউ জাল বুনছে, কেউ শুধু উদাস চোখে জলের দিকে তাকিয়ে বিড়ি ফুঁকছে। জল নেমে গেছে বহু দূরে। সার সার চিত হয়ে আছে জেলে ডিঙি। সকলেই অপেক্ষায়। হঠাৎ একজন চিৎকার করবে, জোয়ার এসেছে, নৌকা ভাসা। সে যেন এক যুদ্ধ। অলস মানুষগুলি এক ঝটকায় নিজেদের তুলে ফেলবে বটের ছায়াবেদি থেকে। ডিঙিগুলো পিছলে নেমে যাবে জলে, একেকটা কেঠো কুমিরের মতো। জোয়ারের জলে মাছ আসবে সমুদ্র থেকে।

এই কি সেই শান্ত, শীর্ণ নদী! যার ভাষা-দর্শন পাওয়া যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রচনায়, 'স্বল্পতোয়া ক্ষুদ্র নদীটি শৈবালাদি জলজ উদ্ভিজ্জে পরিপূর্ণ, কেবল স্নানের ঘাটটি পরিষ্কার। তীরে বালুকারাশি ভেদ করিয়া দুই-একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝরনা হইতে কালো বালির সঙ্গে ঝির-ঝির করিয়া অতি ঠান্ডা নির্মল জল উঠিতেছে। নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া গ্রামের প্রান্ত দিয়া বাহিয়া চলিয়াছে। অনেক দূর হইতে তাহার তীরবর্তী বাঁশঝাড়, বটগাছ ও জলে বাঁশের উচ্চ অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে।'

সে নদীর নাম হয়তো শীলাবতী। তাতে কিছু যায় আসে না। একই দৃশ্য, 'কলসগুলি ভালো করিয়া মাজিয়া রমণীগণ স্নানান্তে কলস ভরিয়া জল লইয়া যাইতেছে। কাহারও কলসীর মুখে পিতলের ছোট একটা তেলমাখা বাটি, তাহার উপর একটা কাঁচা আম। কলসীটি কক্ষে লইয়া তাহারা অতি কষ্টে রৌদ্রতপ্ত ধূলিবর্জিত বিজন গ্রাম্যপথ দিয়া চলিতেছে। কলসে জল ছলছল করিয়া বাজিতেছে, জলসিক্ত পদাঙ্ক দেখিতে দেখিতে মাটিতে শুকাইয়া যাইতেছে।'

এমন দৃশ্যে শিল্পী কেন প্রলুব্ধ হবেন না। একপাশে মাথায় তোয়ালে চাপা দিয়ে হাঁটুতে বোর্ড রেখে তন্ময় হয়ে আছেন শিল্পী মানিকদা। রংভরা তুলি। চোখের সামনে নিজন-বিজন গ্রীষ্মমালা, 'শান্ত নদীটি, পটে আঁকা ছবিটি। ঝিম ধরেছে, ঝিম ধরেছে গাছের পাতায়। পাল গুটিয়ে থমকে আছে ছোট্ট তরীটি।' আর কোথাও কি বসে আছেন, শিল্পী হেমেন মজুমদার? সিক্তবসনা সুন্দরীর দেহপটে নিমগ্ন হয়ে! বসন্তলাল দুপুরে বাড়ির স্টুডিওতে বসে তেলরঙে আঁকবেন স্টিল লাইফ গ্রীষ্মের উপাদানে। ধবধবে সাদা আচ্ছাদনে আবৃত গোল টেবিল। একটি ফুলদানি। যত রোদ, তত সাদা, কমলা, নীল আর লাল ফুল। একটি গেলাস। ভেতরে ঠান্ডা পানীয় বাইরে জলকণা জমে শিশিরের বিন্দু। একটি দ্বিখণ্ডিত লাল তরমুজ। আড় করে রাখা ইস্পাতের ছুরি। দ্বিখণ্ডিত পেঁপে। একথোলা কালোজাম, জামরুল আর বুটিদার লিচু। কয়েকটি সিঁদুরে আম। একটা হলুদ বোলতা। পেছনে প্রায় সাদা সামান্য নীলচে একটা পর্দা। একগুচ্ছ লাল গোলাপ কোথাও রাখা যেতে পারে। গ্রীষ্মের স্থিরচিত্র সম্পূর্ণ।

আমিও গফুর জোলার মতো আকাশের দিকে মুখ তুলে বলতে পারি, আল্লা, এই কংক্রিট সভ্যতার বিচার করো। যারা গ্রাম কেড়ে নিয়ে বলেছিল, শহরের সুখে তোমাকে রাখব, পিচের মসৃণ পথ, কল ঘোরালেই জল, বোতাম টিপলেই আলোর ভেলকি দেখাব, অথচ তা হল না, আমার গ্রামও গেল, শহরও গেল। আমার সেই ছবি আমি ফিরে পেতে চাই। নিয়ে যাও তোমার নগরসভ্যতা। আমার বাগান কোথায়! যার 'বাহিরে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। ধূসর আকাশ হইতে সূর্যদেব জ্বালাময় কিরণ বর্ষণ করিতেছেন। এলোমেলো বাতাসে পথের ধূলা ও গাছের শুষ্কপত্র উড়িয়া যাইতেছে। রৌদ্রকাতর উত্তপ্ত প্রকৃতির নিদাঘ-ক্লান্তিতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একটা কোকিল এই নিদাঘ-মধ্যাহ্নে ও আম্রকুঞ্জের ঘন পল্লবদলে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কুহু কুহু শব্দে কুহরিয়া উঠিতেছে। গ্রাম্য বালকেরা বিশ্রামসুখ পরিত্যাগপূর্বক ছুরি ও নুন লইয়া আমবাগানে প্রবেশ করিয়াছে। কেহ কণ্টকময় বঁইচি বনে ঘুরিয়া সুপক্ক কালো বঁইচি ফলের গুচ্ছ খুঁজিতে খুঁজিতে কুহুস্বরের প্রতিধ্বনি করিতেছে। কোকিল বুঝি তাহাতে অপমানিত হইয়া নীরব হইতেছে। কেহ কোনও রাখালের পাঁচনখানি চাহিয়া লইয়া গাছের উচ্চশাখা হইতে কাঁচা আম পাড়িতেছে। বাগানের নিবিড়তর অংশে একটা শৃগাল উপুড় হইয়া পড়িয়া ধুঁকিতেছে এবং কোনও দিকে সামান্য একটু শব্দ হইলেই মাথা তুলিয়া উদ্যতকর্ণে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া দেখিতেছে।'

বাগান কেটে বসত হয়েছে। ঘিচিঘিচি মানুষের খুপরি খুপরি আস্তানা। নতুন শব্দ কানে ঢুকছে, প্রোমোটার। যাঁরা অতীত গুঁড়িয়ে বর্তমান তৈরি করবেন।

ফলে, গ্রীষ্মের শোভা গেছে।

জনমন জনমত

সেনা উর্দির যথেচ্ছ ব্যবহার অনুচিত

সেনাবাহিনীর পোশাকের আদলে তৈরি পোশাক বিশেষ করে ফুল প্যান্ট কিছু ছেলেমেয়ে অবাধে পরে থাকে। শারীরিক গঠনের সঙ্গে পোশাকের সাদৃশ্য দেখে তাদের ভুল করে সেনাকর্মী ভাবা স্বাভাবিক।

ইদানীং কিছু ইউটিউবার সেনাবাহিনীর আদলের পোশাক পরে নাচানাচির ভিডিও পোস্ট করছেন যা দেখে একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে প্রতিবাদ করছি। এই ধরনের ছেলেমেয়েদের প্রতি আমার বিশেষ আবেদন, সেনাবাহিনীর পোশাককে অবমাননা করা উচিত নয়। সেনাবাহিনী আমাদের রক্ষক, তাদের জন্যই আমরা নিশ্চিন্তে বসবাস করছি। সেনাবাহিনীর পোশাককে মর্যাদা দেওয়া উচিত। পাশাপাশি প্রশাসনের প্রতি আবেদন, সেনাবাহিনীর আদলে পোশাক পরা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা হোক।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

বিরাটের বিদায় আঁকা জারুল ফুলের রংয়ে

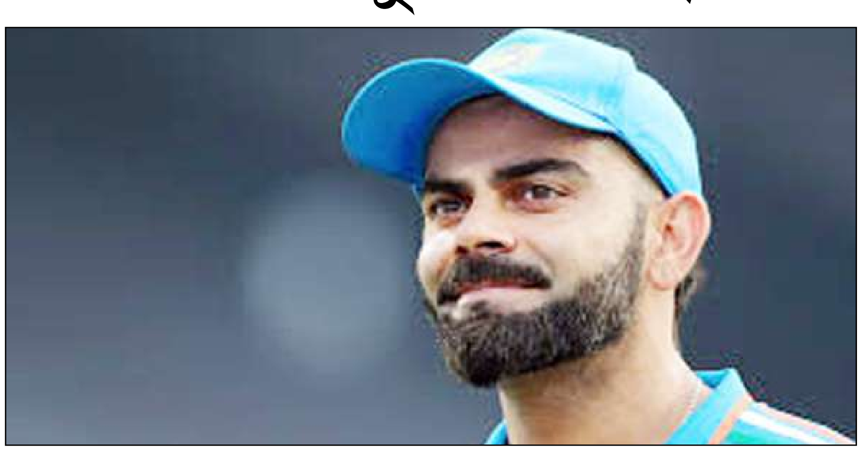

ঠিক কোন ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত বুঝতে পারছি না। আর পাঁচজন বাঙালি ক্রিকেটপ্রেমীর মতো আমিও। যবে থেকে ক্রিকেট খেলাটা বুঝতে শিখেছি, জেনে এসেছি টেস্ট ক্রিকেটই হল ক্রিকেট খেলার সর্বোচ্চ আসর। খেলোয়াড়ের ধৈর্য, সহনশীলতা, ক্রীড়া দক্ষতা, খেলার ব্যাকরণ সমস্ত কিছু মিলেই টেস্ট ক্রিকেট হল ক্রিকেট খেলার চূড়ান্ত ফর্ম্যাট। আর সেই ফর্ম্যাটে বিরাট কোহলি একটা আদর্শ নাম।

বিশ্বকাপ জয়ের পর টি টোয়েন্টি ফর্ম্যাট থেকে অবসর নিয়েছিলেন বিরাট। এবারে তিনি বিদায় জানালেন লাল বলের ক্রিকেটকে। আইপিএল-জ্বর নেমে এসেছে অনেকটা। যুদ্ধের সাম্প্রতিকতম খবর নিয়ে যখন গোটা ভারত উত্তাল, তখন ভারতের ক্রিকেটের ইতিহাসে অন্যতম একজন আগ্রাসী খেলোয়াড় বিদায় জানালেন তাঁর টেস্ট ক্রিকেটকে। এ খবর যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। ইতিমধ্যে অবসর নিয়েছেন অশ্বীন, রোহিত শর্মা। কিন্তু বিরাট কোহলি! মুদির দোকান থেকে পাড়ার ঠেক, সেলুন থেকে শপিং মল, মাছের বাজার থেকে অফিসকর্মী, সকলেই মর্মাহত। আক্ষরিক অর্থেই একটা শক।

না, বিরাট কোহলি অবসর ঘোষণা করেছেন বলে আমার বাড়িতে রান্না বন্ধ হয়নি, আমি না খেয়েদেয়ে বসে নেই। কিন্তু একটা অদ্ভুত শূন্যতা তৈরি হয়েছে বুকের ভেতর এবং মাথার ভেতর। কেন যেন আশ্চর্যজনকভাবে আবেগঘন হয়ে পড়েছি। যে সিংহক্ষুধা আমরা দেখেছিলাম সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যে, তার চাইতে অনেক বেশি ক্ষুধার্ত বিরাট কোহলি। তাঁর ডাক নামটা চিকু হলেও মাঠে তিনিই রাজা।

টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে সফল অধিনায়ক হিসেবে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার পর আচমকা অবসরগ্রহণ। ঠিক যেন যুদ্ধ ফেরত সফল সৈনিক। একটা ভদ্রলোকের খেলায় তাঁর উপস্থিতি যতটা আলোকিত এবং দ্যুতিময়, লাল বলকে চিরতরে বিদায় জানানোর সময় তিনি ততটাই সহজ-সুন্দর।

বিরাট কোহলি একজন লেজেন্ড। লেজেন্ড কখনও একদিনে তৈরি হয় না। নিজের সবটা উজাড় করে, মাঠে ফিটনেসের সংজ্ঞা পুরোপুরি পালটে দিয়ে, বিপক্ষের চোখে চোখ রেখে কথা বলে, দেশকে সাফল্যের পথে নেতৃত্ব দেওয়া অতিমানবীয় খেলোয়াড়টির নাম বিরাট কোহলি। তাই তো 'টাইম' (২০১৮) স্বীকৃত বিশ্বের সবচেয়ে বেশি একশত প্রভাবশালী মানুষের তালিকায় সকল ভারতবাসীর গর্বের নাম বিরাট কোহলি বিরল ঔজ্জ্বল্যে খোচিত।

কানাঘুষো শোনা যায়, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজটা তিনি নাকি খেলতে চেয়েছিলেন। তাহলে হঠাৎ এমন কী হল! আমরা যারা বোকাবাক্সের পর্দায় চোখ রেখে অভ্যস্ত, তারা ড্রেসিংরুমের সব গল্প জানতে পারি না। একটা হলদে কুয়াশার দূরত্ব থেকে সবকিছু অনুধাবন করা ভীষণ কঠিন। তবে এটাও তো সত্যি, দিনের শেষে তিনিও একজন মানুষ।

যাইহোক, বৈশাখের উপান্তে এসে জারুল ফুলের রংয়ে আঁকা থাক এই বিদায়। অমেয় ভালোবাসা।

উদয় সাহা
কামেশ্বরী রোড, কোচবিহার।

প্রযুক্তি শিক্ষা বেছে নেওয়া উচিত প্রথমেই

মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকে বিভাগ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভালোলাগার বিষয় বা সাবজেক্ট বাছাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মাল্টিডিসিপ্লিনারি পড়াশোনা, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, গ্লোবাল কানেক্টিভিটি সংক্রান্ত বিষয়গুলো ভীষণ গুরুত্ব পাচ্ছে। অন্যদিকে কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য বিভাগ নিয়ে যারা সফলতার সঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করবে বা করেছে তাদেরও ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর ও মসৃণভাবে গড়তে সঠিক বিষয় নিয়েই পড়াশোনা করা উচিত।

তবে এক্ষেত্রে প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে সঙ্গে নিয়ে এগোনো যথেষ্ট ফলপ্রসূ হতে পারে। সম্পূর্ণ নতুন কিছু বিষয় নিয়ে পড়াশোনা আগামীতে শীঘ্রই কর্মসংস্থানের দরজা সহজে খুলে দিতে পারে। বিভিন্ন ধরনের চাকরিমুখী, কেরিয়ার গড়ার কোর্স যথেষ্ট কাজে দিতে পারে। তবে উচ্চমাধ্যমিকের পর সংশ্লিষ্ট পড়ুয়া কোন দিকে এগোবে সেটা অনেকাংশে নির্ভর করে পড়ুয়ার পরীক্ষার ফলাফল, বিচক্ষণতা, উচ্চাশা, প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্য, একান্ত ভালোলাগা এবং সর্বোপরি বাবা-মা, পরিজনের সঠিক পরামর্শ দানের মাধ্যমে।

এক্ষেত্রে বাবা-মায়ের ইচ্ছে-অনিচ্ছের চেয়ে নিজস্ব ভালোলাগা বা পড়ুয়ারা নিজে কোন বিষয় নিয়ে পড়তে চাইছে সেটাকে অগ্রাধিকার দিলে মনে হয় ভালো হতে পারে। তাই মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের আগাম ভবিষ্যৎ সুরক্ষিতভাবে গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগোতে হলে পরীক্ষায় অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে কৃতকার্য হওয়াটা ভীষণই জরুরি।

সজল মজুমদার, বালুরঘাট।

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৩৯

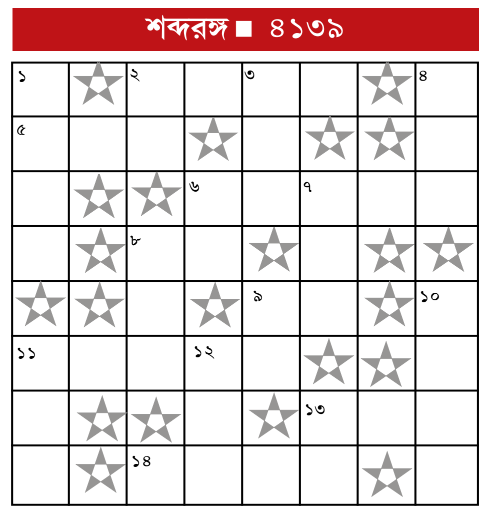

পাশাপাশি : ২। অতিরিক্ত নিয়মের আঁটাআঁটি, খুব বেশি বাঁধাবাঁধি ৫। বিদিক, প্রতিকূল বা ভুল দিক, মালবের অন্তর্গত প্রাচীন, নগরীবিশেষ ৬। পদ্মের মতো হাত ৮। সকলে, সর্বজনে ৯। বৃহস্পতির পুত্র ও শুক্রাচার্যের শিষ্য ১১। স্বীকৃত খাজনা ১৩। কারাধ্যক্ষ, কারাপাল ১৪। নাকাল, বিপর্যস্ত।

উপর-নীচ : ১। আদিমজাতি বা অধিবাসী ২। চাবুক, ঘোড়া ইত্যাদির লাগাম ৩। গোঁড়া, অন্ধবিশ্বাসী ৪। ঝগড়া ৬। কোনও দিন, কোনও সময়ে বহুদিন আগে ৭। বর্ম, সাঁজোয়া, মাদুলি ৮। শক্তিশালী ৯। হ্রাস পাওয়া, বাক্যের বিরামচিহ্নবিশেষ ১০। কোলাহল, কাকলি ১১। কতবেল ১২। অতিমূল্যবান রত্ন বা মণি, বিষ ১৩। আগের হিসেবের রেশ, ফল।

সমাধান ■ ৪১৩৮

পাশাপাশি : ১। হাবাগোবা ৩। পণব ৫। ইয়ারবকশি ৬। বদলা ৭। মড়ক ৯। আসাবরদার ১২। কঠোর ১৩। বলীয়ান।

উপর-নীচ : ১। হাবভাব ২। বাদিয়া ৩। পরব ৪। বড়শি ৫। ইলা ৭। মর ৮। কলস্বন ৯। আর্দ্রক ১০। বছর ১১। দানব।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলাদেশে গণতন্ত্র সংকুচিত হচ্ছে

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : কাজকর্মে নিষেধাজ্ঞা জারির মাধ্যমে কার্যত আওয়ামী লিগকেই নিষিদ্ধ করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। ইউনূস প্রশাসনের এই পদক্ষেপ নিয়ে মঙ্গলবার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল ভারত। এদিন সাউথ ব্লকে এক সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করেন। তিনি সাফ জানান, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পরিসর ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। আওয়ামী লিগকে বাদ দিয়ে সেখানে কোনও নির্বাচন কতটা গ্রহণযোগ্য হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জয়সওয়াল।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ না করে বাংলাদেশে আওয়ামী লিগের ওপর নিষেধাজ্ঞা উদ্বেগজনক। একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে ভারত স্বাভাবিকভাবেই গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হওয়া এবং রাজনৈতিক পরিসর সংকোচনের বিরোধী। আমরা বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের দ্রুত আয়োজনকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করি।' কোটাবিরোধী আন্দোলনের চাপে গত অগাস্টে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল আওয়ামি লিগ। নামে অন্তর্বর্তী সরকার হলেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সর্বস্তরে বদল আনতে মরিয়া অস্থায়ী সরকার। সরকারের সর্বস্তরে ছড়ি ঘোরাচ্ছে মৌলবাদী জামাত ও কোটাবিরোধী ছাত্রদের নতুন দল এনসিপির নেতারা। মূলত তাঁদের চাপেই আওয়ামি লিগ ও তার সহযোগী সংগঠনগুলির কাজকর্ম নিষিদ্ধ করেছে ইউনূস সরকার। এই পরিস্থিতিতে ভারত যেভাবে খোলাখুলি অন্তর্বর্তী সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

উদ্বিগ্ন ভারত

- বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পরিসর ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে
- আওয়ামী লিগকে বাদ দিয়ে কোনও নির্বাচন কতটা গ্রহণযোগ্য হবে, প্রশ্ন রয়েছে
- উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ না করে আওয়ামী লিগের ওপর নিষেধাজ্ঞা উদ্বেগজনক

কাশ্মীর দ্বিপাক্ষিক বিষয়, বার্তা ট্রাম্পকে

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : পাকিস্তানের সঙ্গে সাময়িক সংঘর্ষ বিরতি হলেও ভারতের নীতিগত অবস্থানে কোনও বদল ঘটেনি। মঙ্গলবারের সাংবাদিক বৈঠকে তা বুঝিয়ে দিল বিদেশমন্ত্রক। সাউথ ব্লকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাফ জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদ হোক বা জম্মু ও কাশ্মীর, কোনও ক্ষেত্রেই নিজের অবস্থান থেকে পিছু হটবে না ভারত।

পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়া জারি রাখলে নিজের সময়-সুযোগ মতো জবাব দেবে ভারতীয় সেনা। তবে এদিন শুধু পাকিস্তান নয়, নাম না করে ট্রাম্প সরকারকেও বার্তা দিয়েছে মোদি সরকার।

বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, কাশ্মীর একটি দ্বিপাক্ষিক ইস্যু। এক্ষেত্রে কোনও তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করবে না ভারত। জয়সওয়াল বলেন, 'ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ জম্মু ও কাশ্মীর। তা ছিল, আছে এবং থাকবে। এক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান বদলায়নি। বদলের সম্ভাবনাও নেই।'

শনিবার ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতির কথা সবার প্রথমে জানিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সংঘর্ষ বিরতির কৃতিত্ব দাবি করার পাশাপাশি কাশ্মীর ইস্যুতে মধ্যস্থতা করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তিনি।

তাঁর দাবি, বাণিজ্য বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েই নাকি দুই দেশকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করেছেন। যদিও ভারত বা পাকিস্তান কোনও তরফেই ট্রাম্পের এই বক্তব্যকে সমর্থন জানানো হয়নি।

তবে কাশ্মীর ইস্যুতে তাঁর মধ্যস্থতার প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে পাকিস্তান। এবার ভারত সরাসরি তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা নাকচ করে দেওয়ায় শুধু মার্কিন সরকার নয়, ব্যক্তিগতভাবে ট্রাম্পের অস্বস্তি বাড়ল বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

> ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ জম্মু ও কাশ্মীর। তা ছিল, আছে এবং থাকবে। এক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান বদলায়নি। বদলের সম্ভাবনাও নেই।
>
> **রণধীর জয়সওয়াল**

দেশজুড়ে তেরঙা যাত্রা শুরু বিজেপির। নয়াদিল্লিতে পা মিলিয়েছেন প্রচুর কর্মী-সমর্থক। মঙ্গলবার।

অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য প্রচার শুরু বিজেপির

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : 'অপারেশন সিঁদুর' ও তার ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ নিয়ে এক স্পষ্ট ও দৃঢ় বার্তা দিয়ে সোমবার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুধুমাত্র ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতির দু'দিন পর জাতিকে আশ্বস্ত করেছে তা-ই নয়, এই ইস্যুতে সারা দেশে বিজেপির প্রচারের সুরও নির্ধারণ করে দিয়েছে। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে মঙ্গলবার থেকে আগামী ১০ দিন ধরে সারা দেশে 'তেরঙা যাত্রা' শুরু করেছে বিজেপি। এদিন হরিয়ানা থেকে এই তেরঙ্গা যাত্রা শুরু হয়। তার আগেই এদিন প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন করে দল স্পষ্ট বার্তায় জানায়- এই যাত্রার মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে 'প্রধানমন্ত্রী মোদির অটল সংকল্প, সশস্ত্র বাহিনীর সাহসিকতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বার্তা'।

১৩ থেকে ২৩ মে পর্যন্ত চলবে 'তেরঙা যাত্রা'। সারা দেশে বিভিন্ন প্রান্তে তেরঙা হাতে মিছিল করবে বিজেপি। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ থাকবে বলে জানানো হয়েছে। দেশব্যাপী প্রচারের অংশ হিসাবে রয়েছে বাইক র‍্যালি, জনসভা, পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান এবং ভারতের বিভিন্ন শহরে জনসংযোগ কার্যক্রম।

রবিবার রাতে বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার বাসভবনে রাজনাথ সিং, অমিত শা সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকেই 'অপারেশন সিঁদুর' ঘিরে বিজেপির পরবর্তী কৌশল চূড়ান্ত হয়। নির্দেশ ছিল- সেনাবাহিনীর সাফল্যকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হবে, তবে কোথাও যেন বিজয়ের উল্লাস বা আত্মপ্রশংসার সুর না থাকে। এর সঙ্গে জোর দেওয়া হবে 'দৃঢ়, সুরক্ষিত জাতীয়তাবাদ'-এর ভাবমূর্তিকে আরও উজ্জ্বল করে তোলার ওপর। বিজেপির দশদিনের 'তেরঙা যাত্রা' কর্মসূচির সমালোচনা করেছেন তেজস্বী যাদব বলেছেন, 'সেনাবাহিনীকে কখনও রাজনীতির সাথে জড়ানো উচিত নয়।' বলেন, তিনি সেনাবাহিনীর 'উপযুক্ত জবাব' দেওয়ার জন্য গর্বিত, তবে 'কৃতিত্ব দাবি করার রাজনীতির' বিরুদ্ধে।

কোভিডে মৃত্যু-তথ্যে নয়া অস্বস্তি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : করোনা মহামারি অতীত। কিন্তু এই নিয়ে এখনও কাটাছেঁড়া অব্যাহত। কোভিড-১৯ এর ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট ভারতে আঘাত হানার চার বছর পর কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, কোভিডে মৃত্যুর সরকারি পরিসংখ্যানের চেয়ে বাস্তব পরিস্থিতি অনেক ভয়াবহ ছিল। ২০২১ সালের সরকারি হিসাব বলছে, কোভিডে মৃত্যুর সংখ্যা আসলে সরকারি হিসেবে যা বলা হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি।

ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের আঘাতে ভারতে কোভিড-১৯ অতিমারির ভয়াবহ রূপ দেখা যায় আজ থেকে প্রায় চার বছর আগে। সেইসময় হাসপাতালগুলির সামনে রোগীদের লম্বা লাইন, অক্সিজেনের হাহাকার, নদীতে ভেসে আসা মৃতদেহ— এইসব হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সাক্ষী হতে হয়েছিল দেশবাসীকে। যদিও তখন সরকারি তথ্যে দাবি করা হয়েছিল, কোভিডে মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও স্বাধীন সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, আসল চিত্র অনেক ভয়াবহ।

প্রায় চার বছর পর গত সপ্তাহে ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ২০২১ সালের যে নাগরিক নিবন্ধন

রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা গিয়েছে, ২০২১ সালে অতিরিক্ত মৃত্যু হয়েছে ২১.৫ লক্ষ। অথচ সরকার জানিয়েছিল কোভিডে মৃত্যু হয়েছে মাত্র ৩.৩২ লক্ষ। এর মানে হল, ওই বছর প্রায় সাড়ে ছয় গুণ বেশি মৃত্যু ঘটেছিল, যা কোভিডজনিত বলেই ধরে নেওয়া যায়।

করোনা মহামারি চলাকালীন লকডাউনে সড়ক দুর্ঘটনা যেমন কমে গিয়েছিল, ঠিক তেমনই এই অতিরিক্ত মৃত্যুর কারণ মূলত কোভিডই ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্যভেদে এই গড় আরও বেশি—গুজরাটে ৪৪.২ গুণ, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে ১৯.৫ গুণ, তেলেঙ্গানায় ১৮.২ গুণ বেশি মৃত্যু দেখা গিয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, অনেক মৃত্যুকে ইচ্ছাকৃতভাবে কোভিড মৃত্যু হিসেবে গণ্য করা হয়নি। যেমন, যাঁরা অন্য রোগে ভুগছিলেন, তাঁদের কোভিডে মৃত্যু হলেও সেটা আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে। এতে করে সরকারের দিক থেকে মহামারি মোকাবিলাকে 'ভালো দেখানো'র চেষ্টা ছিল বলেই মনে হচ্ছে।

পঞ্জাবে বিষমদের বলি ১৭, ধৃত ৯

চণ্ডীগড়, ১৩ মে : পঞ্জাবে বিষমদ খেয়ে মৃত্যু হল ১৭ জনের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আরও ৬ জন। তবে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন।

ঘটনাটি অমৃতসরের মাজিতা ব্লকের। মৃতদের বেশির ভাগই ভাঙ্গালি কালান, থারিওয়াল, সাঙ্ঘা এবং মারারি কালান ব্লকের বাসিন্দা। গুরুতর অসুস্থদের উদ্ধার করে অমৃতসরের সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পঞ্জাবের স্পেশাল ডিজিপি অর্পিত শুক্লা জানান, মঙ্গলবার পর্যন্ত এই ঘটনায় ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং সাসপেন্ড করা হয়েছে চার সরকারি আধিকারিককে। তালিকায় রয়েছেন স্থানীয় আবগারি ও কর দপ্তরের এক কর্তা (ইটিও) এবং পুলিশের ডিএসপি।

মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান বলেন, 'এটা আদৌ দুর্ঘটনা নয়, এটা খুন। ঘটনায় মূল অভিযুক্তদের ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দিল্লির সঙ্গে এর যোগসূত্র রয়েছে। কেউই ছাড় পাবে না।' প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জানান, মৃতদের

স্বামীকে হারিয়ে কান্না। মঙ্গলবার অমৃতসরে।

সন্তানদের পড়াশোনার দায়িত্ব সরকার নেবে।

মূল অভিযুক্ত প্রভজিৎ সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রভজিৎকে জেরা করে আরও এক দুষ্কৃতী সাহেব সিংয়ের নাম উঠে আসে। তাকেও আটক করা হয়েছে। এছাড়া ধৃতদের মধ্যে রয়েছে মূল অভিযুক্ত প্রভজিতের ভাই কুলবীর সিং, গুর্জন্ত সিং, নিন্দের কাউর এবং আরও একজন। পঞ্জাব সরকারের নির্দেশে বিষমদের কারবারিদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে দুটি এফআইআর দায়ের হয়েছে। গোটা ঘটনায় ৫টি গ্রামে প্রভাব পড়েছে। পুলিশের পাশাপাশি জেলা প্রশাসনও প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে যাচাই করছে আরও কেউ এই মদ খেয়েছেন কি না।

এই প্রথম নয়, পাঁচ বছর আগে পঞ্জাবের তরন তারন এবং গুরদাসপুরে বিষমদে ১৩০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। অনেকে আবার দৃষ্টিশক্তিও হারিয়েছিলেন। শুধু তরন তারনেই মৃত্যু হয়েছিল ৮০ জনের।

মূল্যবৃদ্ধির হার নিম্নমুখী

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : এপ্রিলে আরও কমল মূল্যবৃদ্ধির হার। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রক জানিয়েছে এপ্রিলে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার কমে ৩.১৬ শতাংশ হয়েছে। মার্চ এবং ফেব্রুয়ারিতে এই হার ছিল যথাক্রমে ৩.৩৪ শতাংশ এবং ৩.৬১ শতাংশ। ২০২৪-এর এপ্রিলে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৮৩ শতাংশ।

মূলত খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির হার কমায় সার্বিক মূল্যবৃদ্ধি বিগত ছয় বছরের মধ্যে সব থেকে নীচে নেমে এসেছে। এপ্রিলে খাদ্যপণ্যে মূল্যবৃদ্ধির হার হয়েছে ১.৭৮ শতাংশ। মার্চে এই হার ছিল ৩.৭৫ শতাংশ। ২০২৪-এর এপ্রিলে খাদ্যপণ্যের খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৪.৮৩ শতাংশ। এই নিয়ে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার টানা তিন মাস ৪ শতাংশের নীচে রইল। বিগত ৫ বছরে যা কখনও হয়নি। মূল্যবৃদ্ধির হার কমায় আগামী দিনে সুদের হার আরও কমার আশা করছেন বিশেষজ্ঞরা। গত মাসে ০.২৫ শতাংশ কমিয়ে রেপো রেট ৬.০ শতাংশ করেছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। মূল্যবৃদ্ধির হার কমার ধারা বজায় থাকলে চলতি বছরে রেপো রেট আরও ০.২৫- ০.৫০ শতাংশ কমানো হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

গুলিতে দগ্ধ মহিলার মৃত্যু

অমৃতসর, ১৩ মে : পাক গোলায় এই প্রথম জম্মু ও কাশ্মীরের বাইরে সীমান্ত রাজ্য পঞ্জাবে মৃত্যু হল এক মহিলার। শুক্রবার তিনি গোলার আঘাতে মারাত্মকভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন। সুখবিন্দর কাউর নামে ওই মহিলার শরীরের ৮০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল। সোমবার তিনি মারা গিয়েছেন। পাক গোলা সুখবিন্দরের পঞ্জাবের ফিরোজপুরের বাড়িতে আছড়ে পড়েছিল। তাঁর স্বামী লখবিন্দর সিংও গোলার আঘাতে ঝলসে যান। লখবিন্দরের ভাই মনু সিংয়েরও অবস্থাও গুরুতর। ঘটনার সময় লখবিন্দর রাতের খাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিলেন। সুখবিন্দর রান্নাঘরের টুকিটাকি কাজ সারছিলেন। ৯ মে স্রোতের মতো গোলা ছুড়েছে পাকিস্তান। পঞ্জাব, রাজস্থান এবং জম্মু ও কাশ্মীরের ২৫টি জায়গা লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করা হয়। অপারেশন সিঁদুরের পর এ পর্যন্ত পাক হামলায় ২২ জন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। শহিদ হয়েছেন সাত সামরিক কর্মী।

হামিদের দেশত্যাগে বিড়ম্বনায় ইউনূস

ঢাকা, ১৩ মে : শেখ হাসিনা সরকারের আমলে দু'বার বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন আবদুল হামিদ। চিকিৎসার প্রয়োজনে গত বুধবার গভীর রাতে থাইল্যান্ড চলে যান তিনি। আর তাঁর দেশত্যাগ নিয়ে উত্তপ্ত বাংলাদেশের রাজনীতি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে কেন দেশের বাইরে যেতে দেওয়া হল, সেই প্রশ্ন তুলেছে ছাত্রদের নতুন দল এনসিপি। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তড়িঘড়ি ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার।

কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে কিশোরগঞ্জের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ হাছান চৌধুরী, কিশোরগঞ্জ সদর থানার আধিকারিক মহম্মদ আজহারুল ইসলাম, মহম্মদ সোলায়মা এবং ইমিগ্রেশন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এসপি) তাহসিনা আরিফকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাচক্রে হামিদ থাইল্যান্ডে যাওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আওয়ামি লিগ ও তার সব শাখা সংগঠনের কাজকর্মে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে মুহাম্মদ ইউনূসের প্রশাসন।

পর্যবেক্ষকদের মতে, পালাবদলের পর শেখ হাসিনা সহ আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মামলা দায়ের হয়েছে। জেলে পোরা হয়েছে দলের বহু প্রবীণ নেতাকে। ৮৫ বছর বয়সি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হামিদের বিরুদ্ধেও খুনের অভিযোগ এনে কিশোরগঞ্জ সদর থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে। যদিও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। বাজেয়াপ্ত হয়নি তাঁর

পাসপোর্ট। হামিদের ওপর কোনও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা ছিল না। তিনি দেশছাড়ায় ক্ষুব্ধ মৌলবাদীরা। এনসিপি নেতাদের মাধ্যমে তারা ইউনূস সরকারের ওপর চাপ তৈরি করেছে। ভারসাম্য বজায় রাখতে তদন্ত কমিটি তৈরি করতে হয়েছে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসকে।

এদিকে সংগত কারণেই তাঁকে বাধা দেওয়া হয়নি বলে পুলিশ ও ইমিগ্রেশন বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে। যেভাবে দুই বিভাগের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে, তাতে ক্ষোভ ছড়িয়েছে প্রশাসনের অন্দরে। ঢাকার শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বুধবার রাত ৩টে নাগাদ থাই এয়ারওয়েজের বিমানে চেপে দেশ ছেড়েছেন আবদুল হামিদ। বিমানবন্দরে প্রবেশের সময় তাঁর পরনে ছিল লুঙ্গি ও গেঞ্জি। মুখ ঢাকা ছিল মাস্কে। সঙ্গে কূটনৈতিক লাল পাসপোর্ট থাকায় নিয়মমাফিক বিনা বাধায় ভিআইপিদের যাতায়াতের পথ দিয়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে বিমানে তুলে দেওয়া হয়। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন আত্মীয়ও ওই বিমানেই দেশ ছেড়েছেন বলে বিমানবন্দর সূত্রে জানানো হয়েছে।

৯ জনের আমৃত্যু কারাদণ্ড

চেন্নাই, ১৩ মে : ২০১৯ সালে তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের সময় পোল্লাচি যৌন নিগ্রহের ঘটনা গোটা রাজ্যে তোলপাড় ফেলেছিল। মঙ্গলবার কোয়েম্বাটোরের মহিলা আদালত পোল্লাচি যৌন নিগ্রহ মামলায় দোষী ন'জনকে যাবজ্জীবনের সাজা দিল। ন্যক্কারজনক সেই ঘটনার ছ'বছর পর সাজা দেওয়া হল দোষীদের। অপরাধীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির যৌন হেনস্তা, অপরাধের ষড়যন্ত্র, ধর্ষণ, গণধর্ষণের মতো অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

দোষীদের বয়স ৩০ থেকে ৩৯-এর মধ্যে। ২০১৯ সাল থেকে তারা সালেম কেন্দ্রীয় জেলে রয়েছে। বিচার চলাকালীন প্রায় ২০০ নথি, ৪০০ বৈদ্যুতিন প্রমাণ, ফরেন্সিক রিপোর্ট, নিগ্রহের ভিডিও আদালতে পেশ করা হয়। সূত্রের খবর, একাধিক তরুণীকে যৌন হেনস্তা করে তাদের বিভিন্ন ভিডিও তৈরি করে সেগুলিকে ঢাল করে তাঁদের ব্ল্যাকমেল করত অভিযুক্তরা।

অপরাধগুলি সংগঠিত হয় ২০১৬ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে। ঘটনাগুলি সামনে এসেছে ২০১৯ সালে। ওই বছর তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে পোল্লাচির ঘটনা কোণঠাসা করেছিল এআইএডিএমকে-কে। বিরোধীরা সরব হয়েছিলেন শাসকদলের বিরুদ্ধে।

১৯ বছরের এক নিগৃহীতার বয়ানের ভিত্তিতে পোল্লাচি যৌন নিগ্রহ মামলায় কোয়েম্বাটোরের মহিলা আদালতে প্রথম চার্জশিট পেশ হয়েছিল ২০১৯ সালের ২১ মে।

সেনার গুলিতে হত ৩ লস্কর জঙ্গি

শ্রীনগর, ১৩ মে : মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরের সোপিয়ানের জিনপাথর কেলার এলাকায় সেনাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে লস্কর-ই-তইবার (এলইটি) অন্তত তিন জঙ্গি নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে দু'জনের পরিচয় জানা গিয়েছে—শাহিদ কুট্টে ও আদনান শাফি। দু'জনেই সোপিয়ানের বাসিন্দা। ২০২৩ সালে লস্করে যোগ দেয় কুট্টে। গত বছর এপ্রিল মাসে ড্যানিশ রিসর্টে গুলি চালনার ঘটনায় সে জড়িত ছিল, যেখানে দুই জার্মান পর্যটক ও এক চালক আহত হন। মে মাসে সোপিয়ানের হীরপোড়ায় বিজেপির এক সরপঞ্চকে হত্যার ঘটনাতেও তার নাম জড়িয়েছিল। ২০২৪ সালে লস্করে যোগ দেয় আদনান শাফি। সোপিয়ানের ওয়াচিতে এক বহিরাগত শ্রমিককে খুন করে। ঘটনাস্থল থেকে তিনটি একে-৪৭ রাইফেল সহ অন্যান্য অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

দুই ভারতীয় পড়ুয়ার মৃত্যু

নিউ ইয়র্ক, ১৩ মে : পেনসিলভেনিয়ায় এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই ভারতীয় পড়ুয়ার। তাঁরা হলেন মানব প্যাটেল (২০) ও সৌরভ প্রভাকর (২৩)। পুলিশ জানিয়েছে, দুই তরুণ ক্লিভল্যান্ড স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলেই দু-জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে মৃতদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে নিউ ইয়র্কের ভারতীয় উপদূতাবাস।

১২৮১ পয়েন্ট নামল সেনসেক্স

মুম্বই, ১৩ মে : ভারত-পাক সংঘাতে সংঘর্ষ বিরতি হতেই সোমবার প্রায় ৩ হাজার পয়েন্ট উঠেছিল সেনসেক্স। মঙ্গলবার ফের ধাক্কা খেল শেয়ার বাজার। এদিন সেনসেক্স খোয়াল প্রায় ১৩০০ পয়েন্ট। এদিন দিনের শুরু থেকেই নিম্নমুখী ছিল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সেনসেক্স দিনের শেষে ১২৮১.৬৮ পয়েন্ট নেমে থিতু হয়েছে ৮১১৪৮.২২ পয়েন্টে। অন্যদিকে নিফটি ৩৪৬.৩৫ পয়েন্ট নেমে পৌঁছেছে ২৪৫৭৮.৩৫ পয়েন্টে।

হানায় মৃত

জয়পুর, ১৩ মে : রণথম্ভোর ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্পে বাঘিনীর হানায় মৃত বন আধিকারিক। টহল দেওয়ার সময় রেঞ্জার দেবেন্দ্র চৌধরী (৪০)-কে তাঁর ঘাড় ধরে গভীর জঙ্গলে টেনে নিয়ে যায় বাঘিনী। পর্যটনস্থলে এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন বন দপ্তর।

অবসরে সঞ্জীব খান্না

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : কর্মজীবনের শেষ দিনে বিচারপতির গাম্ভীর্য আর থাকল না। অবসরে যাওয়ার মুহূর্তে কথা বলতে গিয়ে গলা ধরে এল দেশের বিদায়ি প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার।

মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে একটি আনুষ্ঠানিক বেঞ্চের মাধ্যমে সহকর্মীদের উদ্দেশে বিদায় বার্তা দিয়ে প্রধান বিচারপতি খান্না দায়িত্ব সঁপে দিলেন বিচারপতি বিআর গাভাইকে। আবেগঘন এই বিদায় বার্তায় বিচারপতি খান্না নিজেকে সংবরণ করতে না পারলেও তাঁর উত্তরসূরির প্রশংসা করে একটি স্পষ্ট বার্তা রেখে গেলেন।

তিনি বলেন, 'আমি নির্বাক। অনেক স্মৃতি নিয়ে যাচ্ছি। একবার আপনি আইনজীবী হলে আজীবন আইনজীবী থাকেন।

জনসাধারণের আস্থা জোর করে আদায় করা যায় না। এটা অর্জন করতে হয়। সুপ্রিম কোর্ট সেই আস্থা অর্জন করেছে।' তাঁর আরও বক্তব্য, বিচারবিভাগ শুধু বিচারপতি নয়, আইনজীবীদেরও প্রতিনিধিত্ব করে। তাঁর কথায়, 'বার (আইনজীবী সমাজ) হল বিবেকের প্রহরী।'

নিজের উত্তরসূরি সম্পর্কে বিচারপতি খান্না বলেন, 'বিচারপতির কর্মজীবনে বিচারপতি গাভাই ছিলেন আমার সবচেয়ে বড় সহায়। বুধবার থেকে আপনারা এমন একজন প্রধান বিচারপতিকে পাবেন, যিনি মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ সম্মান দেন।'

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সঞ্জীব খান্না বলেন, তিনি নিজেকে তাঁর কাকা প্রাক্তন বিচারপতি এইচ আর খান্নার সঙ্গে তুলনা করতে চান না। তিনি বলেন, 'ওই সময়টা ছিল আলাদা। উনি ছিলেন অসাধারণ মেধার মানুষ।'

বুধবার বিচারপতি বিআর গাভাই ভারতের ৫২তম প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ নেবেন।

পাক সেনার গোলায় নিহত যমজ

জম্মু, ১৩ মে : পাঁচ মিনিট আগে-পরে তাদের জন্ম হয়েছিল। মৃত্যুও হল পাঁচ মিনিটের ব্যবধানেই। তবে এই মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। এই মৃত্যু হল বড় মর্মান্তিকভাবে, পাকিস্তানি সেনার ছোড়া গোলায়।

দিনটা ছিল গত ৭ মে। বছর বারোর যমজ ভাইবোন জায়ন আলি ও উরওয়া ফাতিমা প্রতিদিনের মতো সেদিনও স্কুল থেকে ফিরে হোমওয়ার্ক করেছিল। রাতের খাওয়া সেরে ঘুমিয়েও পড়েছিল। কিন্তু তাদের জীবনে অন্ধকার নেমে এল রাত সওয়া ১টা নাগাদ।

তাদের মামিমা মারিয়া খান বলছিলেন, 'রাতেই ওরা আমাদের ফোন করে বলেছিল, 'মামু, এখানে খুব গোলাগুলি চলছে। বিস্ফোরণ হচ্ছে। তুমি এসে কি আমাদের নিয়ে যেতে পারবে? আমরা খুব ভয় পাচ্ছি। সেটাই ছিল তাদের শেষ ফোনকল।'

পরের দিন সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ মামা বাড়িতে পৌঁছোন। তখন বাড়ি থেকে বেরোনোর তোড়জোড় চলছিল। মা উরসা উরওয়ার হাত ধরে ছিলেন, বাবা রামিজের হাতে ছিল জায়নের হাত। ওরা কয়েক পা বাড়িয়ে গাড়ির দিকে এগোতেই ক্রাইস্ট স্কুলের ঠিক উলটো দিকে, যেখানে ওরা পড়ত—বিস্ফোরণ হয়।

একটি গোলা ঠিক তাদের বাড়ির পিছনে পড়ে। উরওয়া ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়। তার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। জায়ন অনেক দূরে ছিটকে পড়ে। তার নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে এসেছিল। স্থানীয় এক ব্যক্তি চেষ্টা করেন ওর বুক চেপে ধরে রাখতে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। 'উরওয়া জন্মেছিল পাঁচ মিনিট আগে, মারাও গেল পাঁচ মিনিট আগে', ফিসফিস করে বলেন মারিয়া।

রমিজ খান গুরুতর আহত হয়ে আধ ঘণ্টা রক্তাক্ত অবস্থায়

পড়ে ছিলেন। পরে তাঁকে পুঞ্চ থেকে রাজৌরি, তারপর জম্মু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এখনও হাসপাতালে শুয়ে থাকা রমিজ জানেন না যে, তাঁর আদরের সন্তানরা আর বেঁচে নেই। তাঁকে বলা হয়েছে, ওরা দাদুর বাড়িতে আছে। মারিয়া বলছিলেন, 'একদিন তো জিজ্ঞেস করবেই, তখন কী বলব?'

২২ এপ্রিলের পহলগামের বৈসরণ উপত্যকায় জঙ্গি হামলার পালটা জবাব হিসাবে অপারেশন সিঁদুর শুরু করে ভারত। তারপরেই পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ভারী গোলাবর্ষণ শুরু করে। ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি জানান, 'পাকিস্তানের ছোড়া একটি গোলা পুঞ্চের ক্রাইস্ট স্কুলের পিছনে পড়লে দুই শিশুর মৃত্যু হয়, তাদের বাবা-মা গুরুতর আহত।'

স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ, গোলাগুলি যে চলতে পারে, সে নিয়ে প্রশাসনের তরফে কোনও সতর্কবার্তা ছিল না।

মারিয়া ও তাঁর স্বামী সোহেল ক্ষোভ জানিয়ে বলেন, 'কোনও সাইরেন বাজেনি, কোনও ফোন আসেনি। কেউ বললে আমরা আগেই বেরিয়ে যেতাম। তাহলে হয়তো ওরা বেঁচে যেত।' সংঘর্ষ বিরতির কথা শুনে তিক্ত হাসি ফুটেই মিলিয়ে যায় দম্পতির চোখেমুখে। স্বগতোক্তির মতো করে বলেন, 'ভালো। তবে আমাদের ক্ষতি তো আর পূরণ হবে না।'

কঠোর হচ্ছে ব্রিটেনও

লন্ডন, ১৩ মে : অভিবাসী রুখতে আমেরিকার মতোই বদ্ধপরিকর এবার ব্রিটেনও। সেজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পথেই হাঁটছে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য। কঠোর করা হচ্ছে অভিবাসী-নিয়ম, ব্রিটেনে স্থায়ী বসবাস তথা নাগরিকত্ব পাওয়ার নিয়মাবলিও। আশঙ্কা, তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ভারতীয়রা। ব্রিটেনে অভিবাসীদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যা ভারতীয়দের।

ব্রিটেনের অফিস অফ ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিক্স ২০২৩-এর রিপোর্ট বলছে, বর্তমানে যুক্তরাজ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার ভারতীয় অভিবাসী রয়েছেন। তাঁদের বেশিরভাগই শিক্ষা এবং কোনও না কোনও কাজে যুক্ত।

প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার সোমবার পার্লামেন্টে বক্তৃতা দেওয়ার সময় যুক্তরাজ্যের নতুন অভিবাসন নীতির কথা ঘোষণা করেন। তিনি যা বলেছেন, তাতে ব্রিটেনে স্থায়ী বসবাসের ছাড়পত্র পেতে অভিবাসীদের আগের চেয়ে

অভিবাসন আইন

দ্বিগুণ সময় অপেক্ষা করতে হবে। এই সময়সীমা ১০ বছর। স্টারমার প্রয়োজনে ব্রিটেনে অভিবাসন রুখতে অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ব্রিটেনে অনির্দিষ্টকাল থাকার অধিকার পাওয়ার জন্য আবেদন করার আগে ১০ বছর বসবাস করতে হবে। অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকার অধিকারকে ব্রিটেনে প্রযুক্তিগতভাবে ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেন (আইএলআর) বলা হয়। দক্ষ কর্মীদের ভিসা পাওয়ার নিয়মাবলিও কঠোর করা হয়েছে। অভিবাসী পেশাদারদের এখন আবেদনের জন্য এ-স্তরের সমতুল্যের পরিবর্তে ডিগ্রি স্তরের যোগ্যতার প্রয়োজন হবে। এ-স্তর বা লেভেল বলতে ঠিক কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করেননি প্রধানমন্ত্রী। স্টারমার বলেছেন, 'কারা আসবেন, কারা থাকবেন এবং কর্মক্ষেত্র, শিক্ষাক্ষেত্র-সব ক্ষেত্রেই অভিবাসন আইন কড়া হবে। আমরা সবটাই নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখব।'

আলিয়ার মন কাশ্মীরে

কান চলচ্চিত্র উৎসবে এবার ডেবিউ করবেন আলিয়া ভাট। হাঁটবেন রেড কার্পেটে। কিন্তু কান নিয়ে তাঁর পোস্ট আদৌ নেই। মঙ্গলবার সকালে তাঁর পোস্টে উঠে এল শুধুই কাশ্মীর।

এক দীর্ঘ পোস্টে আলিয়া লিখেছেন, 'শেষ কয়েকটা রাত, ভীষণ অন্যরকম অনুভূতি। শেষ কয়েকদিন অদ্ভুত অ্যাংজাইটির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। প্রতিটা ডিনার টেবিলে, প্রতিটা কনভারসেশনের সময়ে টেনশন অনুভূত হয়েছে। আমরা সকলে অনুভব করেছি কোথাও কোনও পাহাড়ে দেশের সেনাবাহিনী রাত জাগছে, সতর্ক আছে, বিপদে আছে। আমরা যখন ঘরে আছি, তখন কিছু নারী আর পুরুষ রাত জাগছে আমাদের ঘুম নিশ্চিত করতে। এই বাস্তব কোথাও প্রভাবিত করে। অনুভব করতে বাধ্য হচ্ছি, এটা শুধু সাহসের বিষয় নয়, আত্মত্যাগের বিষয়। প্রতিটা ইউনিফর্মের সঙ্গে একজন মায়ের নাম জড়িয়ে আছে, যিনি রাতে ঘুমোতে পারেননি। একজন মা যিনি জানেন, তাঁর সন্তানের রাতটা মিষ্টি গানে ভরা নয়, বরং অনিশ্চয়তায় ভরা। আমরা মাদার্স ডে সেলিব্রেট করলাম। যখন ফুল দেওয়া-নেওয়া হচ্ছিল, আমার ভাবনায় সেসব মায়ের কথা আসছিল, যাঁরা দেশের এই হিরোদের বড় করেছেন, শিরদাঁড়া সোজা রাখার পাঠ দিয়ে। এমন অনেক সন্তান আছেন, যাঁরা বাড়ি ফিরলেন না, যাঁদের নাম দেশের আত্মায় লেখা হল। তাই আজ রাত থেকে আমরা আর টেনশনের নীরবতা চাই না, শান্তির নীরবতা চাই। সেসব অভিভাবকদের ভালোবাসা পাঠান, যাঁরা তাঁদের কান্না চেপে আছেন। কারণ আপনার শক্তিই দেশকে এগিয়ে দেয়, যতটা আপনি অনুভব করতে পারেন, তার চেয়েও বেশি। আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই, আমাদের যাঁরা রক্ষা করছেন তাঁদের জন্য। দেশের জন্য। জয় হিন্দ।'

এটা কিন্তু একশোভাগ সত্যি

ইরফান খান শিবের জন্য সোমবারে উপোস করছেন! ব্যাপারটা ভাবতে পারেন? ঘটনাটা কিন্তু এটাই ছিল। সুতপা শিকদার, ইরফানের স্ত্রী নিজে জানিয়েছেন এই কথা। ইরফানের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে কোনও গোঁড়ামি কখনও ছিল না। সুতপা নিজে বলছেন, 'ইরফান একদিন হঠাৎই বললেন, আমি সপ্তাহে একদিন উপবাস রাখব। তারপর ও আত্মীয়-স্বজন সকলকে চমকে দিয়ে বলল, সোমবার উপবাস রাখব, ওটা শিবের দিন। ইরফান আসলে নিজের মতো করে ধর্মকে বিশ্বাস করে এসেছেন। ওঁর আধ্যাত্মিকতা কখনওই গোঁড়া ছিল না। এই বিশ্বাস ইরফানের কাছে খুবই ব্যক্তিগত ছিল।'

সুতপা জানান, ইরফান বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, আধ্যাত্মিক গুরুদের বই পড়তেন। তিনি উপনিষদ পড়েছিলেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ সবই পড়েছিলেন কিন্তু তিনি কখনও 'ধার্মিক' ব্যক্তি ছিলেন না। ওশো, মহাবীর-- তিনি সবকিছুই পড়েছেন। সুতপা আরও বলেন যে, ইরফান বিশ্বাস করতেন রোজা রাখার জন্য, আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার জন্য মুসলিম হতে হয় না। এগুলি সবই ব্যক্তিগত বিশ্বাস থেকে আসে।

কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে

ন্যুডিটি আর বরদাস্ত করল না কান। একেবারে খাপ খুলে জানিয়ে দিল যে, খোলামেলা শরীর নিয়ে অনেক নারীকে সুন্দর দেখালেও, অমন পোশাক বাকিদের সমস্যা করতেই পারে। শুধু তাই নয়, বিরাট দীর্ঘ গাউনও নিষিদ্ধ করেছে কান। না, সে পোশাকে কোনও অশালীনতা না থাকলেও, অসুবিধা আছে। সামনে যে অতিথি বসে আছেন, এই দীর্ঘ গাউন তাঁর আসনকে ঢেকে দিতে পারে। তাঁর শরীরেও গিয়ে লাগতে পারে এই পোশাক। তাই এবার থেকে কানের রেড কার্পেটে এই দু-ধরনের পোশাকই নিষিদ্ধ। আর এই নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। যদিও কান এতদিন মানুষের স্বাধীনতার কথা বলেছে। নারী স্বাধীনতার কথা বলেছে। তার পরেও নারীদের পোশাকে কেন এই নিষেধাজ্ঞা, তা নিয়েও কথা উঠেছে বিস্তর। কিন্তু সবার ওপরে নিষেধ সত্য। অতএব কান খুলে শুনে নেওয়া ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। নইলে রেড কার্পেটে পা রাখা যাবে না।

মালতী, নিকের সঙ্গে পিগির পিকনিক

মাদার্স ডে সেলিব্রেট করলেন প্রিয়াংকা চোপড়া। নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে পিকনিকে গা ভাসালেন মেয়ে মালতী মেরি ও স্বামী নিক জোনাসকে নিয়ে। এ দিনের বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেছেন নিক। ক্যাপশন করেছেন, মাদার্স ডে সেলিব্রেট করলাম আমার (এরপর হার্ট ইমোজি) প্রিয়াংকা চোপড়ার সঙ্গে। একটা ছবিতে পিগি মালতীর সঙ্গে মজা করছেন, অন্যটিতে মায়ের কোলে বসে মাদার্স ডে লেখা স্লেট ধরে আছে মালতী। তিন নম্বর ছবিতে মা ও মেয়ে পার্কে হাঁটছেন। আর একটি ছবিতে নিকের পাশে মালতী, সঙ্গে তাঁদের পোষ্য। পার্কের পরিবেশ দারুণ, গাছ আর ফুলে ভরা। কমেন্ট বক্সে পিগি, নিক আর মালতীর জন্য শুভেচ্ছা আর ভালোবাসায় ভরা মন্তব্যের জোয়ার।

এবার যুগ দেবগন আসছেন

স্টারকিডদের দলে নাম লেখালেন অজয় দেবগন ও কাজলের পুত্র যুগ দেবগন। না, এখুনি ক্যামেরার সামনে আসছেন না, তবে বিশ্ব বিখ্যাত ছবির হিন্দি ভার্সনে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যাবে। বিশিষ্ট চরিত্রের জন্য ডাব করবেন তিনি। বাবা অজয়ও অবশ্য তাঁর সঙ্গে থাকবেন। ছবির নাম দ্য ক্যারাটে কিড: লেজেন্ডস। অভিনয়ে আছেন জ্যাকি চ্যান, বেন ওয়াং-এ ড্যানিয়েল লারুসো। জ্যাকি হয়েছেন মি. হান এবং তাঁর জন্য ডাব করবেন অজয়। লি ফং-এর চরিত্রে আছেন বেন এবং তার জন্যই যুগ ডাব করবেন। এই প্রথম কোনও আন্তর্জাতিক ছবিতে অজয় ডাব করছেন, সঙ্গে পুত্র যুগ। ছবির নির্মাতারা ইনস্টায় লিখেছেন, মঙ্গলবার অজয় ও যুগের ছবি। ৩০ মে ইংরিজি, হিন্দি, তেলুগু, তামিলে মুক্তি পাবে দ্য ক্যারাটে কিড: লেজেন্ডস।

লাপতা লেডিজ থেকে কান

কিরণ রাও পরিচালিত লাপতা লেডিজ ছবিতে ফুল-এর চরিত্রে তাঁকে দেখা গিয়েছিল। বিহারের সেই অজ গাঁ থেকে ফুল এবার কান-এ পা রাখছে। ফুল নয়, ফুল-এর অভিনেত্রী ১৭ বছরেরে নীতাংশী গোয়েল। তিনি প্রতিনিধি হবেন এল অরিয়েল প্যারিস বিউটি ব্র্যান্ডের, এই ব্র্যান্ড গত ২৮ বছর ধরে কান ফিল্ম ফেস্টিভালের সঙ্গে যুক্ত। নিজের এই ভূমিকা সম্পর্কে নীতাংশী বলেছেন, 'বলিউডে এসেছিলাম অনেক স্বপ্ন নিয়ে। লাপতা লেডিজ-এর পথ ধরে কান-এর মঞ্চে পৌঁছে বুঝতে পারছি স্বপ্নগুলো সত্যি হচ্ছে। আমি ভারতের সেইসব মেয়েদের প্রতিনিধি যারা অনেক বড় স্বপ্ন দেখে আর সেগুলোকে সত্যি করে, যত বাধাই আসুক না কেন। ওই কার্পেটে হাঁটার সুযোগ পেয়ে আমি সম্মানিত।' নীতাংশীর সঙ্গে এবার কান-এর মঞ্চ মাতাবেন ঐশ্বর্য রাই, আলিয়া ভাট, ঈশান খট্টর, করণ জোহার, শর্মিলা ঠাকুর প্রমুখ। অল উই ইমাজিন অ্যাজ লাইট-এর পরিচালক পায়েল কাপাডিয়া জুরি পদে আবার ফিরে এসেছেন। শর্মিলা ঠাকুর সত্যজিৎ রায়ের অরণ্যের দিনরাত্রির সংরক্ষিত ফোর কে ভার্সান উপস্থাপনা করবেন। অনুপম খেরের তনভি, দ্য গ্রেট-এর ১৩-২৪ মে, ২০২৫-এর কোনও একদিন ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরায় প্রিমিয়ার হবে।

বাবা বেবোর সঙ্গে সুখী

মন্তব্য ইব্রাহিম আলি খানের। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'আমি তখন চার কি পাঁচ বছরের, সে সময়ের খুব একটা স্মৃতি নেই আমার। সারা হয়তো বলতে পারবে, ও একটু বড় তখন। তবে আমার মা অমৃতা সিং ও বাবা সইফ কখনও আমার সামনে ঝগড়া করেছে, এমন দেখিনি। আমাদের সামনে কখনও ভাঙা সম্পর্কের যন্ত্রণা দেখায়নি। কিন্তু কিছু জিনিস বলে বোঝানো যায় না। বাবা এখন বেবোর সঙ্গে সুখী। আমি দুজন খুব সুন্দর ভাই পেয়েছি। আমার মা মহান একজন মা। আমাকে অনেক যত্ন নিয়ে বড় করেছেন। আমি মায়ের সঙ্গে থাকি। সবকিছু ঠিক আছে।'

একনজরে সেরা ৫

আমির, রাজকুমার আবার

থ্রি ইডিয়টস ছবির সময় আমির খান ও রাজকুমার হিরানির একসঙ্গে পথচলা শুরু। পি কে হয়েছে ১১ বছর আগে, এখন দুজন আবার একসঙ্গে কাজ করবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। হিরানির একটি গল্প এবং তিনি যেভাবে তাকে নিয়ে ছবি করবেন বলে ভেবেছেন, আমির তা পছন্দ করেছেন। ওঁরা চাইছেন ২০২৬-এ শুটিং শুরু করতে।

রণবীর, ভিকির ডেট

ডানকির পর জোরকদমে পরিচালনায় ফিরতে চাইছেন রাজকুমার হিরানি। রণবীর কাপুর ও ভিকি কৌশলকে নিয়ে ছবি করতে চান তিনি। ওঁদের গল্প পছন্দ হয়েছে কিন্তু ডেট পাওয়া যাচ্ছে না। এই দুটি গল্প হিরানি ওঁদের জন্যই বাঁচিয়ে রেখেছেন ভবিষ্যতের জন্য। আপাতত তিনি ব্যস্ত তাঁর ওয়েব সিরিজ নিয়ে।

সলমনের বডি ডাবল

এক থা টাইগার ছবিতে সলমন খানের বডি ডাবল ছিলেন সুরজ পাঞ্চোলি। সলমন নিজেই পরিচালক কবীর খানের কাছে তাঁকে সুপারিশ করেন। এই ছবির এবং সঞ্জয় লীলা বনশালির গুজারিশ-এ তিনি সহ পরিচালক ছিলেন। পরে সলমনেরই প্রযোজনায় তিনি হিরো ছবিতে প্রথম অভিনয় করেন। তাঁর আগামী ছবি কেশরি বীর, মুক্তি ২৩ মে।

মিস ওয়ার্ল্ড হায়দরাবাদে

মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতা হবে হায়দরাবাদে। ১০৯ জন প্রতিযোগী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন। বিশেষ হেরিটেজ ওয়াক-এ তাঁরা অংশ নেবেন মঙ্গলবার, চারমিনার-এ। চারটি বিশেষ বাসে তাঁরা আসবেন। প্রতিযোগীরা তেলেঙ্গানার ঐতিহ্যপূর্ণ স্থানে ভ্রমণ করবেন। এছাড়াও তেলেঙ্গানার ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য একটি হেরিটেজ ট্যুরের আয়োজন করা হয়েছে।

কর্নেল অনুপম

অনুপম খের পরিচালিত তনভি, দ্য গ্রেট-এ কর্নেল প্রতাপ রায়নার চরিত্রে অভিনয় করবেন। ছবির নির্মাতারা তাঁদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে অনুপমের চরিত্রের ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, 'তনভি আর কর্নেল যেন এক মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। ছবিতে আছেন করণ টেকার, গেম অফ থ্রোনস-এর লেইন গ্লেন। মিউজিক এম এম কিরাবানি।

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELEVERY
OUR SERVICES
FIBRO SCAN ● MRI ● CT SCAN
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 84369-71546 / 0353-3569195

ডিপিএস শিলিগুড়ির কৃতী পড়ুয়াদের সঙ্গে শিক্ষকরা।

ডিপিএসের নজরকাড়া ফল

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : ফেব্রুয়ারি-মার্চে হওয়া সিবিএসই'র দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল বের হল মঙ্গলবার। সেখানেই জয়জয়কার শিলিগুড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুলের। ৮১ জন ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পায়। ২৭৪ জন ৭৫ থেকে ৮৯.৯ শতাংশ পায়। ২৫২ জন ৬০ থেকে ৭৪.৫ শতাংশ পায়। কমার্সের ঋষিতা দত্ত ৯৮.৬ শতাংশ পেয়ে স্কুলের সেরা হয়। তারপর রয়েছে বিজ্ঞান বিভাগের সুজল আগরওয়াল। পেয়েছে ৯৬.৮ শতাংশ। কলা বিভাগের মীনাক্ষী কর্মকার ও রিমঝিম পাল দুজনেই ৯৬.৪ শতাংশ পায়। দিল্লি পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল অনিশা শর্মা সকলকে শুভেচ্ছা জানান। শুধু পড়াশোনা নয়, জীবনের বিভিন্ন দিক থেকে যেন সকলে সফল হয় সেই কামনাই করেন তিনি।

ক্লাবে গণবিবাহ

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : মঙ্গলবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবে স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে গণবিবাহের আয়োজন করা হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সভানেত্রী ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মিলি সিনহা ও ওই সংগঠনের সম্পাদক শ্রাবণী চক্রবর্তী কর্মসূচির আয়োজন করেন। পাঁচ জোড়া পুরুষ ও মহিলা এদিন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের মধ্যে কেউ তরাই আবার কেউ ডুয়ার্সের বাসিন্দা। প্রত্যেকেই চা বাগানে শ্রমিক।

তিন শিশুর প্রাণ বাঁচল প্যামপার্লে

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : তিন শিশুকে বাঁচিয়ে নজির গড়ল শিলিগুড়ির প্যামপার্ল হাসপাতাল। যমজ শিশুর জন্ম হওয়া খুবই সাধারণ ব্যাপার। তবে একই মায়ের পেট থেকে একসঙ্গে তিন শিশুর জন্মের ঘটনা বিরল। প্রবল ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচারের পর তিন শিশুর জন্ম দেন নেপালের বাসিন্দা দমন্ত দকাল। দেখা যায়, তিনজনই আন্ডারওয়েট। গত ১৯ এপ্রিল তড়িঘড়ি প্যামপার্লে নিয়ে আসা হয় মা এবং শিশুদের। চিকিৎসক-নার্সদের কঠোর পরিশ্রম এবং যত্নে কয়েকদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠল তিন শিশু। প্যামপার্লে ডঃ প্রিন্স পারেখ এবং ডঃ অরিত্রা দে'র নেতৃত্বাধীন মেডিকেল টিম এই অসাধ্য সাধন করেছে। গত ৩০ এপ্রিল তিন শিশুকে সুস্থ ঘোষণা করে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যুদ্ধবিরতি মিছিল আটকাল পুলিশ

নাগরিক মঞ্চ ও হিন্দু মহামঞ্চের সংঘাত

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : কলকাতায় নাগরিক সমাজের মিছিলে বিজেপি কাউন্সিলার সজল ঘোষ ও তাঁর দলবলের হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার শিলিগুড়ির নাগরিক সমাজ প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেয়। মঙ্গলবার দুপুরে সেই মিছিলে হামলার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে সাংবাদিকদের হোয়াটসঅ্যাপ কলের মাধ্যমে জানিয়ে দেয় বিজেপির 'বি' টিম হিসেবে পরিচিত বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ।

মহামঞ্চের সদস্যদের ভেনাস মোড়ে জাতীয় পতাকা হাতে জমায়েত হতে দেখে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের সুইমিং পুলের সামনে থেকে শুরুর আগেই নাগরিক সমাজের মিছিল থামিয়ে দেয় পুলিশ। নির্দেশ দেওয়া হয়, যা কর্মসূচি তাঁদের করার, সেখানেই যেন নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা করেন। তবে সেখানেও বঙ্গীয় মহামঞ্চের সদস্যরা জাতীয় পতাকা নিয়ে চলে আসায় উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। তাদের অবশ্য কিছুক্ষণ আগেই থামিয়ে দেয় পুলিশ। সেখান থেকেই প্রায় আধঘণ্টা ধরে চলে স্লোগান, পালটা স্লোগান।

এদিন নাগরিক সমাজের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অজিত রায়। তিনি বলেন, 'আগেও নাগরিক সমাজ বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। তবে আজ শহর শিলিগুড়ি যেটা দেখল সেটা লজ্জাজনক ঘটনা। রাজ্যের প্রশাসন উগ্র ধর্মান্ধদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিল না। এটা খুবই লজ্জার ঘটনা ঘটল।' অন্যদিকে, বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের সভাপতি বিক্রমাদিত্য মণ্ডলকে বলতে শোনা গেল, 'ওদের শত্রুপক্ষের হয়ে কথা বলতে আমরা কোথাও দেব না।'

স্লোগান, পালটা স্লোগান শেষে দুই পক্ষই চলে যাওয়ার পর বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের সদস্যদের সোশ্যাল মিডিয়াতে একটি পোস্ট করতেও দেখা গেল। যেখানে সংগঠনের সদস্যদের ছবি দিয়ে ওপরে ক্যাপশন হিসেবে লেখা হয়, 'বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের সদস্যরা আজ একটা গোটা দেশবিরোধী কার্যকলাপ রুখে দিয়েছে। বাম ও অতিবামদের পাকিস্তানপ্রেমী মিছিল বন্ধ করাল মহামঞ্চ।'

নাগরিক সমাজের মিছিলকে কেন্দ্র করে এদিন বেলা বাড়ার সঙ্গেই ধীরে ধীরে ভেনাস মোড়ে জমায়েত শুরু করেন মহামঞ্চের সদস্যরা। সুইমিং পুলের কাছে মিছিল শুরু হওয়ার আগেই নাগরিক মঞ্চের সদস্যদের আটকে দেয় পুলিশ। নাগরিক সমাজের সদস্যরা পুলিশকে অনুরোধ করেন বাঘা যতীন পার্ক বা গোষ্ঠ পালের মূর্তির দিকে মিছিল নিয়ে যাওয়ার অনুমতির জন্য। যদিও সেই অনুমতি দেয়নি পুলিশ। নাগরিক সমাজের সদস্য বাসুদেব বসু বলেন, 'ভেনাস মোড়ে ওরা পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও পুলিশ আমাদের সহযোগিতার বদলে ওদের সহযোগিতা করল। আমরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পুলিশ কাদের পক্ষে আমরা জানি না। তবে আমাদের দেশকে বাঁচাতে হবে। আমরা সেই কাজটাই করছি। গোটা দেশকে কেন্দ্রের শাসকদল হিন্দু-মুসলিমে বিভেদ করে দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত করছে।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'কারও কোনও অভিযোগ থাকলে সেটা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বলতে পারেন। তদন্ত করে দেখা হবে।'

হিন্দু মহামঞ্চ এবং নাগরিক মঞ্চের সঙ্গে বচসা পুলিশের। - সূত্রধর

পাইপলাইন স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত

পানীয় জল সরবরাহে বিঘ্ন

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : রেলের কাজ চলছে। এর জেরে মাঝেমধ্যেই পানীয় জলের পাইপ ফেটে যাচ্ছিল। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ছয় মাস ধরে এই সমস্যা চলছিল। মঙ্গলবারও একই পরিস্থিতি তৈরি হয়। তারপরেই খবর পেয়ে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) বাস্তুকারদের নিয়ে ঘটনাস্থলে যান পুরনিগমের আধিকারিকরা। সঙ্গে ছিলেন পুরনিগমের বাস্তুকাররাও। সেই সময় রেলের বাস্তুকাররাও ঘটনাস্থলে আসেন। যৌথভাবে এলাকা পরিদর্শনের পর জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তর উপস্থিতিতে বৈঠক হয়।

রেলের কাজে যাতে বিঘ্ন না ঘটে, সেদিকটা মাথায় রেখেই কীভাবে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয় এদিন। তারপরেই সিদ্ধান্ত হয়, পাইপলাইন অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হবে। রেল ইতিমধ্যেই বিকল্প জায়গা দেখিয়েছে পুরনিগমকে। সেই জায়গায় নতুন করে পাইপলাইন পাতা হবে। বিষয়টি নিয়ে মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'ওই ওয়ার্ডে একটা সমস্যা হয়েছিল। আমাদের টিম গিয়েছিল। ওরা সবটা দেখে নিয়েছে।'

মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তর কথায়, 'রেলের কাজের জন্যে পাইপ ফেটে আশপাশের এলাকায় পানীয় জল পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছিল। এদিন আলোচনা হয়েছে। রেল জানিয়েছে, এরপর থেকে পুরনিগমকে জানিয়েই তারা কাজ করবে।' বেশ কয়েকমাস ধরে এনজেপি স্টেশন আধুনিকীকরণের কাজ চলছে। স্টেশন চত্বরের জমা জল বের করার জন্যে চারিদিকে নিকাশিনালা গড়ে তোলা হচ্ছে। এই নালা খোঁড়ার সময় পাইপ ফেটে যাচ্ছিল বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে। গত ছয় মাস ধরে এভাবেই সমস্যা চলছিল। এর জেরে রামনগর কলোনি এবং সংলগ্ন এলাকায় পানীয় জলের পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছিল।

পুরনিগমের নির্দেশে সম্প্রতি কাউন্সিলার শম্পা নন্দী রেলকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে একটি বৈঠক আয়োজন করেন। ঠিক হয়, বৈঠকের আগে যৌথভাবে পরিদর্শন করা হবে। এদিন সকালে ফের পাইপ ফেটে যাওয়ার খবর আসতেই পুরনিগমের আধিকারিকরা সেখানে যান। সূত্রের খবর, শীঘ্রই পাশের এলাকায় পাইপ পাতার কাজ শুরু করবে পুরনিগমের জল সরবরাহ বিভাগ।

বিকল্প ভাবনা

- এনজেপি স্টেশনে রেলের কাজের জন্য ফাটছিল পানীয় জল সরবরাহের পাইপ
- পিএইচই, রেল এবং পুরনিগমের বাস্তুকারদের ঘটনাস্থল পরিদর্শন
- জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তের উপস্থিতিতে বৈঠক
- রেলের কাজে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে পাইপলাইন স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত
- রেলের দেখানো বিকল্প জায়গায় নতুন করে পাইপলাইন পাতবে পুরনিগম

নদী উৎসব

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিন থেকে শিলিগুড়িতে উদযাপিত হবে নদী উৎসব। এই উৎসবের নাম দেওয়া হয়েছে 'চেতনায় নদী ও প্রকৃতি'। তিনদিন ধরে এই উৎসব চলবে। বিভিন্ন স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের নিয়ে আগামী ৫ জুন নদী বাঁচাতে সচেতনতামূলক প্রচার এবং শোভাযাত্রা করবে শিলিগুড়ি পুরনিগম। শোভাযাত্রা করে সূর্য সেন পার্কের পেছনে ১০০টি গাছ লাগানো হবে। নদীর ওপর স্বরচিত কবিতার প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে। পাশাপাশি নদী বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সেমিনার করানো হবে বলে জানা গিয়েছে। এসব ছাড়াও নদীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সচেতনতামূলক গান এবং নাচের আসর বসানো হবে। ফিচার ডকুমেন্টারিও দেখানো হবে।

গাঁজা সহ ধৃত

ইসলামপুর, ১৩ মে : পুলিশ মঙ্গলবার রাতে ইসলামপুর শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের ওল্ড স্টেশন বস্তি এলাকায় এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে প্রায় পাঁচ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। এই ঘটনায় রুকসানা নামে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাসের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়। ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিজেপির প্রীতি যাদব বলেন, 'গাঁজা সহ এক মহিলাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।' পুলিশ জানিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

Institute of Neurosciences Kolkata
OPD CLINIC, Siliguri Branch
DR. ANINDYA BASU
SPINE SURGEIN, MS(ORTH), MRCS, MCH, MNAMS
Free Bone Density Measurement for patients with appointments and walk in.
22th MAY, 2025
8420276222
8207220666
3A VYOM SACHITRA BUILDING (3rd FLOOR) HAIDAR PARA, SILIGURI - 734001, W.B

AISSCE-2025 (CBSE CLASS 12) TOPPERS
DELHI PUBLIC SCHOOL SILIGURI
The Management, Principal & Staff Congratulate the Toppers & All 81 Students Who have Scored 90% & Above
98.6% COMMERCE TOPPER DPS SILIGURI RISHITA DUTTA
96.8% SCIENCE TOPPER DPS SILIGURI SUJAL AGARWAL
96.4% HUMANITIES TOPPER DPS SILIGURI MEENAKSHI KARMAKAR
96.4% HUMANITIES TOPPER DPS SILIGURI RIMJHIM PAL
COMMERCE HIGH ACHIEVERS
RAGHAV GARODIA 98.2%
MUDIT AGARWAL 97.6%
BANI CHOKHANI 97.2%
STUTI GOYAL 96.6%
PURVA BANSAL 96%
NISHI AGARWAL 95.8%
AMAN NAKIPURIA 95.8%
UMANG AGRAWAL 95.4%
VEDANT GOYAL 95.2%
SHIVAM RAJ 94.8%
SCIENCE HIGH ACHIEVERS
SUMEDHA BHATTACHARYA 96.2%
PIUL DAS 95.6%
AVNI BHAGAT 95.6%
YANA BINDAL 95.2%
ANUSHKA DE 95.2%
ATTOJA BHAWMICK 95%
ARKADEEP DUTTA 94.4%
SUPARNA GOSWAMI 94%
BANAZ GURUNG 94%
ZAINA PRADHAN 93.2%
HUMANITIES HIGH ACHIEVERS
ROMITA ROY 93.2%
SHREEMAN KUMAR 92.8%
SAMBRIDHI SHARMA 92.4%
PRISHA KHARGA 92%
ABHIPSHA SARKAR 91.2%
SAMPURNA NANDI 91.2%
PRISCILLA SHARMA 90.6%
SIMRAN MUKHIA 90.4%
SHRESTHA DAS 90.4%
ADWITY GHOSH 90.4%
Congratulations To All Achievers
dpssiliguri.com 7829920209 7797866887

অচল চুল্লি, কাঠেই চলছে সৎকার

বিদ্যুতের বিল বকেয়া, বিকল যন্ত্রাংশও

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৩ মে : মৃতদেহ সৎকারের জন্য ৫ কোটি টাকার বেশি খরচ করেছিল সরকার। ঘটা করে উদ্বোধনও হয়েছিল চুল্লির। কিন্তু দুই বছরের বেশি সময় ধরে ইসলামপুর সতীপুকুর শ্মশানঘাটে সেই চুল্লিরই যেন 'মৃত্যু' হয়েছে। প্রায় ৮ লক্ষ টাকা বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের বোঝা পিছু ছাড়ছে না। তার ওপর চুল্লির যন্ত্রাংশও বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে নিরুপায় হয়ে সাধারণ মানুষ আগের মতো কাঠ সংগ্রহ করে পরিজনদের সৎকার করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য পুর দপ্তর যদি চুল্লির বিদ্যুৎ বিল মেটানোর দায়িত্ব নেয়, তবে সমস্যা মিটবে বলে জানিয়েছেন পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল।

সমস্যা এখানেই শেষ নয়। শ্মশানঘাটের যে বিশাল পুকুরটি রয়েছে, তা দীর্ঘ কয়েক দশক পরেও সংস্কার হয়নি। সতীপুকুর শ্মশানঘাট কমিটির দাবি, পুকুরটির ৯০ শতাংশের নথি ব্যক্তিগত মালিকানার। আবার পুরসভার দাবি, পুকুরটির ৫০ শতাংশ ব্যক্তিগত মালিকানায় রয়েছে। জমির রেজিস্ট্রি নিতে মোটা টাকার প্রয়োজন। ফলে বিষয়টি থমকে রয়েছে।

শ্মশানের কেয়ারটেকার কিরণ বিশ্বাসের বক্তব্য, 'প্রায় তিন বছর হতে চলল বৈদ্যুতিক চুল্লি বিকল হয়ে রয়েছে। সঙ্গে বিদ্যুতের বিলও বাকি। পুরসভাই এ বিষয়ে ভালো বলতে পারবে।' বছরসাতেক আগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর বৈদ্যুতিক চুল্লির পরিকাঠামো গড়ে তোলে।

সৎকারে সমস্যা
- ■ ৫ কোটি ১৭ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা ব্যয়ে চুল্লিটি তৈরি হয়
- ■ প্রায় তিন বছর ধরে বৈদ্যুতিক চুল্লিটি বিকল
- ■ ৮ লক্ষ টাকার কাছাকাছি বিদ্যুতের বিল বকেয়া

সেসময় খরচ হয়েছিল ৫ কোটি ১৭ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা।

বর্তমানে দুটি কাঠের চুল্লি রয়েছে। ফলে সৎকারের জন্য কাঠের জোগাড় করতে হচ্ছে ও অতিরিক্ত সময় নষ্ট হচ্ছে। সঙ্গে বেড়েছে খরচের পরিমাণ। বৈদ্যুতিক চুল্লিতে সৎকারের জন্য মৃতদেহ প্রতি দুই হাজার টাকা নেওয়া শুরু হয়েছিল। বর্ষায় কাঠে মৃতদেহ সৎকারের জন্য রাতবিরেতে সাধারণ মানুষকে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়। চলতি সপ্তাহেই প্রতিবেশীকে সৎকারের জন্য শ্মশানে গিয়েছিলেন শহরের বাসিন্দা অমিত সাহা। অমিতের অভিজ্ঞতা, 'চুল্লি নিয়ে আমাদের হতাশাই বেড়েছে। আদৌ বৈদ্যুতিক চুল্লি সচল হবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।'

শ্মশান কমিটির সভাপতি তথা অবসরপ্রাপ্ত হাইস্কুল শিক্ষক বাণীপ্রসাদ নাগের প্রতিক্রিয়া, 'পরিস্থিতি যে জটিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বর্তমানে কাঠের চুল্লিই ভরসা। পুকুরের নথি সংক্রান্ত জটিলতা নিয়েও আমরা চিন্তিত। জানি না কী হবে।'

পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'চুল্লি সচল রাখতে হলে প্রচুর বিদ্যুৎ খরচ হবে। তাছাড়া চুল্লির যন্ত্রাংশ বিকল হয়ে যাওয়াতেও সমস্যা রয়েছে। রাজ্য পুর দপ্তর যদি চুল্লির বিদ্যুৎ বিল মেটানোর দায়িত্ব নেয়, তবে সমস্যা মিটবে। এই মর্মে আমরা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।' পুকুর নিয়ে কানাইয়ার সংযোজন, 'সতীপুকুরের ৫০ শতাংশ ব্যক্তিগত মালিকানার। জমির মালিকদের সঙ্গে কথা চলছে। জমিটি নিতেও মোটা টাকার প্রয়োজন।'

রেভ পার্টিতে বেসামাল কিশোরী

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৩ মে : বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে যোগ দিতে গিয়েছিল আলিপুরদুয়ার শহরের নাবালিকা। সেখানে জমজমাট নেশার আসরে যোগ দেওয়ার পর আর বাড়ি ফেরার মতো অবস্থায় ছিল না সে। এদিকে, উদ্বিগ্ন বাবা-মা, মেয়ের কোনও খোঁজ না পেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়। পুলিশই পরে সেই নাবালিকাকে উদ্ধার করে পাশের জেলা কোচবিহারের জেলা সদর থেকে। কোচবিহার স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় সেই মেয়েটি রাস্তার ধারে পড়ে ছিল।

পুলিশ সূত্রে খবর, সেই কিশোরী শহরের একটি নামী স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। তবে কেবল সেই মেয়েটিই নয়, কোচবিহারের সেই জন্মদিনের পার্টিতে যোগ দিতে আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন বীরপাড়া থেকেও জনা তিনেক মেয়ে গিয়েছিল। পার্টিতে নাকি ছিল কোচবিহার জেলার পুণ্ডিবাড়ির কয়েকজন মেয়েও। তারা সবাই সেই পার্টির আমন্ত্রণকর্তার সরাসরি বন্ধু কি না, সেটা কি আদৌ জন্মদিনের পার্টি ছিল, নাকি কোনও রেভ পার্টির (মাদক সেবনের জন্য জমায়েত) আয়োজন করা হয়েছিল, এসব প্রশ্ন উঠে আসছে। এ ঘটনায় পুণ্ডিবাড়ির এক ২৭ বছরের তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে তদন্তের স্বার্থে তার নাম প্রকাশ করতে চায়নি।

গত ১১ তারিখ সকালে বাড়িতে কাউকে কিছু না জানিয়েই একাদশ শ্রেণির সেই নাবালিকা কোচবিহার চলে যায়। মেয়ের বাড়ির লোকজন বিকাল নাগাদ থানায় অভিযোগ জানায়। সেই রাতেই অবশ্য তার খোঁজ মেলে কোচবিহারে। মধ্যরাতে তাকে উদ্ধার করা হয়। মঙ্গলবার সেই নাবালিকাকে সিডব্লিউসি'র হাতে তুলে দেওয়া হয়। মেডিকেল পরীক্ষা ও কাউন্সেলিংয়ের পর স্কুল ছাত্রীর মাদকাসক্ত হওয়ার অভিযোগ সামনে আসে।

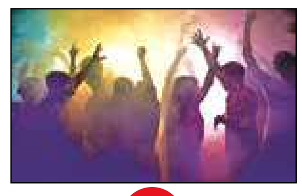

"আমার মেয়ে অনেক সময় টিউশনি বা সহপাঠীর জন্মদিনের পার্টিতে অংশ নেওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সেসব জায়গায় গিয়ে কী করছে, মাদক সেবন করছে কি না, কিছুই তো আমরা জানি না।"
অভিভাবক

সিডব্লিউসির চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'একজন নাবালিকাকে কাউন্সেলিংয়ের পর হোমে পাঠানো হয়েছে। মাদক সেবনের বিষয়ে খোঁজখবর চলছে।' তবে তার সঙ্গে থাকা বাকি নাবালিকাদের কী হয়েছে, তা জানা যায়নি। সিডব্লিউসি'র কাছেও বিষয়টি স্পষ্ট নয়।

স্কুল ছাত্রীদের মাদকাসক্ত হয়ে পড়ার মতো ঘটনা সামনে আসতেই চক্ষু চড়কগাছ সকলের। জন্মদিনের পার্টিতে এভাবে মাদকের আয়োজন কী করে হল, সেটাও সকলের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাদক কেনার টাকাই বা তারা কোথা থেকে পেল, সে প্রশ্নের জবাব মিলছে না। কারও বাড়ির অভিভাবকই আগেভাগে কিছু টের পেলেন না কেন, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পড়ুয়াদের হাতে হাতে মাদক পৌঁছে গেলে তারা পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন অভিভাবকরা। সেইসঙ্গে কুকর্মেও হাত পাকাতে পারে বলে উদ্বেগ বাড়ছে।

এতদিন পর্যন্ত ছেলেদের মধ্যে মাদক ব্যবহারের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে অভিযোগ উঠত। এখন ক্রমশ ছাত্রীদের মধ্যেও অনেকে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে বলে অভিযোগ। ফলে নাবালিকাদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। আলিপুরদুয়ার শহরের এক অভিভাবক বলেন, 'আমার মেয়ে অনেক সময় টিউশনি বা সহপাঠীর জন্মদিনের পার্টিতে অংশ নেওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সেসব জায়গায় গিয়ে কী করছে, মাদক সেবন করছে কি না, কিছুই তো আমরা জানি না।'

বাড়ির আশপাশে বা চেনা জায়গায় মাদক সেবন করলে সহজেই ধরা পড়তে হতে পারে। এছাড়া চক্ষুলজ্জার একটা ব্যাপারও থাকে। তাই নাবালক-নাবালিকাদের অনেকেই মাদক সেবনের জন্য নিজের এলাকার বাইরে পাড়ি দিচ্ছে বলে মনে করছে পুলিশ। বিশেষ কোনও চক্র এই কাজের সঙ্গে যুক্ত কি না, তা স্পষ্ট নয়।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা হতেই স্কুলমুখী খুদে পড়ুয়ারা। মঙ্গলবার শ্রীনগরে। -এএফপি

পেনশন ফাইলে সই

প্রথম পাতার পর

ফাইল তৈরির সময় যেই জায়গাটি ফাঁকা রাখা ছিল। আমাকে ক্রমাগত চাপ দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু আমি মাথা নত করিনি।' জয়ন্তর দাবি, 'যেহেতু সমিতির সেক্রেটারি সহ অন্য সদস্যরা পেনশন ফাইলে সই করে ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছেন, সেই কারণে আমিও স্বাক্ষর করেছি। কিন্তু এক শ্রেণির অধ্যাপকদের চাপ সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে ধিক্কার জানাই।'

পেনশনপ্রাপকদের অবসরকালীন সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে ২০২৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বরের আগে কোনও স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) ছিল না। নতুন এসওপি অনুযায়ী অবসরগ্রহণের এক বছর আগে থেকে পেনশন প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। অভিজিৎ মজুমদার বলেন, 'পেনশন প্রক্রিয়ায় দেরি হয়ে যাওয়ায় অবসরগ্রহণের ছয় মাস পর গিয়ে অবসরের সুবিধা পাব। এই সুবিধা আমাদের অধিকার। কারও দয়ার দান নয়। পরিচালন সমিতি এসওপি দেখেছিলেন কি না জানি না।' তাঁর সংযোজন, 'গোটা বিষয়টি অধ্যক্ষকে জানানোর পর তিনি সেটি টিচার্স কাউন্সিলের সামনে তুলে ধরেন। সমস্ত কাগজ পাওয়া গিয়েছে। বর্তমান পরিচালন সমিতির দায়িত্ব সব কাগজ খতিয়ে দেখে প্রক্রিয়ার জন্য পাঠানো। কিন্তু সভাপতির সই না হওয়ায় গোটা প্রক্রিয়া ছয় মাস পিছিয়ে গিয়েছে।'

ঝিনুক দাশগুপ্তের কথায়, 'অধ্যক্ষ সমস্যাটি সমাধান করেছেন। অনেকে হয়তো এসওপি জানেন না। সভাপতি হয়তো জানতেন না।'

এদিন টিচার্স কাউন্সিল দুপুর ১২টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত বৈঠক করে। বৈঠকের আগে সিদ্ধান্ত হয়েছিল সভাপতি পেনশন ফাইলে সই না করলে তাঁরা বৈঠক ছেড়ে উঠবেন না। বৈঠকে বসে অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ মোবাইলে সভাপতির সঙ্গে কথা বলেন। অধ্যক্ষ বলেন, 'টেকনিকাল সমস্যার জন্য প্রক্রিয়াটি আটকে ছিল। পরিচালন সমিতির সভাপতির বিষয়ে কিছু বলব না।'

যদিও পরিচালন সমিতির সই করার বিষয়টি টিচার্স কাউন্সিল জয় হিসাবে দেখছে। কাউন্সিলের সেক্রেটারি দর্পন বর্মন বলেন, 'পরিচালন সমিতির সভাপতি দুই অধ্যাপকের ফাইলে সই করেছেন। এটা আমাদের প্রাথমিক জয়। পরিচালন সমিতির বৈঠকে ছুটির বিষয়টি পাশ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরও কেন সভাপতি সই করছিলেন না, তা জানি না।'

উত্তরেও আগাম বর্ষার সম্ভাবনা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : রাতের বৃষ্টির আমেজ থাকছে সকাল পর্যন্ত। তারপরই চড়া রোদ। কিন্তু দুপুর হতেই আকাশে আবার মেঘের আনাগোনা। ফলে তাপমাত্রা খানিকটা থাকছে নিয়ন্ত্রণে। অনেকটা কালবৈশাখী উত্তর প্রাক বর্ষার পরিস্থিতি। তাহলে কি এবার হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে আগাম প্রবেশ ঘটছে বর্ষার? ৯ দিন এগিয়ে আন্দামান ও নিকোবরে মঙ্গলবার দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবেশ করায়, এই সম্ভাবনা আরও জোরালো। ১ জুনের পরিবর্তে ২৭ মে কেরলে বর্ষা শুরু হওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। ফলে বর্ষার জন্য উত্তরবঙ্গকে যে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না, তা পরিষ্কার। তবে এখনই সুদিন ফিরছে না গৌড়বঙ্গে। মূলত মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরের দহনজ্বালায় আরও কিছুদিন জ্বলতে হবে।

তীব্র গতির হাওয়া আছড়ে পড়ছে কোথাও, কোথাও আবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। যেমন মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় নাগরাকাটায় ১২২, ঘাটিয়া চা বাগানে ১১৯, ইনডং চা বাগান এলাকায় ১১৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এই সময় এমন বৃষ্টি ভাবা যায়! শুধু এই তিনটি জায়গায় নয়, গত কয়েকদিন ধরেই বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস যা, তাতে এমন পরিস্থিতি থাকবে আরও কয়েকদিন।

এমন পরিস্থিতি সাধারণত দেখা যায় প্রাক বর্ষার সময়। কিন্তু এবছর এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে মাসের প্রথম সপ্তাহেই। তাছাড়া, যেভাবে দক্ষিণ দিক থেকে তীব্র গতি এবং শক্তিশালী হাওয়া বইছে, আউটগোয়িং লংওয়েভ রেডিয়েশনের অবস্থান রয়েছে, তাতে নিশ্চিত হওয়া যায়, বর্ষা বা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রকৃতিতে যে শর্তগুলি পূরণ আবশ্যিক, তা ঠিকঠাক হচ্ছে। অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে এবার বর্ষার আগমন ঘটছে আগাম। তবে শর্ত পূরণের বিষয়টি কিছুটা মেনে নিলেও আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'কিছুটা এগিয়ে চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে কেরলে বর্ষার প্রবেশের সম্ভাবনা থাকলেও, উত্তরবঙ্গে কবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রবেশ ঘটবে, তা এখনই নির্দিষ্ট করে বলার সময় আসেনি। তার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।' উল্লেখ্য, দু'দিন এগিয়ে গত বছর কেরলে বর্ষা প্রবেশ করেছিল ৩০ মে এবং উত্তরবঙ্গে ১০ জুনের পরিবর্তে ২ জুন। তবে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে যেহেতু মালদা সহ গৌড়বঙ্গে বর্ষার প্রবেশ ঘটে, ফলে চলতি মাসেই সেখানে বর্ষার বৃষ্টি পাওয়া যাবে, এমনও সেই সম্ভাবনার কথা বলার সময় আসেনি। তাছাড়া, কোনও বছর বঙ্গোপসাগর থেকে, আবার কোনও বছর আরব সাগর থেকে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার প্রবেশ ঘটে। এবছর ছবিটা এখনও স্পষ্ট নয়।

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে
- ■ ৯ দিন এগিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রবেশ আন্দামানে
- ■ ১ জুনের পরিবর্তে ২৭ মে কেরলে বর্ষার প্রবেশ ঘটতে পারে
- ■ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রবেশের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি উত্তরবঙ্গে
- ■ ১০ জুনের পরিবর্তে উত্তরে চলতি মাসেই বর্ষার বৃষ্টির সম্ভাবনা

এদিকে, উত্তরবঙ্গে এমন বৃষ্টি পরিস্থিতি আরও কয়েকদিন চলবে বলে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস। আগামী শুক্রবার পর্যন্ত দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আকাশের মতিগতিতে বৃষ্টির এমন সময়সীমা বৃদ্ধির সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। এই বৃষ্টির মাঝেই হয়তো প্রবেশ ঘটে যাবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর।

ফের ধস, বন্ধ লাচেনের পথ

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : ফের ধস নেমে বন্ধ লাচেনের রাস্তা। প্রবল বর্ষণের জেরে চুংথাং এবং মুন্সিথাংয়ের মাঝে একাধিক জায়গায় মঙ্গলবার রাতে ধস নামে। বন্ধ হয়ে যায় এই পথে যান চলাচল। তবে এবার আর লাচেনে আটকে পড়তে হয়নি পর্যটকদের। লাচুংয়ের রাস্তা খোলা থাকায়, যাঁদের এদিন ফেরার কথা ছিল, তাঁদের লাচুং হয়ে গ্যাংটকে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে যেভাবে বৃষ্টি চলছে, তাতে লাচুংয়ের রাস্তাতেও ধস নামার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে ধসের জেরে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় লাচেন ও লাচুংয়ে আটকে পড়েছিলেন প্রায় দেড় হাজার পর্যটক।

পরিত্যক্ত প্ল্যান্ট

প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি অন্য বাসিন্দাদেরও গোরু পালনে উৎসাহিত করা হবে। এভাবেই খড়িবাড়ি, নকশালবাড়ি, মাটিগাড়ার পাশাপাশি পাহাড়েও গ্রামের মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছিল। যার ফলে সমতলের পাশাপাশি পাহাড়েও হাজার হাজার মানুষ গোপালনে উৎসাহিত হন এবং দুধের জোগান দিতে শুরু করেন। প্রয়োজন বুঝে সরকারি খরচে একে একে ঘুম, সুখিয়াপোখরি, রংলি রংলিয়ট, বিজনবাড়ি, কালিম্পং এবং লাভায় চিলিং প্ল্যান্ট বসানো হয়। তারপর পরিকাঠামোর থেকে শুরু করে কর্মী নিয়োগ, কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা সমস্তটাই হয়েছিল।

প্রথমদিকে পাহাড়ের গোপালকরা এই চিলিং প্ল্যান্টে এসে দুধ বিক্রি করতেন। সেখানে দুধ ঠান্ডা করে ট্যাংকারে ভরে মাটিগাড়ার কারখানায় পাঠানো হত। সেখানে প্রক্রিয়াকরণের পর প্যাকেটবন্দি হয়ে সেই দুধ বিক্রির জন্য সমতল এবং পাহাড়ের বাজারে যেত। মাটিগাড়া থেকে দার্জিলিংয়ে দুধ পৌঁছাতে সময় অপচয় হওয়ায় পরবর্তীকালে ঘুম, বিজনবাড়ি এবং লাভায় প্যাকেটিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সমতলের পাশাপাশি পাহাড়েও একচেটিয়া বাজার ধরেছিল হিমুল। এই প্রকল্পে শুধুমাত্র পাহাড়েই ২০-২২ হাজার গোপালককে নিয়ে হাজারের বেশি সমবায় তৈরি হয়। যার মাধ্যমে দৈনিক গড়ে ২০ হাজার লিটার দুধ পেত হিমুল। কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে ২০০৯-২০১০ সাল থেকে একে একে চিলিং প্ল্যান্টগুলি বন্ধ হয়ে যায়। পরে হিমুল প্রকল্পটাই রাজ্য সরকার তুলে দেয়।

দার্জিলিংয়ের ঘুমে থাকা চিলিং প্ল্যান্টে গিয়ে দেখা গেল, ভগ্নদশায় একটি ভবন দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভিতরে প্রকল্পের সব সরঞ্জামই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কোথায় পরীক্ষাগার, কোথায় দুধ জমা নেওয়া হত, কোথায় কর্মীরা থাকতেন, তা ঘুরিয়ে দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দা বন্দনা তামাং, রেশমি ছেত্রীরা। রেশমির কথায়, 'একটা সময় হিমুল আমাদের নতুন করে বাঁচার আশা জাগিয়েছিল। বাড়িতে গোরু পালন করে দুধ বিক্রি করে ভালোভাবে সংসার চালাতাম। কিন্তু হঠাৎই সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল। আমরাও গোরুগুলি জলের দরে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হলাম।' তবে এখনও বিজনবাড়িতে কয়েকশো পরিবারে গোরু পালন করা হয়। সেই দুধ কিনে নিয়ে যাচ্ছে সিকিম ডেয়ারি।

ঘনাদার সঙ্গে

প্রথম পাতার পর

ভাগিস বললেন না। কারণ ওরকম কিছুই হয়নি। আমাদের নৌসেনা থেকে তেমন কিছু জানানোও হয়নি। অন্য চ্যানেলগুলো আবার কয়েক কাঠি সরেস। তারা কেউ করাচি দখলের কাহিনী শুনিয়েছে, কেউ আবার পাকিস্তানের অর্ধেক ধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করেছে। করাচির বন্দর বলে যে ছবি দেখিয়েছে তা গত ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ার ছবি। চ্যানেল-কাগজে কেউ বলেছে পাকিস্তানের ৫টা শহর ভারতের কবজায়, কারও খবরে ৩১টা শহর। লাহোর থেকে ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিন্ডি সব ভারতের হাতে। কেউ বলল পাক প্রধানমন্ত্রী শরিফ দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন, কেউ সেনাপ্রধান মুনিরকে সরিয়ে নতুন কাউকে বসানো হয়েছে বলে খবর দেখিয়েছে।

সবাইকে ছাপিয়ে এক চ্যানেল বারমেরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা বলে আর্মা ৩ নামে ভিডিও গেম চালিয়ে দিয়েছে। শিয়ালকোটে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা বলে যা দেখিয়েছেন তা আসলে মুম্বইয়ের ধারাভিতে সিলিন্ডারবোঝাই গাড়িতে বিস্ফোরণ। কোথাও বা প্যালেস্তাইনের ছবি। কোথাও বেইরুটের। কেউ আবার অন্য কোনও ভিডিওর জলছাপ বা ওয়াটার মার্কসুদ্ধ ফিড দেখিয়েছে। তবে সবথেকে বিপজ্জনক ছিল অমৃতসরে স্বর্ণমন্দিরে হামলার খবর। তা আসলে এক জঙ্গলে আগুনের পুরোনো ছবি। অবস্থা এমনই দাঁড়ায় যে কেন্দ্রীয় সরকারকে রীতিমতো নোটিশ জারি করে বলতে হয়, অসমর্থিত যাচাই না করা খবর দেখানো বন্ধ করতে হবে। লাইভ কভারেজ চলবে না। পিআইবির সরকারি তথ্য যাচাই পোর্টাল দেখে খবর দেখাতে হবে। আগেও বারণ করা হয়েছিল। কেউ শোনেনি। টিআরপির দমবন্ধ যুদ্ধে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ পিছিয়ে পড়েছে।

কথা হল, এই লড়াইয়ে টিভি মিডিয়া কি নিজেরাই নিজেদের বেআব্রু করে দিচ্ছে না? সংবাদমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা শূন্যে ঠেকলে এই পেশা তার মর্যাদা হারাবে। অথচ সাংবাদিকতায় সেটাই প্রথম শর্ত। নইলে কী লিখছেন, কী দেখাচ্ছেন তার কানাকড়ি দাম থাকবে না।

শশীর মুখে কেন্দ্রের ব্যাখ্যা

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতির 'কান্ডারি' নাকি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন দাবি করেছেন খোদ ট্রাম্পই। আর আগ বাড়িয়ে কংগ্রেসের সাংসদ শশী থারুর ট্রাম্পের সেই দাবি নাকচ করতে গিয়ে দলের ভেতরে-বাইরে সমালোচনার মুখে পড়েছেন। নিজে থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ নিয়ে মন্তব্য করেছেন শশী। আর তারপর থেকেই তাঁর গায়ে লেগে গিয়েছে 'বিজেপি সরকারের প্রধান মুখপাত্র' ধরনের তকমা।

শুরু হয়েছিল পহেলগাম জঙ্গি হামলা দিয়ে। তারপর গত মঙ্গলবার রাতে অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে জবাব দেয় ভারত। দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়। উত্তেজনা বাড়ে। গত শনিবার ট্রাম্প দাবি করেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির সময় নাকি আমেরিকা মধ্যস্থতার ভূমিকা নিয়েছিল। ট্রাম্পের সেই দাবি প্রসঙ্গেই সম্প্রতি করণ থাপারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছেন শশী।

কী বলেছেন তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ? থারুর স্পষ্টভাবে ট্রাম্পের মধ্যস্থতার দাবিকে নাকচ করে দিয়েছেন। বলেছেন, 'যদি ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর মার্কিনিদের ফোন করে বলতেন, এই বিষয়ে আমাদের সহায়তা করুন, ওদের কাছে এই বার্তাগুলি পৌঁছে দিন। তাহলে মধ্যস্থতার কথা উঠত।' এরপর তিনি বলেন, 'আমি নিশ্চিত, ভারত এমনটা করেনি। যদি করেও থাকে, আমি বিস্মিত হব।'

কিন্তু শশী তো বিরোধী দলের নেতা। তাহলে এই ব্যাপারটা নিয়ে তিনি নিশ্চিত হলেন কীভাবে? সাক্ষাৎকারে করণ থাপার তাঁকে ঠিক এই প্রশ্নটাই করেছিলেন। জবাবে থারুর বলেন, 'আমি এটা বলছি আমার বহু বছরের কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে আর ভারতীয় বিদেশনীতি যেভাবে চলে তা সম্পর্কে আমার জ্ঞানের ভিত্তিতে। জয়শংকর একজন প্রাক্তন পেশাদার কূটনীতিক এবং তাঁর কাজের ধরন জানি বলেই আমি একথা বলছি। আমার মতামত গোপন কোনও তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নয়।' কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি, সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্ত ভারত ও পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস (ডিজিএমও)-দের মধ্যে যোগাযোগের ভিত্তিতে

নেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের ডিজিএমও-ই প্রথম ভারতের প্রতি সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব পাঠান। এমনটাই জানিয়েছে ভারত। সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে থারুর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, ট্রাম্পের মন্তব্য ভারতের পক্ষে একাধিক দিক থেকে হতাশাজনক।

একদিকে যখন থারুর কেন্দ্রের পক্ষে কথা বলছেন, তখনই কংগ্রেস তো সরকারের সমালোচনাই করছে। কংগ্রেসের নেতা পবন খেরা বলেন, 'প্রথমে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মুখে আমরা সংঘর্ষ বিরতির কথা শুনলাম, তারপর মোদির ভাষণ এল। এটা প্রতিটি ভারতীয়ের কাছে অস্বস্তিকর।'

জাতীয় সড়কে মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ১৩ মে : মঙ্গলবার সকালে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে রামপুর আবগারি চেকপোস্টে চার চাকার একটি গাড়ি থেকে প্রায় ৯৩ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়।

ঘটনায় জড়িত ললিত সরকার ও মহম্মদ ফিরোজ নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই মদ উত্তরবঙ্গ থেকে বিহারের পূর্ণিয়ায় পাচার করা হচ্ছিল বলে জেরায় ধৃতরা জানিয়েছে। আদালতের নির্দেশে ধৃতদের ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত চলছে।

মোদির মুখে

প্রথম পাতার পর

ভারত পাকিস্তানে ঢুকে ১০০-র বেশি জঙ্গিকে মেরে এসেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারতের দিকে কুনজর দিলে একটাই শাস্তি, মৃত্যু। আমাদের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী ওদের উচিত শিক্ষা দিয়েছে। পাকিস্তান ষড়যন্ত্র করেছে। আপনারা সেই ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিয়েছেন। আমাদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটিগুলিতে পাক হামলা বিফল হয়েছে।'

মোদির মুখে স্পষ্ট বার্তা, 'ভারতের লক্ষ্মণরেখা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এবার থেকে কোনও জঙ্গি হামলা হলে আমরা আমাদের শর্ত ও সময়মতো জবাব দেব।' এস-৪০০-র মতো আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অভূতপূর্ব কাজ করেছে বলে তিনি জানান।

পাক সেনা

প্রথম পাতার পর

কিন্তু পাক সেনার ওই সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়, ভারতীয় সেনার হামলায় ৪০ জন সাধারণ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। এছাড়া ১২১ জনের আহত হওয়ার খতিয়ানও পেশ করেছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল শরিফ। এই পরিসংখ্যানগুলি শুধু ৬-৭ মে'র সংঘর্ষের। অথচ ভারত-পাক সংঘাত চলেছিল শনিবার অর্থাৎ চলতি মাসের ১০ তারিখ বিকাল ৫টা পর্যন্ত। শেষের ৩ দিনের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে এখনও নীরব পাকসেনা।

উলটে ভারতের হামলাকে 'বিনা প্ররোচনায়' বলে অভিযোগ করেন পাকসেনার ওই মুখপাত্র। তিনি হামলাকে 'নিন্দনীয়' বলেও মন্তব্য করেন। সোমবার জাতির উদ্দেশে ভাষণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পরিষ্কার ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর দেশ তৈরি আছে। আবার জঙ্গি হামলা বা পাকিস্তান আক্রমণ করলে কড়া ভাষায় সমুচিত জবাব দেওয়া হবে। কার্যত সেই বক্তব্যের পালটা দিয়েছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল শরিফ।

তাঁর কথায়, 'কোনও ধোঁয়াশা থাকা উচিত নয়। পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব বা অখণ্ডতাকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টার কড়া জবাব দেওয়া হবে।' পাক বিদেশমন্ত্রক একইদিনে মোদির ভাষণকে 'উসকানিমূলক' বলে মন্তব্য করে প্রত্যাখ্যান করেছে। মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশিত দীর্ঘ বিবৃতিতে মোদির বক্তব্যকে রাজনৈতিক অভিসন্ধি, আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনের প্রতি সরাসরি অবজ্ঞা ও ভুল তথ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রকের বক্তব্য, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় ও উত্তেজনা প্রশমনে সংঘর্ষ বিরতির পদক্ষেপ করা হয়েছে। শান্তির লক্ষ্যে পাকিস্তানের এই পদক্ষেপকে দুর্বলতা ভাবলে ভারত ভুল করবে বলেও প্রচ্ছন্ন হুমকি দেওয়া আছে ওই বিবৃতিতে। বিদেশমন্ত্রকের কথায়, 'আমরা আশা করি, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও নাগরিক কল্যাণকে ভারত গুরুত্ব দেবে।'

ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী আগেই অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন দেশের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য প্রকাশ করেছে। ওই তথ্য অনুযায়ী ৫ ভারতীয় জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া সীমান্ত পেরিয়ে আসা পাকিস্তানি গোলার আঘাতে নিহত হয়েছেন ২২ জন সাধারণ নাগরিক। পাকিস্তান অবশ্য বারবার ৪০-৫০ জন ভারতীয় সেনার মৃত্যু দাবি করছিল। সেই তথ্যকে পাক অপপ্রচার জানিয়ে ভারতীয় সেনা অবশ্য জানিয়েছে, পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডের ৯টি জায়গায় হামলায় একশোরও বেশি জঙ্গিকে হত্যা করা হয়েছে।

চাই মোবাইল, চলো দিল্লি

প্রথম পাতার পর

এলাকায় আলাদা আলাদা স্কুলে পড়লেও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে।

সোমবার বিকেলের পর থেকেই ওই কিশোরদের কোনও হদিস না পেয়ে চারদিকে খোঁজখবর শুরু করেন পাড়াপ্রতিবেশী ও অভিভাবকরা। ছেলেদের হদিস না পেয়ে সেই রাতেই অভিভাবকরা এনজেপি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। এনজেপি থানার পাশাপাশি রেল পুলিশের সাহায্যে তদন্ত শুরু হয়। যদিও নাবালকদের অভিযোগ মানতে চাননি অভিভাবকরা। এক কিশোরের ঠাকুরদা বলেন, 'সোমবার দুপুরে নাতি আমায় বলে সে সাহুডাঙ্গির প্যাগালপাড়ায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাবে। সেই কারণে আমার থেকে সে ৩০ টাকা চেয়ে নেয়।'

আরেক অভিভাবকের বক্তব্য, 'দুষ্টুমি করলে তো সব পরিবারেই শাসন করা হয়। জানি না ওরা এমন সব অভিযোগ কেন করছে। হয়তো নিজেরা দোষ করে ফেলেছে বুঝতে পেরে এখন এমন মিথ্যে গল্পের আশ্রয় নিচ্ছে।' একইভাবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অন্য দুই নাবালকের বাড়ির লোকেরাও।

বন্ধ ঘরে বাবা-মেয়ের দেহ

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১৩ মে : বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হল বাবা ও সাত মাসের কন্যাসন্তানের দেহ। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ময়নাগুড়ি ব্লকের সিঙ্গিমারির বুড়িরবাড়ি এলাকায়। ওই ঘর থেকেই উদ্ধার হয়েছে কীটনাশক। স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান, সন্তানকে কীটনাশক খাইয়ে ঘরের মধ্যেই ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন বাবা। তবে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পরই গোটা বিষয়টি পরিষ্কার হবে বলে পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছে।

ময়নাগুড়ি ব্লকের সিঙ্গিমারির বুড়িরবাড়ি এলাকার বাসিন্দা দীপক রায়ের (৩৪) বছর দুয়েক আগে বিয়ে হয় ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা দীপা রায়ের সঙ্গে। মাস সাতেক আগে দীপা এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। ওই সন্তান জন্ম থেকেই বিশেষভাবে সক্ষম। তাকে নিয়ে ওই দম্পতির মানসিক অশান্তিও ছিল। প্রথম অবস্থায় দীপা তাঁর স্বামীর সঙ্গে সন্তানকে নিয়ে থাকলেও মাসখানেকের মাথায় রামশাইয়ে তাঁর বাপের বাড়িতে চলে যান সন্তানকে নিয়ে। মাস চারেক আগে বাপেরবাড়িতেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন দীপা।

তারপর শিশুকন্যাকে বাড়িতে নিয়ে আসেন দীপক। তবে পেশায় বেসরকারি সংস্থার কর্মী দীপক নিজের কাজের জন্য বাড়ি ও সন্তানের প্রতি তেমন যত্ন নিতে পারতেন না। ফলে ওই ছোট্ট কন্যাসন্তানের দায়িত্বভার এসে পড়ে দীপকের বাবা সনাতন রায় ও মা গীতা রায়ের ওপর। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে গীতা রায়ও অসুস্থ। ফলে শিশুটির দেখভাল নিয়ে সংসারে সমস্যা দেখা দেয়।

শোকে কাতর মৃতের পরিবার।

দিনকয়েক আগে দীপক বাড়ি ফেরেন। রবিবার রাতে দীপক পাশেই নিজের বোনের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া সেরে এসে নিজের ঘরে মেয়ের পাশে ঘুমিয়ে পড়েন। মঙ্গলবার সকাল এগারোটা বেজে গেলেও তারা ঘুম থেকে না ওঠায় বাড়ির লোকের সন্দেহ হয়। তাঁরা দরজা ধাক্কা দিতে শুরু করেন। দীপকের বাবা সনাতন জানান, 'দরজা ধাক্কা দেওয়ার পরেও দীপক সাড়া না দেওয়ায় পাশের আত্মীয়দের ডাকি। তাঁরা এসে বাড়ির দরজা ভাঙলে দেখতে পাই, গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলে রয়েছে দীপক। পাশেই তার মেয়ের অসাড় দেহ পড়ে রয়েছে। তার পাশেই পড়ে রয়েছে কীটনাশকের বোতল।'

পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'দীপকের স্ত্রী কয়েকমাস আগে আত্মহত্যা করেছিলেন। তাঁদের সন্তানকে নিয়ে সমস্যা চলছিল। তবে তদন্ত চলছে।'

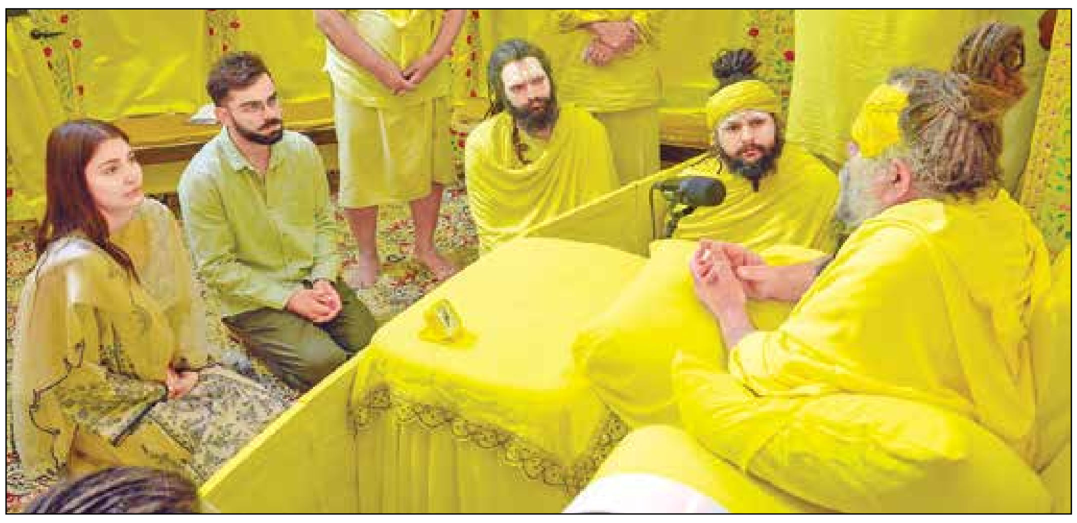

স্ত্রী অনুষ্কা শর্মাকে নিয়ে প্রেমানন্দ গোবিন্দ শরণ মহারাজের আশ্রমে বিরাট কোহলি। বৃন্দাবনে মঙ্গলবার।

৭ মে অবসর নিতে চেয়েছিলেন বিরাট

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : আগের মতো আর থাকবে না ভারতীয় দলের সাজঘরের পরিবেশ। বিরাট কোহলির বিদায়ে তা বদলে যাবে। প্রিয় কোহলিকে নিয়ে বলছিলেন মহম্মদ সিরাজ। গতকালের পর বিরাটকে ঘিরে যে আবেগের চোরাস্রোত। আজও তা জারি।

বিদেশি স্টিভেন স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নাররাও বাদ নেই। স্মিথের কথায়, কঠিন সময়ে যখন কেউ তাঁর পাশে ছিল না, তখন তাঁর হয়ে সওয়াল করেছিলেন বিরাট। কোহলির টেস্ট অবসরে সেই কথাগুলি ভীষণভাবে মনে পড়ছে। ওয়ার্নারের মতে, যথার্থ অর্থেই কিংবদন্তি, সুপার হিরো। আরও ১-২ বছর অনায়াসে ভালোবাসার টেস্ট ফরম্যাটে বিরাট খেলে দিতে পারত, মনে করেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন, অনিল কুম্বলেরা।

ক্রিকেট দুনিয়া যাঁকে নিয়ে তোলপাড়, সেই কোহলি যদিও অবসর ঘোষণার পরেই মানসিক শান্তির খোঁজে পা রেখেছেন ভারতের অন্যতম তীর্থভূমি বৃন্দাবনে। সস্ত্রীক, সপরিবারে। গত কয়েক বছরে বারবার ধর্মস্থানে ছুটে গিয়েছেন। কখনও কখনও কীর্তনের আসরেও দেখা গিয়েছে। টেস্ট অবসরের চমকের পর এদিন সোজা কৃষ্ণধাম বৃন্দাবনে। স্ত্রী অনুষ্কা, দুই সন্তানকে নিয়ে প্রেমানন্দ গোবিন্দ শরণ মহারাজের আশ্রমে যান বিরাট। প্রেমানন্দ মহারাজের উপদেশ শোনেন বিরাট-অনুষ্কা। সেইসময় অনুষ্কার চোখে জল দেখা যায়।

বিরাটের গায়ে ছিল সাদা রঙের জামা। মুখে মাস্ক। অনুষ্কাও মাস্ক পরে ছিলেন। মহারাজ বিরাটকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি খুশি কিনা। উত্তরে বিরাট বলেন, হ্যাঁ তিনি খুশি। চলতি বছরের গোড়াতেই অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে ফিরে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন বীরুষ্কা। টেস্ট অবসরের পর ফের আজ। সাদা গাড়ি

টেস্টকে বিদায় জানিয়েই বৃন্দাবনে কোহলি

করে বৃন্দাবন ঘুরেও বেড়ান দুইজনে।

দুইদিনের ছুটির পর ফের আইপিএলের দায়িত্ব। ১৭ তারিখ বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচ। যে ম্যাচে আরসিবি-র ফ্যান ক্লাবের তরফে প্রিয় বিরাটকে শ্রদ্ধা জানাতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ফ্যান ক্লাবটি বিরাটের টেস্ট অবসরকে সম্মান জানাতে কেকেআর-আরসিবি ম্যাচে সমর্থকরা সাদা পোশাক পরে মাঠে আসার জন্য আবেদন করেছেন।

এদিকে, বিরাটের হঠাৎ টেস্ট অবসর নিয়ে জল্পনাও রয়েছে। কারও কারও দাবি, শুধু গৌতম গম্ভীর নন, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞায় বিরক্ত ছিলেন ভারতীয় রানমেশিন। বোর্ডের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহ দেখাননি সেভাবে। সিদ্ধান্তের আগে প্রাক্তন হেডকোচ রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেন। দলের কয়েকজন সিনিয়ার সতীর্থের সঙ্গে যা ভাগ করে নেন।

প্রাথমিকভাবে ৭ মে রোহিত শর্মার সঙ্গেই অবসর ঘোষণা করবেন ভেবেছিলেন বিরাট। কিন্তু ওইদিনই পহলগামের পালটা হিসেবে পাকিস্তান আক্রমণ করে ভারতীয় সেনাবাহিনী। বিরাটকে অবসর ঘোষণা স্থগিত রাখার অনুরোধ করা হয় বোর্ডের তরফে।

বিরাটকে বুঝিয়ে ইংল্যান্ড সফরে পাঠানোর একটা তৎপরতা দেখা যায়। যদিও তা সফল হয়নি। ঠিক ছিল জয় শা বা রাজীব শুক্লারা বৈঠকে বসবেন বিরাটের সঙ্গে। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষজনিত পরিস্থিতিতে শেষপর্যন্ত তা নাকি হয়নি। বিরাটও আগ্রহ দেখাননি। বিরাট-সমর্থকদের ধারণা, বৈঠক হলে হয়তো ইংল্যান্ড সফরে অন্তত দেখা যেত তাঁদের প্রিয় নায়ককে।

শান্তির খোঁজে বিরুষ্কা

- মানসিক শান্তির খোঁজে স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা ও দুই সন্তানকে নিয়ে বিরাট কোহলি তীর্থভূমি বৃন্দাবনে পা রাখেন।
- যান প্রেমানন্দ গোবিন্দ শরণ মহারাজের আশ্রমে। মহারাজের উপদেশ শোনেন বিরাট-অনুষ্কা। তখন অনুষ্কার চোখে জল দেখা গিয়েছিল।
- মহারাজ বিরাটকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি খুশি কিনা। বিরাট বলেন, হ্যাঁ তিনি খুশি।

'আরও ১-২ বছর খেলতে পারত বিরাট'

গম্ভীর যুগের সূচনা হচ্ছে ইংল্যান্ডে : অশ্বীন

চেন্নাই, ১৩ মে : টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর রাহুল দ্রাবিড়ের বিদায়।

ভারতীয় দলের হেডকোচের দায়িত্বে গৌতম গম্ভীরের আগমন। মাঝে বেশ কয়েক মাস অতিক্রান্ত। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের হাতে টেস্টে হোয়াইটওয়াশ হতে হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয়ের হ্যাটট্রিকের স্বপ্ন ধূলিসাৎ।

হেডকোচ হিসেবে প্রথম পর্ব ভালো কাটেনি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয় অবশ্য সেই ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ। আসন্ন জুনের ইংল্যান্ড সফর নতুন পরীক্ষা হতে চলেছে। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার বিদায়ের পর শূন্যস্থান পূরণের সঙ্গে দলকে সাফল্য এনে দেওয়া। চ্যালেঞ্জ গম্ভীরের সামনে।

রবিচন্দ্রন অশ্বীন আবার মনে করেন, শুধু ভারতীয় দলে পালাবদল নয়, ভারতীয় ক্রিকেটও গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে। সৌজন্যে গৌতম গম্ভীর। রোহিত-বিরাটদের বিদায়ে দলের পূর্ণ রাশ হেডকোচের হাতে। আর বিলেত সফরেই যথার্থ অর্থেই শুরু হতে চলেছে গম্ভীর-রাজ।

নিজের ইউটিউব চ্যানেল 'অ্যাশ কি বাত'-এ অশ্বীন বলেছেন, 'ভারতীয় দলে গম্ভীর যুগ শুরু হতে চলেছে নিঃসন্দেহে। পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে ইংল্যান্ডে প্রায় নতুন একটা দল নিয়ে পা রাখবে গম্ভীর। বদলে যাওয়া যে ভারতীয় দলে সম্ভবত সবথেকে সিনিয়ার জসপ্রীত বুমরাহ।'

অশ্বীন একইসঙ্গে মনে করেন, নেতৃত্ব ভার পাওয়া উচিত জসসির। তবে ফিটনেসের বিষয়টিও পুরোপুরি উড়িয়ে

ভারতীয় দলে গম্ভীর যুগ শুরু হতে চলেছে নিঃসন্দেহে। পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে ইংল্যান্ডে প্রায় নতুন একটা দল নিয়ে পা রাখবে গম্ভীর। বদলে যাওয়া যে ভারতীয় দলে সম্ভবত সবথেকে সিনিয়ার জসপ্রীত বুমরাহ।

রবিচন্দ্রন অশ্বীন

দিচ্ছেন না। বলেছেন, 'নিশ্চিতভাবে বুমরাহ অধিনায়কত্বের দাবিদার। আমি বিশ্বাস করি দায়িত্বটা ওর প্রাপ্য। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বুমরাহর শারীরিক হালহকিকতের কথাও মাথায় রাখতে হবে নির্বাচকদের।'

কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের ভোটও বুমরাহর পক্ষে। বিশ্বজয়ী প্রাক্তন ওপেনার বলেছেন, 'টেস্ট ফরম্যাটে শুভমান গিলের জায়গা এখনও নিশ্চিত নয়। অধিনায়কত্বটা তাই বুমরাহকেই দেওয়া উচিত। ও যদি কোনও ম্যাচে ফিট না থাকে বা ওকে না পাওয়া যায়, তখন লোকেশ রাহুল, ঋষভ পন্থের মধ্যে একজন দায়িত্ব নেবে।'

বিরাটের পরিবর্ত হিসেবে চার নম্বরে নিজের পছন্দের কথাও জানিয়ে দিলেন। শ্রীকান্তের মতে, লোকেশ রাহুলের যা টেকনিক, ওই জায়গাতে সেরা বিকল্প হতে পারে কর্ণাটকের তারকা ব্যাটারই। ম্যানেজমেন্টের উচিত বারবার ব্যাটিং পজিশন না বদলে চার নম্বরে স্থায়ীভাবে লোকেশকে খেলানো।

অধিনায়ক বুমরাহর পক্ষে সওয়ালের পাশাপাশি কোহলির টেস্ট অবসরের যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না অশ্বীন। বলেছেন, 'ব্যাটার হোক বা অধিনায়ক, চিরকালীন যোদ্ধা। ওর এনার্জি একেবারে আলাদা। মাঝেমাঝে মনে হয়েছে জিজ্ঞাসা করি, সকালে কী খেয়েছো? আমার ধারণা এক-দুই বছর টেস্ট ক্রিকেট বাকি ছিল ওর মধ্যে। এই প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে আমার মনের ভিতর। হয়তো মানসিকভাবে প্রতি মুহূর্তে নিজের সেরাটা দিতে পারবে না বলেই এই সিদ্ধান্ত।'

'কোহলির উত্তরসূরি পেতে সময় লাগবে'

শুভমানকে চার নম্বরে চান না পূজারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মে : শুরুটা করেছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। পরবর্তী সময়ে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিও একই পথে হেঁটেছেন।

শেষ এক সপ্তাহের মধ্যে টেস্ট ক্রিকেট থেকে রোহিত-বিরাটের অবসর ভারতীয় ক্রিকেটে শূন্যতা তৈরি করেছে। এই শূন্যতা সহজে পূরণ হওয়ার নয়, এমনটাই মনে করছেন চেতেশ্বর পূজারা। তিনি নিজে এখনও ক্রিকেট থেকে অবসর নেননি। অথচ, তাঁরই সমসাময়িক কোহলি-রোহিতরা প্রাক্তনদের দলে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন। এমন একটা সময় রোহিত-বিরাটদের অবসরের সিদ্ধান্ত সামনে এসেছে, যখন টিম ইন্ডিয়ার সামনে কঠিন ইংল্যান্ড সফরের চ্যালেঞ্জ। বিলেতে পাঁচ টেস্টের সিরিজে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে কে ওপেন করবেন, চার নম্বরে কে ব্যাটিং করে দলকে ভরসা দেবেন, উত্তর খুঁজছে ভারতীয় ক্রিকেটমহল।

মঙ্গলবার দুপুরের দিকে সম্প্রচারকারী চ্যানেলের তরফে আয়োজন করা ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে জোড়া প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিতে পারেননি পূজারা। বহুদিন জাতীয় দলের বাইরে থাকা চেতেশ্বর অবশ্য দুইটি বিষয় স্পষ্ট করেছেন। এক, রোহিতের পর সম্ভাব্য ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল যেন ইংল্যান্ড সফরে তিন নম্বরেই ব্যাটিং করেন। চার নম্বর শুভমানের জায়গা নয় বলেই মনে হচ্ছে পূজারার। দুই, যশস্বীর সঙ্গে লোকেশ রাহুলকেই ওপেনিংয়ে চাইছেন পূজারা। তাঁর পরামর্শ গৌতম গম্ভীররা শুনবেন কি না, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে এখনও জাতীয় দলে ফেরার স্বপ্ন দেখা পূজারা বলেছেন, 'বিরাট-রোহিতের শূন্যস্থানপূরণ সহজ কাজ নয়। অনেকগুলো সিরিজ লেগে যাবে ওদের জায়গা ভরাট করতে। সামনেই ইংল্যান্ড সিরিজ। বিলেতের মাটিতে টেস্টে সফল হতে হলে দলের ওপেনিং জুটির পাশে তিন ও চার নম্বর জায়গায় কে বা কারা ব্যাটিং করছেন, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখবেন, তিন বা চার নম্বরে দলের সেরা ব্যাটারই ব্যাটিং করে।'

শচীন তেন্ডুলকার দীর্ঘসময় ভারতীয় দলের হয়ে চার নম্বরে ব্যাটিং করেছেন। তাঁর অবসরের পর চার নম্বরে ব্যাটিং করেছেন বিরাট। শচীনের আদর্শ উত্তরসূরি হিসেবেই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট সেই দায়িত্ব দিয়েছিল কোহলিকে। কিন্তু তাঁর অবসরের পর কে? সাংবাদিক সম্মেলনে এমন প্রশ্নের সামনে অস্বস্তিতে দেখা গিয়েছে পূজারাকে। তাঁর কথায়, 'অনেকে চার নম্বরে ব্যাটিংয়ের জন্য শুভমানের কথা বলছে। কিন্তু আমার মনে হয়, ও তিন নম্বরেই সেরা। তাছাড়া শুভমান নিজে চারে ব্যাটিং করতে চায় কি না,

বিরাট-রোহিতের শূন্যস্থানপূরণ সহজ কাজ নয়। অনেকগুলো সিরিজ লেগে যাবে ওদের জায়গা ভরাট করতে। সামনেই ইংল্যান্ড সিরিজ। বিলেতের মাটিতে টেস্টে সফল হতে হলে দলের ওপেনিং জুটির পাশে তিন ও চার নম্বর জায়গায় কে বা কারা ব্যাটিং করছেন, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

চেতেশ্বর পূজারা

সেটাও জানা দরকার।' শুধু শুভমান নয়, চার নম্বরের জন্য রাহুলের নামও উঠেছে। পূজারা অবশ্য রাহুলকে চার নম্বরে চাইছেন না। বরং অস্ট্রেলিয়া সিরিজের মতো বিলেতেও ওপেন করুক, এমনটাই চান তিনি। পূজারার কথায়, 'রোহিত-বিরাটদের অবসরের পর ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট কী ভাবছে, জানা নেই আমার। তবে আমার পরামর্শ হল, রাহুল শেষ অস্ট্রেলিয়া সফরের মতোই যশস্বীর সঙ্গে ইনিংস ওপেন করুক। চার নম্বরে অন্য কারোর কথা ভাবা হোক।'

কে হতে পারেন চার নম্বরে কোহলির উত্তরসূরি? স্পষ্ট জবাব দিতে পারেননি পূজারাও। তাঁর কথায়, 'শ্রেয়স আইয়ার, করুণ নায়ার, রজত পাতিদার- এমন অনেকের কথাই ভাবা যেতে পারে। কিন্তু চার নম্বরের দায়িত্ব নেওয়াটা কারোর জন্যই সহজ হবে না।'

গুজরাট টাইটান্সের প্রস্তুতিতে মহম্মদ সিরাজের সঙ্গে শুভমান গিল। আহমেদাবাদে।

ওডিআই ক্রিকেটে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন স্মৃতি মান্ধানা।

র‍্যাংকিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে এলেন মান্ধানা

দুবাই, ১৩ মে : মহিলাদের আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে ব্যাটারদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলেন ভারতের স্মৃতি মান্ধানা। সদ্যসমাপ্ত ত্রিদেশীয় সিরিজে দুর্দান্ত পারফরমেন্স করেন তিনি। সিরিজের ফাইনালে তাঁর অনবদ্য শতরানের দৌলতে ৯৭ রানে জয় পায় ভারত।

আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে ব্যাটারদের তালিকার শীর্ষে রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার লরা উলভারডট। তিনি ৭৩৮ পয়েন্ট পেয়েছেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা স্মৃতি মান্ধানার সংগ্রহ ৭২৭ পয়েন্ট। ২০১৯ সালে ব্যাটারদের তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছিলেন ভারতের এই বাঁহাতি তারকা।

আইসিসি বোলারদের তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছেন ভারতের দীপ্তি শর্মা। ত্রিদেশীয় সিরিজে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পাওয়া স্নেহ রানার র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি ঘটেছে। তিনি চার ধাপ এগিয়ে ৩৪তম স্থানে উঠে এসেছেন।

বোলারদের তালিকার পাশাপাশি অলরাউন্ডারদের তালিকাতেও প্রথম দশে রয়েছেন দীপ্তি শর্মা। তিনি ৩৫৩ পয়েন্ট নিয়ে একধাপ এগিয়ে পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছেন। সদ্যসমাপ্ত ত্রিদেশীয় সিরিজে ব্যাট হাতে ১৪৬ রান করার পাশাপাশি ৫টি উইকেট নিয়েছিলেন দীপ্তি।

পিএসএল ফিরছে ১৭ মে

লাহোর, ১৩ মে : যুদ্ধের আবহে আইপিএলের মতো স্থগিত হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান সুপার লিগও (পিএসএল)। পুনরায় আইপিএল শুরুর দিনই অর্থাৎ ১৭ মে পিএসএল-ও ফের শুরু হচ্ছে। পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি জানিয়েছেন টুর্নামেন্টের বাকি আটটি ম্যাচ হবে রাওয়ালপিন্ডিতে। ফাইনাল ২৫ মে।

এদিকে, সাদা বলে পাকিস্তানের নতুন কোচ হলেন নিউজিল্যান্ডের মাইক হেসন। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বিপর্যয়ের পর থেকেই নতুন কোচের সন্ধানে ছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। অস্থায়ী কোচ হিসাবে সীমিত ওভারের ফর্ম্যাটে মহম্মদ রিজওয়ানদের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন আকিব জাভেদ। মোট সাতজন কোচ হওয়ার আবেদন করেছিলেন। মঙ্গলবার সাদা বলের নতুন কোচ হিসাবে হেসনের নাম ঘোষণা করল পিসিবি।

পাকিস্তান সুপার লিগে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের কোচ হিসাবে কাজ করছেন হেসন। আগামী ২৬ মে পাকিস্তান জাতীয় দলের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কিউয়ি কোচ। হেসনকে কোচ করার ব্যাপারে পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হেসনের অভিজ্ঞতা আমাদের সাহায্য করবে। আমাদের আশা, ওঁর অধীনের সাদা বলে পাকিস্তান ভালো জায়গায় পৌঁছোবে।' এদিন একইসঙ্গে পাকিস্তান ঘরোয়া ক্রিকেটের পাঁচ মেন্টর ওয়াকার ইউনিস, মিসবা-উল-হক, সরফরাজ আহমেদ, শোয়েব মালিক ও সাকলিন মুস্তাককে ছাঁটাই করেছে পিসিবি।

জিতল ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা, ১৩ মে : কন্যাশ্রী কাপের ম্যাচে জয় পেল ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার তারা ২-০ গোলে হারিয়ে দেয় জ্যোতির্ময় অ্যাথলেটিক ক্লাবকে। লাল-হলুদের হয়ে গোল করেন পানডিমিট লেপচা ও প্রিয়াঙ্কা সুজেশ।

ডোম্মারাজু গুকেশ

গুকেশ নয়, কার্লসেনই সেরা : কাসপারভ

বুখারেস্ট, ১৩ মে : গুকেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেও বিশ্বসেরা ম্যাগনাস কার্লসেন। এমনটাই দাবি কিংবদন্তি রাশিয়ান দাবাড়ু গ্যারি কাসপারভের। রোমানিয়ার বুখারেস্টে 'চেস ক্লাসিক' প্রতিযোগিতা চলাকালীন এক সাক্ষাৎকারে এই কথা বলেছেন তিনি।

গ্যারি কাসপারভ বলেছেন, 'গুকেশ বিশ্ব দাবায় অনবদ্য পারফরমেন্স করেছে। আমি যখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম, তখন বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়কে হারিয়েছিলাম। ম্যাগনাস থাকলে গুকেশের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা অন্যরকম হতে পারত।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'গুকেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তবে সবকিছু বিচার করলে দেখা যাবে, ওর থেকেও ভালো খেলোয়াড় রয়েছে।' এই মন্তব্যে ঘুরিয়ে ম্যাগনাসকেই বিশ্বসেরা বলে দাবি করেন কাসপারভ।

গতবছর ডিসেম্বর মাসে সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে বিশ্ব দাবায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ভারতের ডোম্মারাজু গুকেশ। তিনি হারিয়েছিলেন চিনের দাবাড়ু ডিং লিরেনকে। চেন্নাইয়ের এই দাবাড়ুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ কাসপারভ। তিনি বলেছেন, 'যোগ্য ব্যক্তি হিসেবেই গুকেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ও ডিং লিরেনের থেকে এই মুহূর্তে অনেক এগিয়ে। তবে গুকেশকে আরও উন্নতি করতে হবে।'

রোকো-কে '২৭ বিশ্বকাপে দেখছেন না গাভাসকার

মুম্বই, ১৩ মে : প্রথমে টি২০, তারপর টেস্ট ক্রিকেটকে অলবিদা। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার আন্তর্জাতিক কেরিয়ার টিকে শুধু ওডিআই ফরম্যাটে। দুই মহাতারকার লক্ষ্য ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ, বারবার তা বুঝিয়েও দিয়েছেন। রোহিত শর্মা প্রকাশ্যেই যে ইচ্ছের কথা জানিয়েছেন। যদিও সুনীল গাভাসকার কোনও আশা দেখছেন না।

ভারতীয় কিংবদন্তির মতে, সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ। দুইজনের পক্ষে ২ বছর পর ওডিআই বিশ্বকাপ খেলা সম্ভব নয়। পুরোটাই নির্ভর করবে নির্বাচক কমিটির আগামীর স্ট্র্যাটেজির ওপর। অজিত আগরকারদের পরিকল্পনায় একমাত্র ফিট হলেই তবেই সুযোগ মিলতে পারে।

গাভাসকারের যুক্তি, ওডিআই ফরম্যাটে দুজনেই অত্যন্ত সফল। তবে ২০২৭ বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় নির্বাচকরা কী ভাবছেন, তার ওপর বিরাটদের বিশ্বকাপ-ভাগ্য নির্ভর করবে। দুইজনের পারফরমেন্স তখন কীরকম থাকে সেটাও বিচার্য হবে। গুরুত্বপূর্ণ হবে নির্বাচক কমিটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। বিরাট-রোহিতরা

অধিনায়ক হিসেবে পছন্দ বুমরাহ

নির্বাচকদের ভাবনার সঙ্গে ফিট করলে এবং সাফল্যের মধ্যে থাকলে একমাত্র সুযোগ মিলতে পারে। নচেৎ নয়।

ব্যক্তিগতভাবে গাভাসকার অবশ্য মনে করেন, দুইজনের পক্ষেই '২৭ বিশ্বকাপে খেলা সম্ভব নয়। বলেছেন, 'সত্যি কথা বলতে, ওরা অতদিন খেলা চালিয়ে যেতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। এখন যে পারফরমেন্স দিচ্ছে, সেটা বজায় রাখতে পারবে কি না, বলা কঠিন। প্রশ্নগুলি কিন্তু ঘুরপাক খাবে নির্বাচক কমিটির ভাবনায়।

তবে কে বলতে পারে, আগামী বছর ওরা দুর্দান্ত খেলল, প্রচুর রান পেল, সেঞ্চুরির পর সেঞ্চুরি। তখন ভগবানের পক্ষেও ওদের বাদ দেওয়া কঠিন হবে।'

এদিকে, রোহিতের অবসরের পর পরবর্তী টেস্ট অধিনায়ক নিয়ে জল্পনা জোরকদমে। শুভমান গিলকে এগিয়ে রাখছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল। যদিও সুনীল গাভাসকারের পছন্দ জসপ্রীত বুমরাহ। রোহিতের ডেপুটি হিসেবে টেস্ট দলে কাজ করেছেন। স্টপগ্যাপ দায়িত্বে সামনে থেকে নেতৃত্বও দিয়েছেন। তবে বুমরাহর হয়ে সওয়ালের পিছনে অন্য কারণ তুলে ধরেন কিংবদন্তি।

গাভাসকার বলেছেন, 'বুমরাহর শারীরিক ধকল নিয়ে অনেক কথা বলা হচ্ছে। বোঝা দরকার, এই ব্যাপারে সঠিক পর্যবেক্ষণ বুমরাহ নিজেই একমাত্র করতে পারে। অন্য অধিনায়ক সবসময় অতিরিক্ত বল করাতে চাইবে ওকে দিয়ে। বুমরাহ দলের এক নম্বর বোলার। তাই বুঝেসুঝে ব্যবহার করা জরুরি। সেক্ষেত্রে বুমরাহ সবথেকে ভালো বলতে পারবে, কখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার, কখন বোলিং করতে হবে।' গাভাসকারের মতে, বুমরাহকে দায়িত্ব দিলে, ওর বোলিং আরও ধারালো হবে। অতিরিক্ত বোলিংয়ের ধকল এড়িয়ে অনেক বেশি ঘাতক হয়ে উঠবে। সবদিক থেকে বুমরাহ ছাড়া আর কাউকে অধিনায়ক হিসেবে ভাবছেন না।

রোহিত-বিরাট জুটির ২০২৭ বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেন সুনীল গাভাসকার।

ফিরলেন গ্রিন, কামিন্স-হ্যাজেলউডকে রেখেই দল অজিদের

কেপ টাউন ও ক্যানবেরা, ১৩ মে : আইপিএল শেষ ৩ জুন। তারপর ১১ জুন লর্ডসে শুরু হবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। মুখোমুখি গতবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। টেস্ট ক্রিকেটের সর্বোচ্চ খেতাবের লক্ষ্যে দুই দেশই দল ঘোষণা করে দিল মঙ্গলবার।

দীর্ঘ বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির পর চোটের কারণে শ্রীলঙ্কা সফরে ছিলেন না অধিনায়ক প্যাট কামিন্স এবং জোশ হ্যাজেলউড। তবে চোট সারিয়ে দুইজনেই ফিরেছেন আইপিএলে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের রেখেই স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। কামিন্স-হ্যাজেলউড ফিরে আসায় চূড়ান্ত

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল

একাদশে জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা কমছে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে দুরন্ত ফর্মে থাকা স্কট বোল্যান্ডের। এছাড়াও শেফিল্ড শিল্ড ফাইনালে ম্যাচের সেরা হওয়ার পুরস্কার হিসেবে ট্রাভেলিং রিজার্ভ হিসেবে দলের সঙ্গে যাচ্ছেন ব্রেন্ডন ডগেট।

এছাড়াও চোট সারিয়ে দলে ফিরেছেন ক্যামেরন গ্রিন। তাঁর উপস্থিতিতে মিডল অর্ডার নিয়ে 'ভালো মাথাব্যথা'-য় ভুগবে অজি শিবির। কারণ, ট্রাভিস হেড, জোশ ইনগ্লিস ও বিউ ওয়েবস্টারও জায়গা নিতে প্রস্তুত। মুখ্য নির্বাচক জর্জ বেইলির মন্তব্য, 'দুই বছরের পর্বে আমরা ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছি। এবার সামনে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব রক্ষা করার সুযোগ। দক্ষিণ আফ্রিকা আমাদের বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে।'

অন্যদিকে, সামাজিক মাধ্যমে এক ভিডিও বার্তায় ১৫ জনের দল ঘোষণা করেছেন প্রোটিয়া অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। কাগিসো রাবাদা, মার্কো জানসেন, ডেন প্যাটারসন, উইয়ান মুল্ডারদের মতো পেসারদের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে লুঙ্গি এনগিডিকে। ২০২৪ সালের অক্টোবরের পর প্রথমবার দলে সুযোগ পেলেন এনগিডি। বাভুমা ছাড়া আইডেন মার্করাম, টনি ডি জর্জি, রায়ান রিকলটন, ট্রিস্টান স্টাবসদের নিয়ে ব্যাটিং শক্তিতেও মজবুত আফ্রিকা। কোচ সুকরি কোনার্ড বলেছেন, 'আমাদের সাফল্যের মূল কারণ ছিল দল নির্বাচনে ধারাবাহিকতা। মূল দল ধরে রেখেই আমরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছি। লর্ডসের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ দল নির্বাচন হয়েছে।'

দক্ষিণ আফ্রিকা স্কোয়াড

টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), টনি ডি জর্জি, আইডেন মার্করাম, উইয়ান মুল্ডার, মার্কো জানসেন, কাগিসো রাবাদা, কেশব মহারাজ, লুঙ্গি এনগিডি, করবিন বশ, কাইল ভেরেইনি, ডেভিড বেডিংহাম, ট্রিস্টান স্টাবস, রায়ান রিকলটন, সেনুরান মুথুস্বামী ও ডেন প্যাটারসন।

অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াড

প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), স্টিভেন স্মিথ, স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স ক্যারি, ক্যামেরন গ্রিন, জোশ হ্যাজেলউড, ট্রাভিস হেড, জোশ ইনগ্লিস, ইসমান খোয়াজা, স্যাম কনস্টাস, ম্যাট কুহনেমান, মার্নাস লাবুশেন, নাথান লায়োন, মিচেল স্টার্ক ও বিউ ওয়বস্টার। **ট্রাভেলিং রিজার্ভ :** ব্রেন্ডন ডগেট

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **দেবাঙ্গন শর্মা** : শুভ অষ্টমতম জন্মদিন। সুন্দর এই পৃথিবীতে সুন্দরতম জীবন হোক তোমার, পূরণ হোক প্রতিটি স্বপ্ন, প্রতিটি আশা, বেঁচে থাকো হাজার বছর ধরে। - **দেবাশিষ শর্মা, সুস্মিতা সাহা শর্মা,** কোচবিহার।

☺ **দিদিয়া (প্রত্যুষা চক্রবর্তী)** : শুভ জন্মদিন। অনেক অনেক ভালোবাসা। ভালো থেকো। সুস্থ থেকো। - **ভাইয়া (আরোহণ চক্রবর্তী),** পাটাকুড়া, কোচবিহার।

☺ **ঋতুভিক ঘোষ** : শুভ জন্মদিনের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল। - **বাবা, মা ও পরিবারবর্গ,** বিদ্যাসাগরপল্লি, শিলিগুড়ি।

কামিন্স-বাটলারদের নিয়ে জল্পনা

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সাময়িক বিরতি।

১৭ মে শুরু হচ্ছে আইপিএলের শেষ পর্ব। লিগের উদ্বোধনী ম্যাচের মতো দ্বিতীয় পর্বের শুরুটাও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-কলকাতা নাইট রাইডার্স টক্কর দিয়ে। চিন্নাস্বামীর যে ম্যাচে জিততেই হবে পরিস্থিতি আজিঙ্কা রাহানের নাইট ব্রিগেডের।

বিরাটরা জিতলেই প্লে-অফের টিকিট নিশ্চিত। তবে গুরুত্বপূর্ণ আরসিবি-নাইট ম্যাচ বা বাকি পর্বে আদৌ কতজন বিদেশি ক্রিকেটার পাওয়া যাবে, তা নিয়ে টানাপোড়েন। প্রাথমিক সূচিতে ২৫ তারিখ ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল। পিছিয়ে তা ৩ জুন হবে। পরিবর্তিত সূচি সবকিছু ঘেঁটে দিয়েছে। জুনেই (১১-১৫ জুন) অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। দুই দেশই ইতিমধ্যেই দল ঘোষণা করেছে। ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ আবার মুখোমুখি হয়ে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে (২৯ মে শুরু)। আইপিএলে অংশগ্রহণকারী একঝাঁক ক্রিকেটার যে ঘোষিত দলে রয়েছেন।

তারকাহীন শেষ পর্বের আশঙ্কা

ফলে নতুন করে শুরু হতে চলা আইপিএলে শেষপর্যন্ত কতজন বিদেশি তারকাকে পাওয়া যাবে বলা কঠিন। আশঙ্কা, গ্রুপ লিগের গুরুত্বপূর্ণ শেষ পর্ব এবং প্লে-অফ তারকাহীন হয়ে পড়বে। দলগুলিও সমস্যায় পড়বে নতুন করে টিম কম্বিনেশন সাজাতে।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়ে দিয়েছে, বাকি আইপিএলে অংশগ্রহণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন প্লেয়াররাই। বোর্ড কোনওরকম হস্তক্ষেপ করবে না। পাশাপাশি ভারতে গিয়ে খেলা এই মুহূর্তে কতটা নিরাপদ, তাও পর্যালোচনা করে দেখছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

অজি বোর্ডের এক শীর্ষকর্তা আরও জানান, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের প্রস্তুতি রয়েছে। সেটাও মাথায় রাখা হচ্ছে। নিরাপত্তার দিক খতিয়ে দেখতে অস্ট্রেলীয় সরকার এবং বিসিসিআইয়ের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রাখছেন তাঁরা।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অনুশীলনে সূর্যকুমার যাদব। মঙ্গলবার।

প্যাট কামিন্স, ট্রাভিস হেড ছাড়াও টিম ডেভিড, মিচেল স্টার্ক, জোশ হ্যাজেলউড, জোশ ইনগ্লিস, মিচেল ওয়েন, মার্কাস স্টোয়িনিস, জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, জেভিয়ার বার্টলেট, মিচেল মার্শ, স্পেনসার জনসন আইপিএলে খেলছেন। এই দীর্ঘ তালিকার কতজন শেষপর্যন্ত ভারতে ফিরবেন প্রশ্ন রয়েছে।

পাঞ্জাব কিংসের হেডকোচ রিকি পন্টিং অবশ্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে দলের বিদেশি খেলোয়াড়দের বোঝানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু স্টোয়িনিস, ইনগ্লিসরা এখনও ইতিবাচক সাড়া দেননি। মিচেল স্টার্ককে নিয়ে নিশ্চিত নয় দিল্লি ক্যাপিটালস। প্লে-অফ থেকে ছিটকে যাওয়া সানরাইজার্স হায়দরাবাদ অনিশ্চয়তায় ভুগছে অধিনায়ক কামিন্স ও হেডকে নিয়ে।

অপরদিকে, ২৯ মে শুরু হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ইংল্যান্ড সিরিজ। যে সিরিজের ইংল্যান্ড দলে রয়েছেন জোফ্রা আর্চার, জেকব বেথেল, জস বাটলার, উইল জ্যাকস, জেমি ওভারটন। আইপিএলে খেলা একাধিক ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারও রয়েছেন যে সিরিজের দলে। সবমিলিয়ে বাটলারদের পাওয়া নিয়েও সমস্যা।

অন্যদিকে, গুজরাট টাইটান্সের পর মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সহ আরও চারটি দল আইপিএলের জন্য অনুশীলন ফের শুরু করেছে। মঙ্গলবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তরফে সূর্যকুমার যাদবদের প্রস্তুতির ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে।

বিদেশি সংকট

- ২৯ মে শুরু হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ইংল্যান্ড সিরিজ। যে সিরিজের ইংল্যান্ড দলে রয়েছেন জোফ্রা আর্চার, জেকব বেথেল, জস বাটলার, উইল জ্যাকস, জেমি ওভারটন।
- ১১-১৫ জুন অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল খেলবে।
- দক্ষিণ আফ্রিকা দলে রয়েছেন আইডেন মার্করাম, উইয়ান মুল্ডার, মার্কো জানসেন, কাগিসো রাবাদা, লুঙ্গি এনগিডি, করবিন বশ, ট্রিস্টান স্টাবস, রায়ান রিকেলটন।
- অজি দল রয়েছেন প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউড, ট্রাভিস হেড, জোশ ইনগ্লিস, মিচেল স্টার্ক।

আইপিএল ফাইনাল হয়তো আহমেদাবাদেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মে : ছিল রুমাল। হল বিড়াল।

হওয়ার কথা ছিল কলকাতা ও হায়দরাবাদে। ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতির পর আচমকা ছবিটা বদলে গেল। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সূত্রের খবর, শনিবার থেকে ফের শুরু হতে চলা আইপিএলের ফাইনাল হতে পারে আহমেদাবাদে। সেখানে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারের ম্যাচও হবে। আর প্রথম কোয়ালিফায়ার ও এলিমিনেটরের ম্যাচ হবে মুম্বইয়ে। রাত পর্যন্ত বিসিসিআইয়ের তরফে কোনও সরকারি ঘোষণা হয়নি।

কেন আচমকা এমন উলটপুরাণ? বিসিসিআইয়ের তরফে গতরাতে ফের আইপিএল শুরুর ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ১৭ মে ফের আইপিএল শুরু হবে। আর ৩ জুন হবে ফাইনাল। যদিও ফাইনাল ও প্লে-অফের ম্যাচ কোন কেন্দ্রে হবে, সরকারিভাবে জানায়নি বোর্ড। সঙ্গে ঘোষণা হয়েছে, অষ্টাদশ আইপিএলের বাকি থাকা ১৭টি ম্যাচ হবে মোট ছয়টি কেন্দ্রে। যার মধ্যে কলকাতার নাম নেই। হায়দরাবাদও নেই। বোর্ডের অন্দরমহল থেকে সরকারিভাবে কিছু ঘোষণা না হলেও জানানো হয়েছে, কলকাতায় জুন মাসের শুরুতে বর্ষার বৃষ্টির সমস্যার কারণেই এমন সিদ্ধান্ত। সঙ্গে রয়েছে ঘূর্ণিঝড় 'শক্তি'-র প্রভাবও। জানা গিয়েছে, মে মাসের ২৩-২৮ তারিখের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে চলেছে। যার ফলে কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গে ব্যাপক ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

এখনও অপেক্ষায় সিএবি

রাতের দিকে সিএবি-তে গিয়ে দেখা গেল হতাশার ছবি। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার বেশিরভাগ কর্তাই ধরে নিয়েছেন, অষ্টাদশ আইপিএলে কলকাতায় নির্ধারিত থাকা বাকি দুটি ম্যাচ আর হচ্ছে না তিলোত্তমায়। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য এখনও আশায়। রাতের দিকে সিএবি সভাপতি বলছিলেন, 'বোর্ড সরকারিভাবে কিছু জানায়নি এখনও। তাই আমরাও কলকাতায় ফাইনাল আয়োজনের ব্যাপারে এখনও আশাবাদী। দেখা যাক কী হয়।'

বুধবার থেকে বেঙ্গালুরুতে দেখা যাবে আজিঙ্কা রাহানেদের।

ফিরছেন রাসেল-নারায়ণরাও

বৃহস্পতিবার শুরু নাইটদের অনুশীলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মে : স্থগিত হয়ে যাওয়া আইপিএল শুরু হচ্ছে শনিবার। আর প্রথম দিনই মাঠে নামছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। প্রতিপক্ষ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।

১৭ মে-র সেই ম্যাচের আগে বৃহস্পতিবার থেকে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে অনুশীলন শুরু করে দিচ্ছে কেকেআর। অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে সহ দলের বেশিরভাগ ক্রিকেটারই আগামীকাল রাতের মধ্যে বেঙ্গালুরু পৌঁছে যাবেন বলে খবর। নাইটদের অবশ্য আর কলকাতায় ফেরার কোনও সুযোগ নেই। বাকি থাকা দুই ম্যাচ জিততে পারলে রাহানেদের এখনও প্লে-অফ স্বপ্ন বেঁচে রয়েছে। যদিও লিগের শেষ দুই ম্যাচ জয়ের পাশে বাকি দলগুলির দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে কেকেআরকে।

প্লে-অফ স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে পূর্ণ শক্তির দল নিয়েই শনিবার আরসিবি-র বিরুদ্ধে নামবে কেকেআর। নাইটদের অন্দরমহল থেকে এমনই তথ্য সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, দলের দুই সেরা তারকা আন্দ্রে রাসেল ও সুনীল নারায়ণরাও বেঙ্গালুরু পৌঁছে যাচ্ছেন আগামীকাল রাতেই। ভারত-পাক যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হলেও রাসেল-নারায়ণরা জামাইকা ফেরেননি। বরং তাঁরা পরিবার ও বান্ধবী নিয়ে দুবাইয়ে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। সেখান থেকেই বেঙ্গালুরু হাজির হচ্ছেন নারায়ণরা। আজ বিকেলের দিকে মুম্বই থেকে কেকেআরের কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত বলেছেন, 'পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক। শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে আইপিএল। দল হিসেবে মাঠে নেমে আমরাও প্লে-অফের স্বপ্নপূরণ করতে চাই।' ১২ ম্যাচে ১১ পয়েন্টে থাকা রাহানে, ভেঙ্কটেশ আইয়ারদের প্লে-অফ স্বপ্নপূরণ হবে কি না, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতির পর ফের আইপিএল শুরুর উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়েছে কেকেআরের তরফে।

অবসর জল্পনা ওড়ালেন সামি

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন। এবার কি তাহলে মহম্মদ সামির পালা?

সোমবার বিরাটের টেস্ট থেকে অবসর ঘোষণার পরই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম দাবি করেছিল, টিম ইন্ডিয়ার তারকা পেসার সামিও হয়তো অবসর গ্রহের বাসিন্দা হতে চলেছেন। যদিও মঙ্গলবার অবসর জল্পনা ওড়ালেন সামি।

বাংলার রনজি ট্রফি দলের এই পেসার বরং জানিয়েছেন, ইংল্যান্ডে আসন্ন পাঁচ ম্যাচের সিরিজে নামার জন্য তিনি মুখিয়ে রয়েছেন। দুইটি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে সংবাদমাধ্যমের উপর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সামি। লিখেছেন, 'খুব ভালো কাজ করছেন মহারাজ। আপনারা কবে নিজেদের কাজ থেকে অবসর নেবেন, আগে সেটা ভাবুন। তারপর আমাকে নিয়ে ভাববেন। আপনারাই আমার ভবিষ্যতের সর্বনাশ করে দিচ্ছেন। কখনও তো ভালো কথা বলুন।'

একটি সমাজমাধ্যমের খবরের স্ক্রিনশট নিয়ে তাতে সামির দ্বিতীয় পোস্ট, 'এখনও সময় আছে, নিজের দেশের স্বার্থে শুধরে যাও। এটা আবার কে রে বাবা!' অবসর নিয়ে সংবাদমাধ্যমের জল্পনা যে সামি একেবারেই ভালোভাবে নিতে পারেননি, তা সামি এই দুই পোস্টেই পরিষ্কার।

সাফের সেমিতে ভারত

কলকাতা, ১৩ মে : অনূর্ধ্ব ১৯ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে উঠল ভারত। মঙ্গলবার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে তারা ৪-০ গোলে নেপালকে হারিয়েছে। ভারতের হয়ে জোড়া গোল করেন রোহেন সিং। বাকি গোলগুলি করেন ওমাং ডোডুং ও ড্যানি মিতেই। গ্রুপ 'বি'-তে ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকেই গ্রুপ পর্ব শেষ করেছে ভারত। শুক্রবার সেমিফাইনালে তারা খেলবে মালদ্বীপের বিরুদ্ধে।

অ্যান্ডি মারেকে কোচের পদ থেকে সরিয়ে দিলেন নোভাক জকোভিচ।

জকোভিচ-মারে জুটির পথচলা শেষ

বেলগ্রেড, ১৩ মে : ছয় মাসের পথচলা শেষ। অ্যান্ডি মারেকে কোচের পদ থেকে সরালেন নোভাক জকোভিচ।

প্যারিস অলিম্পিক খেলে পেশাদারি টেনিসকে বিদায় জানান অ্যান্ডি মারে। তারপর গত নভেম্বরে প্রাক্তন প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিজের কোচ হিসাবে নিযুক্ত করেন জকোভিচ। তবে প্রত্যাশিত ফল না পাওয়ায় ফরাসি ওপেন শুরুর আগেই মারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন জোকার। যদিও তাঁর হাত ধরে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে শুরুটা ভালোই করেছিলেন সার্বিয়ান তারকা। তবে বাধা হয়ে দাঁড়ায় চোট। সেমিফাইনালের মাঝে কোর্ট ছাড়তে বাধ্য হন। এরপর শুধুই ব্যর্থতা। অ্যান্ডি মারের কোচিংয়ে আরও পাঁচটি প্রতিযোগিতায় নেমেছেন জকোভিচ। তার মধ্যে চারটি টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে হার। মায়ামি ওপেনে আশা জাগিয়েও ফাইনালে হারতে হয়। এটিপি ক্রমতালিকাতেও নেমে গিয়েছেন ছয় নম্বরে। সেই কারণেই বোধহয় মারের ওপর আর আস্থা রাখতে পারলেন না নোভাক।

সমাজমাধ্যমে মারেকে ধন্যবাদ জানিয়ে জকোভিচ লেখেন, 'ধন্যবাদ কোচ অ্যান্ডি। কঠোর পরিশ্রম, মজা সবকিছু মিলিয়ে গত ছয় মাস পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ। কোর্ট এবং কোর্টের বাইরে তোমার সাহায্য পেয়েছি। এই সময়ে আমাদের বন্ধুত্ব দারুণ উপভোগ করেছি।' পালটা জকোভিচকে ধন্যবাদ জানিয়ে মারেও লেখেন, 'একসঙ্গে কাজ করার দুর্দান্ত সুযোগটা দেওয়ার জন্য নোভাককে ধন্যবাদ। ওর টিমের প্রতি কৃতজ্ঞতা গত ছ'মাস অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য। মরশুমের বাকি সময়ের জন্য নোভাককে শুভেচ্ছা।'

লাল-হলুদে প্রায় পাকা এডমুন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মে : এডমুন্ড লালরিনডিকার লাল-হলুদে যোগ দেওয়া প্রায় পাকা।

আই লিগে খেলেও ইন্টার কাশীর এই স্ট্রাইকার গত মরশুম থেকেই নজর কেড়েছেন। শুধু তাই নয়, আইএসএল না খেলেই তিনি জাতীয় দলে সুযোগ পান। তাই এবার এই মিজো স্ট্রাইকারের দিকে নজর ছিল অনেক ক্লাবেরই। তবে ঘরের ছেলে এবার ঘরে ফিরতে চলেছেন। চেনা পরিবেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এডমুন্ড। শেষপর্যন্ত ইন্টার কাশীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ এডমুন্ডকে প্রয়োজনীয় ট্রান্সফার ফি দিয়ে নিতে রাজি হয় ইস্টবেঙ্গল। দুই ক্লাবের মধ্যে সমঝোতা হওয়ার পরই এডমুন্ডের লাল-হলুদ জার্সি পরা প্রায় পাকা বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এর পাশাপাশি উঠছে প্রশ্নও। গত মরশুমে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব থেকে নেওয়া ডেভিড লালহালানসাঙ্গাকে সেভাবে গেম টাইম দিতে পারেননি বা চাননি অস্কার ব্রুজোঁ। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে অন্য দলে যাওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশও করেন ডেভিড। আবার তার সঙ্গে এডমুন্ডকে নিলে দুইজনের ক্ষেত্রেই গেম টাইমের সমস্যা হতে পারে। ইতিমধ্যেই ইস্টবেঙ্গলের দলগঠন নিয়ে প্রশ্ন আরও উঠছে। একই পজিশনে খেলা পিভি বিষ্ণু ও নাওরেম মহেশ সিং থাকা সত্ত্বেও কেন বিপিন সিংকে নেওয়া হল, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন অনেকেই। ভারতীয় ছাড়া বিদেশি স্ট্রাইকার নেওয়ার ব্যাপারেও এগোচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। এবারের ইরাক লিগের এখনও পর্যন্ত দ্বিতীয় সর্বাধিক গোলদাতা হেনরিক গুস্তাভোর সঙ্গে কথা হলেও তাঁকেই নেওয়া হবে কিনা নিশ্চিত নয়। এছাড়াও তালিকায় আছেন আরও এক ব্রাজিলীয়। এদিকে, লম্বা সময় পর মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ছাড়ছেন গত মরশুমে সুযোগ না পাওয়া গ্লেন মার্টিন্স।

অন্যদিকে, কল্যাণী স্টেডিয়ামে হোম ম্যাচ খেলা ইন্টার কাশীর জন্য বেনারসে স্টেডিয়াম হতে চলেছে। যতদিন সেই স্টেডিয়াম তৈরি না হয়, আসন্ন মরশুমে ততদিন গুয়াহাটির ইন্দিরা গান্ধি স্টেডিয়ামে হোম ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইন্টার কাশী। এই স্টেডিয়ামেই হোম ম্যাচ খেলে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি।

পর্তুগালের জার্সিতে অভিষেক হল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বড় ছেলে ক্রিশ্চিয়ানো ডস স্যান্টোসের। অনূর্ধ্ব-১৫ বয়স বিভাগে দেশের হয়ে ৭ নম্বর জার্সিতে মাঠে জুনিয়ার রোনাল্ডো।

দ্বিমুকুটের পর এশিয়ায় ছাপ রাখতে চায় বাগান

কলকাতা, ১৩ মে : একই মরশুমে লিগ-শিল্ড ও আইএসএল কাপ জেতার পর এবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের লক্ষ্য এশিয়ায় ভালো পারফরমেন্স।

গত মরশুমেও মোহনবাগান এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে তার আগের মরশুমে আইএসএল লিগ-শিল্ড জিতে। আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের কোচিংয়ে গ্রুপ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হলেও শেষপর্যন্ত তাঁকে সরতে হয় এবং কোচ হয়ে আসেন এক সময়ে স্পেনের স্পোর্টিং ডিরেক্টর এবং এদেশে এটিকের কোচ হিসাবে কাজ করা হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। তবে তাঁর কোচিংয়ে শুরুটা আদৌ ভালো হয়নি মোহনবাগানের। ডুরান্ড কাপ ফাইনালে নিজেদের ঘরের মাঠে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে হার ছাড়াও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের প্রথম ম্যাচেই রাভসান এফসি-র বিরুদ্ধেও ঘরের মাঠে ড্র করে। সেসময় মোলিনার বিরুদ্ধে এমনকি 'গো ব্যাক' ধ্বনি উঠলেও ম্যানেজমেন্ট আস্থা রাখে তাঁর ওপর। যার সুফল তারা পায় আইএসএলে গিয়ে। রীতিমতো আধিপত্য নিয়ে আইএসএল শিল্ড জেতে মোহনবাগান। এরপর কাপ জিতে 'ডাবল' করে দ্বিতীয় দল হিসাবে। কিন্তু গত মরশুমে ম্যানেজমেন্ট ও সমর্থকদের আক্ষেপ থেকে গিয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচ খেলতে না পারায়। ইরানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভালো না থাকায় ট্র্যাক্টর এফসি-র বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে অরাজি মোহনবাগান চিঠি দিলেও এএফসি অগ্রাহ্য করে ও টুর্নামেন্ট থেকে মোলিনার দলকে বাদ দেওয়া হয়। ফলে মোহনবাগানের আর বাকি ম্যাচ খেলা হয়নি। যা নিয়ে পরে আক্ষেপও করেন মোলিনা। তাঁর বক্তব্য ছিল, 'দল এএফসি-র টুর্নামেন্টে খেলবে এবং ফুটবলাররা ম্যাচের মধ্যেই থাকবে আন্তর্জাতিক বিরতিতে, আমার ভাবনা এরকমই ছিল। কিন্তু সেটা হল না বলে খানিকটা সমস্যা হয়েছে।'

তবে এবার সম্ভবত যে কোনও পরিস্থিতিতেই আর মোহনবাগান পিছু হটবে না। ডুরান্ড কাপ নাকি ফেডারেশন কাপ দিয়ে মরশুম শুরু হবে, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। যা শোনা যাচ্ছে তাতে এবার এমনকি ডুরান্ড কাপকেও হয়তো বাড়তি গুরুত্ব দেবে না মোহনবাগান। একমাত্র ফেডারেশন কাপ বহুদিন পর ফের একবার জেতার জন্য তারা ঝাঁপাতে পারে। কারণ সবথেকে বেশিবার ফেডারেশন কাপ জয়ের রেকর্ড এখনও মোহনবাগানেরই। এবার দলের প্রথম ফোকাস রাখা হবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচগুলিতে। এছাড়া লক্ষ্য থাকবে আইএসএলের লিগ-শিল্ড জয়। এশীয় স্তরে খেলতে গিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া সহজ হবে না। কিন্তু নিজেদের ছাপ রাখতে বদ্ধপরিকর মোহনবাগান। তার জন্য এবারও বাড়তি বিদেশি নেওয়ার ভাবনা রয়েছে কোচ ও ম্যানেজমেন্টের। সঙ্গে আরও কিছু ভালো মানের ভারতীয় ফুটবলারকেও ট্রান্সফার ফি দিয়ে নিতে পারে তারা। ফিফার ট্রান্সফার ব্যান সংক্রান্ত সমস্যা মেটাতে মুম্বই সিটি এফসি থেকে কাগজপত্র আনানো হয়েছে। লিংক পাঠালেই টাকা দিয়ে ব্যান তোলানোর ব্যবস্থা হবে বলে সূত্রের খবর।

লাল-হলুদের খুদেরা গ্রুপ সেরা

জামশেদপুর, ১৩ মে : ফেডারেশনের অনূর্ধ্ব-১৫ জুনিয়ার লিগের প্লে-অফ পর্বে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফাইনাল রাউন্ডে ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার গ্রুপের শেষ ম্যাচে ভুনা এফসিকে ৯-১ গোলে হারাল লাল-হলুদের খুদেরা। গোটা ম্যাচে আক্রমণাত্মক মেজাজে পাওয়া গিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের ছোটদের। বিপক্ষকে তারা কোনও সুযোগই দেয়নি। হ্যাটট্রিক করে নজর কেড়েছে শিশির সরকার। এছাড়া ইস্টবেঙ্গলের হয়ে জোড়া গোল করে দীপক মণ্ডল ও অভ্র দে। বাকি দুইটি গোল রমিত দাস ও সাগেন মুর্মুর করা।

দেশবন্ধুর ড্র

গাজোল, ১৩ মে : দেশবন্ধু ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরির পুলিন হেমপ্রভা ট্রফি নকআউট ফুটবলে মঙ্গলবার আয়োজকদের বিরুদ্ধে গাতিকোড়া শিমুলঝুড়ির ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। গাতিকোড়ার বিশ্বজিৎ হেমরম ও দেশবন্ধুর সরকার হেমরম গোল করেন।

জুনে হতে পারে বাগানের নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মে : আগামী মাসের শুরুতেই দিনক্ষণ ঘোষণা। মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচন হতে পারে জুনের মাঝামাঝি।

সদস্য নবীকরণের সময়সীমা শেষ হয়েছে এপ্রিলেই। সবকিছু খতিয়ে দেখে প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে। তালিকায় ৬ হাজার ৮১৮ জন সদস্যের নাম রয়েছে। ক্লাব তাঁবু ছাড়াও ক্লাবের ওয়েবসাইটেও তা দেখতে পারবেন সদস্যরা। যদিও এটাই চূড়ান্ত নয়। সদস্য কার্ড নবীকরণ সত্ত্বেও যদি কোনও নাম বাদ গিয়ে থাকে বা ভুল থাকে, প্রমাণ সহ তা সংশোধনের জন্য ১৫ থেকে ২১ মে পর্যন্ত সময়সীমা দেওয়া হচ্ছে। তারপরই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচনের বাকি প্রক্রিয়া ঘোষণা করা হবে। জানালেন ক্লাবের নির্বাচনি বোর্ডে চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিচারপতি অসীমকুমার রায়।

সূত্রের খবর, জুনের মাঝামাঝি হতে পারে মোহনবাগানের নির্বাচন। প্রাক্তন বিচারপতি বলেছেন, 'আশা করছি জুনের শুরুতে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা সম্ভব হবে।' কানাঘুষো চলছে নির্বাচন হতে পারে জুনের ২২ অথবা ২৯ তারিখে। তবে কোনও কারণে রবিবার সম্ভব না হলে পাঁচ দফায় নির্বাচন করার পরিকল্পনাও রয়েছে। বাগানের অসীমকুমার রায় বলেছেন, 'প্রাথমিকভাবে ছুটির দিনই ক্লাবের নির্বাচন হয়। তা না হলে সোম থেকে শুক্রবারের মধ্যে সন্ধ্যায় পাঁচ দফায় তা করার ভাবনাও রয়েছে।' যদিও বিরোধী শিবিরের তরফে সৃঞ্জয় বসু চাইছেন, নির্বাচন হোক এক দফাতেই। ক্লাবের বর্তমান সচিব দেবাশিস দত্ত অবশ্য এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

শিলিগুড়ি চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি

জয়ী জায়েন্টস, টাইটান্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ মে : স্বস্তিকা যুবক সংঘের শিলিগুড়ি চ্যালেঞ্জার্স ট্রফিতে (এসসিটি) মঙ্গলবার মালদার ডিএম সুপার জায়েন্টস ৫১ রানে অসমের বিজনি সুপার কিংসকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে টসে হেরে জায়েন্টস ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬৫ রান তোলে। ম্যাচের সেরা পঙ্কজ শ ৪৭ বলে ৮৪ রান করেন। রনি মিত্র ৩৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন জয়দীপ পাল (২৬/২)। জবাবে বিজনি ১৮.৪ ওভারে ১১৪ রানে অল আউট হয়। চন্দনকুমার মণ্ডল ২৪ রান করেন। কৃষ্ণেন্দু গোস্বামী ৯ ও আমন নরেশ কুমার ১৯ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

অন্য ম্যাচে অসমের এনএফ রেলওয়ে টাইটান্স ১২ রানে সিকিমের ব্লু শার্ক ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে টাইটান্স ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৭১ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সোনু চিকারা ৬৬ ও বিপুল কম্বোজ ৪৬ রান করেন। সাহিল রাজ ৩৩ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে ১৮.৩ ওভারে ১৫৯ রানে গুটিয়ে যায়। এফকে ৩৫ ও অরবিন্দ কুমার ২৬ রান করেন। ভাস্কর মণি ত্রিপাঠি ২১ রানে নেন ২ উইকেট।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে সোনু চিকারা।

প্রি-কোয়ার্টারে দেবাশিস-সুবোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ মে : মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় ও উত্তরবঙ্গ ব্রিজ সংস্থার সহযোগিতায় আয়োজিত শান্তিরঞ্জ সাহা, শিশির রায়, সুশীলকুমার রায় ও গৌড়চন্দ্র দাস ট্রফি অকশন ব্রিজে মঙ্গলবার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন দেবাশিস কর-সুবোধ অধিকারী। একইসঙ্গে প্রি-কোয়ার্টারে জায়গা পেয়েছেন এসপি ব্যানার্জি-দিলীপ সাহা, দেবু সাহা-বিরাজ দে, সুখেন্দু দাস-মিলন রায়, রতন সাহা-কে দত্ত, স্বপন মজুমদার-নারায়ণ দত্ত, এস দে-অনুপ চক্রবর্তী, রাখাল সরকার-মোনা রাহা, বাদল রায়-মধু সূত্রধর, কমলেশ গুহ-জীবন দাস, সুভাষ পাল-মনোজ সরকার ও স্বপন পাল-ছোটন ভৌমিক।

ভলিবল ট্রায়াল শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ মে : উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়ায় ২২-২৫ মে অনুষ্ঠেয় আন্তঃ জেলা জুনিয়ার ভলিবলে শিলিগুড়ি দল গঠনের জন্য দুইদিনের ট্রায়াল বুধবার শুরু হবে। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ভলিবল সচিব রাজেশ দেবনাথ জানিয়েছেন, এনআরআই গ্রাউন্ডে দুপুর ২টায় ট্রায়াল শুরু হবে। ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি ও তারপরে জন্মগ্রহণকারীরা ট্রায়ালে অংশ নিতে পারবে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা জবা মালিক - কে

19.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 93J 58927 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "এই জয়টি এমন এক আশীর্বাদ যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এটি আমাকে এবং আমার পরিবারকে আর্থিক প্রশান্তির অনুভূতি দিয়েছে। আমি কখনো কল্পনাও করিনি যে আমি একজন কোটিপতি হব, কিন্তু ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারি বার বার প্রমাণ করেছে যে সাধারণ মানুষের সাথেও অসাধারণ কিছু ঘটতে পারে। সকলকে এই সুযোগটি প্রদান করার জন্য তাদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।